1913–2013
১৯১৩-২০১৩
100
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ১৯তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ বৈশাখ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ৪ জমাদিউস সানি, ১৪৩৪ হিজরি | ১৫ শাহাদাত, ১৩৯২ হি. শা. | ১৫ এপ্রিল, ২০১৩ ঈসাব্দ

এ সংখ্যায় থাকছে-

* হুযুর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা
* রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখার জন্য বিশ্ব মুসলিম নেতার আহ্বান
* প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী
* যুদ্ধের উন্মত্ততা ইসলামী-জিহাদ নয়
* খেলাফত: বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পন্থা
* শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)
* নামায সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা
* হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম প্রচার
* হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাজারো নিদর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
* প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

The Ahmadiyya Muslim Community
PEACE SYMPOSIUM 2013
CELEBRATING 100 YEARS IN THE UNITED KINGDOM
Love for All Hatred for None

৪র্থ বার্ষিক "আহমদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান-২০১৩

বিস্তারিত ভেতরের পাতায়-

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌশিক
প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd
Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6,
Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Travel Agent & Tour Operator

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier), Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER
ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola Jessore. Tel : 67284	Kanas Gari, Sherpur Road Bogra. Tel : 73315	205, Baizid Bostami Road Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mwPc Î

১৫ এপ্রিল, ২০১৩

কুরআন শরীফ ২
হাদীস শরীফ ৩
অমৃত বাণী ৪
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-
এর লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা (৯ নভেম্বর ২০১২) ৫
PRESS RELEASE (25th March 2013) ১২
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (২৫ মার্চ-২০১৩) ১৫
PRESS RELEASE (12th March 2013) ১৭
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (১২ মার্চ-২০১৩) ১৮
যুদ্ধের উন্মত্ততা ইসলামী-জিহাদ নয় ১৯
নাভিদুর রহমান, ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
খেলাফত :
বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পন্থা ২১
মুহাম্মদ খলীলুর রহমান
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ২৪
মাহমুদ আহমদ সুমন
নামায সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা ২৬
মুহাম্মদ আমীর হোসেন
হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম প্রচার ২৮
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাজারো নিদর্শন নিয়ে
আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) ৩১
সংকলন: মোজাফফর আহমদ রাজু
প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি ৩৩
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
নবীনদের পাতা ৩৫
সংবাদ ৩৭
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩
পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৪০

ভোটের আমানত যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ এক দায়ভার

সারা বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের নির্বাচন শুরু হয়েছে। আমাদের দেশেও নির্বাচন শুরু হয়েগেছে। আধ্যাত্মিক জামা'তের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমরা যদি আমাদের আমানতকে সঠিকভাবে কাজে না লাগাই তাহলে আমরাও খোদার কাছে জিজ্ঞাসিত হব। তাই অনেক বেশি দোয়া ও ন্যায়পরায়নতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আমানতসমূহ এর যোগ্য ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন শাসন কাজ পরিচালনা কর তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র উপদেশ কতই চমৎকার! আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা।' (সূরা আন্ নিসা, ৫৯)

গত ১২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) পবিত্র কুরআনের উপরক্ত আয়াত পাঠ করে এ বিষয়ে গুরত্বারোপ করে আমাদেরকে অবগত করেন যে, আমরা কোন ধরণের কর্মকর্তাকে নির্বাচন করব। তিনি বলেন, পদ একটি আমানত এর জন্য তোমাদের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম তার পক্ষে ভোট দাও। যাকে তুমি ভোট দিবে বা দিতে চাও তাকে ভোট দেয়ার পূর্বেই যাচাই কর, এ ব্যক্তি কি এ পদের জন্য যোগ্য, নাকি না? এমনযেন না হয় যে, এ ব্যক্তিকে আমি পছন্দ করি কাজেই একেই ভোট দেয়া যাক, বা অমুক আমার প্রিয়জন কাজেই তাকে ভোট দেয়া যাক, বা অমুক আমার বংশের- শেখ, জাট, চৌধুরী, সৈয়্যদ, পাঠান, রাজপুত- কাজেই তাকে ভোট দেয়া যাক। কোন জাত পাত যেন কর্মকর্তা নির্বাচনের পথে অন্তরায় না হয়। আল্লাহ্ তা'লা শুধু কর্মকর্তাকে জবাবদিহি করবেন না যে, তুমি সঠিক কাজ কর নি কেন? বরং ভোটারকেও এই বলে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমাকে যে ভোটাধিকার দেয়া হয়েছিল তুমি তার সঠিক প্রয়োগ কেন কর নি? তিনি তোমাদের প্রতিটি কর্মের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন। খোদা তা'লাকে ধোকা দেয়া যায় না। তিনি মানুষের হৃদয়ের গহীনের কথাও জানেন। কাজেই মুমিনরা যখন দোয়ার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নির্বাচন করে থাকেন তখন আল্লাহ তা'লা মুমিনদের সাহায্যকারী হয়ে যান।

প্রত্যেক ধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত পছন্দ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের উর্ধে থেকে ভোট প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে মনে রাখতে হবে, ভোট পাওয়ার পর বা অনুমোদন এসে যাবার পর সে মুক্ত হয়ে যায় নি বরং সে এমন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, যদি এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা না হয় বা নিজের সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন না করে তাহলে আল্লাহ তালার অসন্তুষ্টির পাত্রও হতে পারে। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের অধিকার আদায় করতে হবে। সামষ্টীকভাবে জামাতেরও অধিকার আদায় করতে হবে। কেননা প্রত্যেক কর্মকর্তাকে চিন্তা করা উচিত, আমি জামা'তের একজন কর্মকর্তা আমার যে কোন দূর্বলতা জামাতকে প্রভাবিত করতে পারে বা জামাতের সুনাম ভূলূণ্ঠিত করতে পারে। তাই, তাকে এই অধিকারও আদায় করতে হবে এবং নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় অধিকার আদায়ের পাশাপাশি জাগতিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয় এ বিষয়ে আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করবো এর সাথে জামাতের কোন সম্পর্ক নেই তাই আমার যা ইচ্ছা করবো- এমনটি কেউ বলতে পারে না। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে বুঝতে হবে, এখন প্রত্যেক বিষয়ে তার ব্যক্তিসত্তাও জামাতী স্বার্থের সাথে জড়িত। অতএব এমন চিন্তা-চেতনাই প্রত্যেক কর্মকর্তাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে।

মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে যুগ খলীফার আদেশ অনুযায়ী এই আমানতকে যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করায় সক্ষমতা দান করুন, আমিন।

কুরআন শরীফ

সূরা ইবরাহীম-১৪

১৪। আর অস্বীকারকারীরা তাদের রসূলদের বলেছিল, 'হয় আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ ছাড়া করবো, না হয় আমাদের ধর্মে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।' তখন তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের প্রতি (এই বলে) ওহী করলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা যালেমদের ধ্বংস করে দিব'।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ
مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظّٰلِمِيْنَ ۙ﴿١٤﴾

১৫। এবং তাদের পরে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করে দিব। এ (প্রতিশ্রুতি) তার জন্য, যে আমার[১৪৬০] উচ্চ মর্যাদাকে ভয় করে এবং আমার সতর্কবাণীতে ভীত হয়।'

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ
وَعِيْدِ ﴿١٥﴾

১৬। আর তারা (আল্লাহ্‌র কাছে) বিজয় প্রার্থনা করলো এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী শত্রু ধ্বংস হয়ে গেল।

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۙ﴿١٦﴾

১৭। এ (পার্থিব শাস্তির) পর (তার জন্য) জাহান্নামের আযাবও নির্ধারিত রয়েছে এবং (সেখানে) তাকে পূঁজ মেশানো গরম পানি পান করানো হবে।

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ
صَدِيْدٍ ۙ﴿١٧﴾

[১৪৬০] কুরআন করীম আল্লাহ্ তাআলার জন্য এক বচন ও বহু বচন উভয়ই ব্যবহার করেছে। আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও মর্যাদা প্রকাশে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাঁর স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াকে জোর দেয়ার জন্য একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা যেমন কোন কোন মুসলমান সূফী বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে কোন কাজ সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করেন, তখন বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যে স্থলে কোন কর্মবিশেষ ঐশী আদেশে নিষ্পন্ন হওয়া বুঝিয়েছে সেখানে এক বচন ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে উভয় প্রকার ব্যবহারই রয়েছে।

হাদীস শরীফ

মিথ্যাচারিতা খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়

কুরআন ঃ

"তোমরা মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের তিনটি বড় গুনাহ্‌ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার! মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো । তিনি (সা.) এ কথাটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা ও মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া তিনটি বড় গুনাহ্‌ মানুষকে খোদা থেকে দূরে সরিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয় তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্‌ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

অমৃতবাণী

খোদা আপনাদের প্রতি করুণা করুন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে আমাকে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লা্হ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল আমি তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করেছি। সব বিতর্কের উৎস ও কারণ আমি সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করেছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে ত্বরিঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

জুমুআর খুতবা

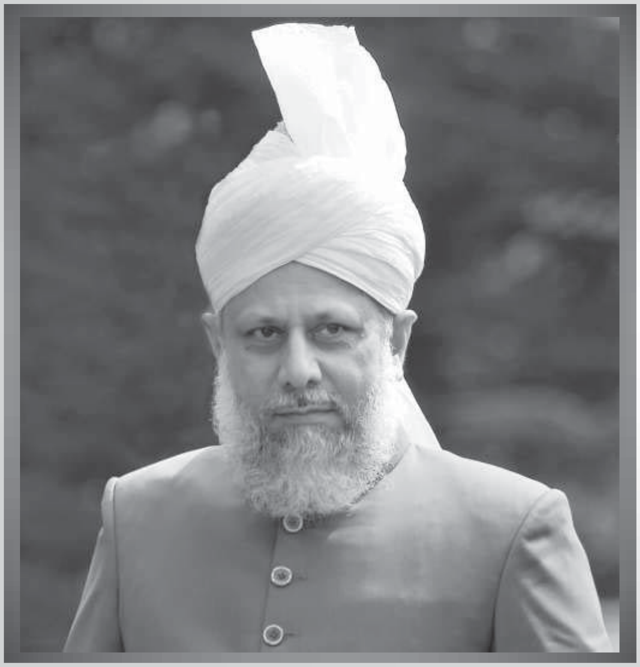

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ নভেম্বর ২০১২-এর (৯ নবুয়ত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

[সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে খুতবা না পাওয়ায় পূর্ব প্রকাশিত খুতবা পূণর্মুদ্রিত করতে হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।]

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এ আয়াতের অনুবাদ হল, ‘এবং প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে, যার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। অতএব তোমরা পুণ্য কর্মে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্র করে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’ (সূরা আল্ বাকারা: ১৪৯)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা’লা এমন একটি নির্দেশ দিয়েছেন যা জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির সকল প্রকার উন্নতির জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ এমন প্রত্যেক অগ্রগতি যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয় এবং মুসলমান দাবিকারকদের সত্যিকার মুসলমান বানিয়ে দেয়। এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে জামাতের উন্নতির জন্যেও এটি আবশ্যক। আর সে নির্দেশটি হল, পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়া যা একজন খাঁটি মু’মিন, একজন প্রকৃত মুসলমান বা প্রকৃত মু’মিনদের জামাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ বাস করে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকের জীবনেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে, আর তা অর্জনের জন্য সে চেষ্টা করে। কেউ একটি উদ্দেশ্যের পেছনে ছুটছে তো আরেকজন অন্য কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কি যারা পাপাচারে লিপ্ত তাদেরও কোন লক্ষ্য থাকে আর তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে, তা সেটি মন্দ ফলাফল সৃষ্টিকারী হোক বা অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্যই হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ, এক চোরের কথাই ধরুন, সে দিনের প্রায় অধিকাংশ সময় এ পরিকল্পনার পিছনে ব্যয় করে যে, রাতে সে কোথায় এবং কীভাবে চুরি করবে। অথবা একজন ডাকাত, ডাকাতি করার পরিকল্পনা করে।

আর এমনও কতক মানুষ আছে যারা পুণ্যকর্ম ও ধর্মের নামে নিপীড়ন-নির্যাতন করাকেই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং তা পূরণে বিভিন্ন ফন্দি আঁটে। এ জন্য নিষ্পাপ শিশুদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং অর্থ ও সময় নষ্ট করে। সুদীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের মগজধোলাই করে আর তাদের দিয়ে আত্নঘাতী আক্রমন হানে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে নিরীহ মানুষের প্রাণহানী ঘটায়। দুর্ভাগ্যবশত এমন অত্যাচারীদের

অধিকাংশই মুসলমান বলে দাবী করে এবং ধর্মের নামে তারা এসব ফিৎনা-ফাসাদ, নিপীড়ন-নির্যাতন, বর্বরতা ও নিরপরাধ মানুষের রক্তে হোলি খেলছে আর এভাবে তারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এবং মুসলমানদের দুর্নাম করছে। যাদের জন্য এবং যে ধর্মের অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত লক্ষ্য হল, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

'অর্থাৎ, **'সকল পুণ্যকর্মে প্রতিযোগিতা করাই তোমাদের লক্ষ্য হোক।'** কোন একটি বিচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম তোমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং সকল প্রকার পুণ্যকর্ম করা এবং সে ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই তোমরা খাঁটি মু'মিন বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا

অর্থাৎ, এবং প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে যার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং নিজের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে নেয়।

وِجْهَةٌ অর্থ কোন দিক, পার্শ্ব বা লক্ষ্য; এর একটি অর্থ রাস্তা বা পদ্ধতিও হয়, আবার কোন লক্ষ্য অর্জন করাও হয়। (লিসানুল আরব)

অতএব, একজন মু'মিনের জন্য শর্ত হল, আল্লাহ্ তা'লা যেদিকে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তারা সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং সেদিকেই দেখে। শুধু সেদিকে দেখলেই চলবে না বরং যেদিকে দেখছে সেদিকেও বিভিন্ন পথ যায়, সেগুলোর মধ্যে থেকে সেই পথ অবলম্বন করবে, যে পথ অবলম্বনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। আর শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মত এ পথে চলতে থাকলেই হবে না বরং এ পথে চলার একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। আর সেই উদ্দেশ্যটি হল, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। শুধু পুণ্যকর্ম করাই যথেষ্ট নয় বরং এর মান উন্নত করতে হবে। এসব পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে হবে। শুধু অপরের তুলনায় এগিয়ে যাবার চেষ্টা করাই যথেষ্ট নয় বরং যারা দুর্বল এবং পেছনে পড়ে আছে তাদেরকেও সাথে নিয়ে এগুতে হবে। অর্থাৎ সমষ্টিগত উন্নতির প্রতিও সর্বদা একজন মু'মিনের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। অতএব, সে-ই খাঁটি মু'মিন যে নিজে উন্নতি করে এবং জামাতের অন্য সদস্যদের উন্নতির জন্যেও চেষ্টা করে। পুণ্যকর্মের প্রতিযোগিতায় তাদেরকেও নিজের সঙ্গী বানায়। তাদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে, তারাও যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারে এবং এভাবে জামাতের উন্নতির চাকা যেন দ্রুত গতিতে ঘুরে ও সচল থাকে। আহমদীয়া জামাত, এমন এক জামাত যারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)}-এর সাথে সম্পর্কের কারণে মহানবী (সা.) কর্তৃক আনীত কল্যাণরাজি বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ কল্যাণের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের বিষয়টিও আছে আর মানবাধিকারও রয়েছে। ইবাদতও এর অন্তর্ভূক্ত, আর সৃষ্টি ও গোটা মানব জাতির সেবাও আছে। কেননা, মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

মানব জাতির সেবা হতে পারে পুণ্যকর্ম বিস্তারের মাধ্যমে আর আশিস বিতরণের ফলে। যেভাবে আমি পূর্বে উদাহরণ দিয়ে বলেছি, কতক মানুষ অপকর্ম করে এবং এ কাজের জন্য শিশুদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। নিষ্পাপ শিশুদের প্রাণ হরণ বা তাদের দিয়ে আত্মঘাতি হামলা করানোর মাধ্যমে সেবা প্রদান সম্ভব নয়। বোমা, গোলা বারুদ, যুদ্ধ ও ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে এ সেবা হতে পারে না। কাজেই সংঘবদ্ধভাবে পৃথিবীতে আজ একমাত্র আহমদীয়া জামাতই সমগ্র বিশ্বের আশীর্বাদ (রহমাতুল্লিল আলামীন)-এর কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত করতে এবং পুণ্যকর্মের বিস্তার ঘটাতে সদা সচেষ্ট। আর এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। এ চেষ্টা করে যাচ্ছে, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও ইসলামের বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে, পবিত্র কুরআন প্রকাশনার মাধ্যমে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ভাষায় কুরআন অনুবাদ করে সেগুলো ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে, বিশ্ববাসীকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে, বিশ্ববাসীকে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে আর্ত মানবতার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে, দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত শিশুদের ও মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার মাধ্যমে, তাদেরকে পুণ্যকর্মের সঠিক জ্ঞান দান করার মাধ্যমে আর সবচেয়ে বড় কথা–

মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত বান্দা বানানোর মাধ্যমেও এ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কাজেই, আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য কোন সাধারণ উদ্দেশ্য নয়। যুগ ইমামের সঙ্গে আমরা যে অঙ্গীকার করেছি তা কোন সাধারণ অঙ্গীকার নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটিকেই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করতে হবে, যে বিষয়ে আমি শুরুতে কিছুটা ব্যাখ্যা করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই পথ অবলম্বন করতে হবে যে পথ মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিয়ে যায়। শয়তান যেভাবে বলেছে, এসব পথেও শয়তানের মুখোমুখি হওয়ার আশংকা থাকে, সে পুণ্যকর্ম করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। পুণ্যকর্মের মান উন্নত করার চেষ্টায় বাধ সাধার চেষ্টা করবে কিন্তু মানুষের হৃদয় থেকে উদ্ভূত দোয়া,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, আমাদের তুমি সহজ-সরল ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাঁদের পথে যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, এই দোয়াই শয়তানের আক্রমন নস্যাৎ করবে। একজন মু'মিন পুণ্যকর্মের উচ্চ মার্গে উপনীত হতে থাকবে এবং সর্বোত্তম উম্মতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে থাকবে। কাজেই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবার চেষ্টা করতে হবে। সকল প্রকার সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে এবং এ জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনকে যেসব পুণ্যকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে একটি হল, 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্' অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা।

ইতিপূর্বে আমি যেসব উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছি সেসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক কুরবানী করাও একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মানব সেবার জন্য। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস সাক্ষী, বিগত একশ' পঁচিশ বছর যাবৎ জামাতের সদস্যবৃন্দ এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে

আসছেন। এসব কুরবানী ও পুণ্যকর্ম আহমদীয়া জামাতের এমন এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যা দেখে অন্যরা হতভম্ব ও বিস্মিত হয়। কেননা, এর পিছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করছে– তারা আদৌ এর ধারণা বা জ্ঞান রাখে না। একজন আহমদীর মাঝে এ প্রেরণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল, সে আল্লাহ্ তা'লার فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ, 'সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর'-এ নির্দেশকে নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে।

কাজেই পৃথিবীর বুকে বর্তমানে শুধু আহমদীরাই অর্থাৎ আপনারাই আছেন, যারা

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

{(অর্থাৎ, 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' (সূরা আলে ইমরানঃ ১১১)} এর পরিপূরণস্থল হিসেবে আয়াতের فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন এবং এর উপর পরিচালিত হবার চেষ্টা করছেন। পুণ্যকাজে অভ্যস্ত হওয়া, সৎকাজে প্রতিযোগিতা, জামাত তথা ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রাণ, ধন-সম্পদ, সময় ও সম্মানের কুরবানী করে যাচ্ছেন। কোন শত্রু বা কোন শক্তি আহমদীয়া জামাতের এ উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। কোন সরকার বা কোন জাতি আমাদের উন্নতির গতি ততক্ষণ পর্যন্ত মন্থর করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মাঝে فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর শিক্ষা জাগরুক থাকবে। মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে মেনে আমরা ইসলামের পুনর্জাগরণের অংশ হওয়ার যে অঙ্গীকার করেছি এই অঙ্গীকার আমাদের পুণ্যকর্মের অগ্রগতিকে কখনোই মন্থর হতে দিবে না, ইনশাআল্লাহ্। পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়ার আগ্রহ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা দেখে অনেক সময় আমরাও আশ্চর্য হই, আর আমি নিজেও বিস্মিত হই এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর জামাতকে আশ্চর্যজনক ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং উন্নত পুণ্যকর্মে অভ্যস্ত আর অবিচলতার সাথে সৎকর্মে প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠাবান মানুষ দান করেছেন! যারা ক্রমাগতভাবে এসব কুরবানী করে যাচ্ছেন এবং যারা فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর মর্ম অনুধাবন করেছেন।

فَاسْتَبِقُوا শব্দের অর্থ, ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যেতে থাকা। (লিসানুল আরব)

استباق অর্থ বিরামহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকা এবং এজন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা জারী রাখা। এ হল এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। জামাতের সদস্যদের মাঝে এ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন পুণ্যকর্মের আদলে পরিলক্ষিত হয়। এসব পুণ্যের মধ্যে একটি হল, আর্থিক কুরবানী। আল্লাহ্ তালা'র অপার কৃপায় জামাতের সদস্যবৃন্দ এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। এদের মধ্যে নবাগতরাও আছেন এবং পুরোনরাও আছেন, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং তুলনামূলকভাবে ধনীরাও আছেন। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে যাকেই বুঝানো হয়–সে-ই পুণ্যকর্মে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। শুধু বুঝানোর লোকের অভাব। যেমনটি আমি বলেছি, জামাতের অধিকাংশ সদস্যই স্বল্প আয়ের মানুষ– তাই আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশি, যারা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিয়ে থাকেন।

নিঃসন্দেহে কোন কোন স্বচ্ছল মানুষও অনেক বড় অংকের কুরবানী করে থাকেন। তবে, তারা স্বল্প আয়ের সদস্যদের কুরবানীর মান এবং কুরবানীকারীর সংখ্যার দিক থেকে তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে পাশ্চাত্যে বসবাসকারী আহমদীদের আল্লাহ্ তা'লা অনেক দিয়েছেন। বলা যেতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের একটি বড় শ্রেণীকে নিজ কৃপায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন। তাদেরকে অনেক কিছু দান করেছেন। কাজেই, তাদের কেবল নিজেদের বর্তমান কুরবানীকেই যথেষ্ট জ্ঞান করা উচিত নয় অথবা নিজেদের কুরবানীর অংক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই যথেষ্ট নয়। গত এক বছরে তারা কত কুরবানী করেছেন তার উপর দৃষ্টি রাখলেই হবে না বরং পরের বছর তা বৃদ্ধি পেয়েছে কী-না? যদি অংকের পরিমাণ বৃদ্ধি না পেয়ে থাকে তাহলে তাদের চিন্তা করা উচিত।

যেমনটি আমি বলেছি, (সৎকাজে) প্রতিযোগিতার বিষয়টি সাধারণত আহমদীরা বুঝে এবং তারা এক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে চেষ্টাও করে। জামাতের বিভিন্ন আবশ্যকীয় চাঁদা ছাড়াও অন্যান্য চাঁদার জন্যেও আহ্বান করা হয়। এর জন্য জামাত কুরবানী করে থাকে। কতক তাহরীক করা হয় কোন দেশের স্থানীয় জামাতের চাহিদা পুরণের জন্য, কতক তাহরীক জাতীয় কোন প্রজেক্টের কাজের জন্য করা হয়। অনেক দেশে কেন্দ্রীয় অর্থায়নে মসজিদ নির্মাণ অথবা অন্য কোন প্রজেক্ট-এর কাজ চলছে। কেবলমাত্র লাজেমী চাঁদা থেকে এ প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয় বলে জামাতের সদস্যবৃন্দ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন অর্থাৎ, জামাতের অধিকাংশ সদস্য এসব খাতে অর্থ প্রদান করেন।

এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিচ্ছি, ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ এর চাঁদার সাকল্য অর্থই কেন্দ্রের প্রাপ্য। এ থেকে স্থানীয় বা দেশীয় কোন খাতে খরচ করা যায় না। এ খাতের চাঁদা যদিও কোনো কোনো দরিদ্র দেশে গচ্ছিত রাখা হয় কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত তারা নিজেরা নিতে পারে না বরং কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে সেই খাত থেকে খরচ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ধনী দেশের সদস্যদের মনে এ ধারণার উদ্রেক হয়, এ চাঁদা যেহেতু কেন্দ্রের এবং এ অর্থ আমাদের জন্য খরচও করা হয় না তাই আমরা কেন এত গুরুত্ব সহকারে এতে অংশগ্রহণ করবো? তারা বলে, আমাদের নিজস্ব প্রজেক্ট রয়েছে, তাই প্রথমে আমরা আমাদের স্থানীয় ও দেশীয় বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করব (পরে এদিকে দৃষ্টি দিব)।

প্রথম কথা হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যেহেতু আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাই এমন প্রশ্নের উদয় হওয়াই সঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রেরও অনেক ব্যয় রয়েছে, দরিদ্র দেশ সমূহে অনেক প্রজেক্ট চলমান রয়েছে, যার মধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ অন্তর্ভূক্ত; এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত প্রভৃতিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এমনকি ইউরোপের এমন কতক দেশও এর গন্ডিভূক্ত যেখানে জামাতের সদস্য সংখ্যা কম। এসব দেশে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রজেক্টে খরচ করা হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যও কেন্দ্র শিক্ষাভাতা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন জামাত থেকে কেন্দ্রে পাঠানো অর্থের দ্বারাই এসব খরচ নির্বাহ করা হয়।

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর মূল কথাই এটি যে, নিজেদের গরীব ভাইদের অর্থাৎ দুর্বল জামাতগুলোকে সাথে নিয়ে চল। আর এভাবে আমরা আমাদের দুর্বল ভাইদের সাথে নিয়ে চলতে চেষ্টা করে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সফলকাম হতে পারি।

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ

অর্থাৎ, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের একত্রিত করে নিয়ে আসবেন'। তোমরা সমবেতভাবে সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে থাকলে এবং পরস্পর প্রতিযোগিতার চেতনাকে সমুন্নত রাখলে সফলকাম হবে। আর যারা আলস্য দেখাবে, এড়িয়ে চলবে অথবা এ প্রশ্ন উত্থাপন করবে যে, আমরা কেন অন্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করব, তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এ রকম প্রশ্ন এক দু'জন করলেও এটি ঐ চেতনা পরিপন্থী যা একজন আহমদীকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা রাখেন।

আমি কেন্দ্রীয় ব্যয়ের কথা বলেছি, এসব খরচের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেন আপনারা জানতে পারেন যে, পৃথিবীর সকল জামাতই কিন্তু স্বাবলম্বী নয় বরং অনেক জামাতকে সেসব দেশে গচ্ছিত কেন্দ্রীয় তহবীল হতে বিভিন্ন ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রান্ট হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আটষট্টিটি দেশ এমন আছে যারা স্বাবলম্বী নয়, যার মধ্যে আফ্রিকার সাতাশটি, ইউরোপের আঠারোটি, এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের পনেরটি, দক্ষিণ আমেরিকার ছয়টি এবং উত্তর আমেরিকার দু'টি দেশ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আর এ বছর একটি বড় অংক এসব দেশে মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণের পিছনে খরচ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্লিনিক, স্কুল, রেডিও, টিভি অনুষ্ঠানে-ই প্রায় তিন মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হবে। নিয়মিত খরচের বাইরেও কোনো কোনো স্থানে বড় বড় নির্মাণ কাজ চলছে।

আমাদের মিশনারীদের পিছনেও ব্যয় হচ্ছে, আফ্রিকার ৩৫টি দেশে ১৭৮জন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এবং ১০৭৮জন স্থানীয় মুয়াল্লিম কর্মরত রয়েছেন। এদের পিছনে খরচের সিংহভাগ কেন্দ্র নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া ৪১টি দেশে কেন্দ্র হতে গ্রান্ট প্রেরণ করা হয়। এসব দেশেও আমাদের মুবাল্লেগের সংখ্যা ২৪৩জন এবং স্থানীয় মুয়াল্লিমের সংখ্যা ৯২৮জন। অনেক মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে।

আয়ারল্যান্ডে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। যদিও আয়ারল্যান্ড জামাত খরচের অনেক বড় একটি অংশ নিজেরাই বহন করছে কিন্তু তারপরও কিছু টাকা অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক টাকা কেন্দ্রকেও দিতে হয়েছে। স্পেনের ভ্যালেনসিয়াতে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এর পিছনে ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই কেন্দ্র বহন করছে। উগান্ডার কাম্পালায় মসজিদ সম্প্রসারণের কাজ চলছে, এরও প্রায় পুরো ব্যয় কেন্দ্র বহন করছে।

আইভরীকোস্টে কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। আফ্রিকার ১৯টি দেশে ৯৯টি মসজিদ এবং ৪৭টি মিশন হাউজ নির্মিত হয়েছে। এর মাঝে প্রায় ৬৫টি মসজিদের ব্যয় কেন্দ্র বহন করেছে। অনুরূপভাবে মিশন হাউজেরও ব্যয় বহন করেছে। আরও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে ২৬টি মসজিদ এবং ৭০টি মিশন হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর মাঝে বাংলাদেশে ২টি, ইন্ডিয়াতে ৪০টি, ফিলিপাইনে ১টি, নেপালে ৩টি, গুয়েটামালার মার্শাল দ্বীপ প্রভৃতিতে কেন্দ্র ব্যয় নির্বাহ করেছে।

এরপর ৪৫০০ মেধাবী ছাত্রকে জামাত কয়েক লক্ষ পাউন্ড বৃত্তি বা করযে হাসানা হিসেবে দিয়েছে। এদের মাঝে ৩৫০জন এমন ছাত্র রয়েছে যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছে অর্থাৎ এম,এস,সি বা পি,এইচ,ডি করছে, জামাত এসব শিক্ষার্থীর পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করছে। এছাড়াও আফ্রিকাতে পানি, বিদ্যুৎ, রেডিও স্টেশন প্রভৃতি প্রজেক্টের ব্যয়ভারও কেন্দ্রীয় গ্র্যান্ট থেকেই বহন করা হয়।

এসব কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল, জামাতের উন্নতি। বিশ্বকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এ কাজ করা হচ্ছে। এ সকল কাজ মানবতার সেবার জন্য করা হয়। যারা এসব কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারছেন না তারা চাঁদার মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণ করছেন। আর এভাবে তারা সেসব লোকের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন, যারা এ ক্ষেত্রে অবদান রেখে আল্লাহ্ তা'লার কাছে পুরস্কারের ভাগী হচ্ছেন।

আফ্রিকান দেশসমূহ্ সম্পর্কে এমন ধারণা করবেন না যে, তারা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের উপরই নির্ভরশীল; নিজেরা কিছুই করে না। যেমনটি আমি বলেছি, অনেক প্রজেক্টের ব্যয়ভার তারা নিজেরাও বহন করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি তাদের কুরবানীর কতক ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

ঘানার আপার ওয়েস্ট অঞ্চলের একজন মহিলা নাম ফাতেমা দাউদ সাহেবা। তিনি স্বয়ং জমি ক্রয় করে এতে মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়ে দেন, যাতে অনায়াসে তিনশ' মুসল্লী নামায পড়তে পারেন। আক্রা শহরের নিকটে লামনারাহ্ গ্রামে অনেকেই বয়আত করেছেন। সেখানেও জামাতের সদস্যরা নিজ উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। বরং বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জামাতের জন্য তারা ছয়টি মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেছে এবং ইতোমধ্যে চারটি মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে আর দু'টি নির্মাণাধীন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাদেকা সাহেবা নামের একজন মহিলা একাই একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন। এই মসজিদে ১৫০জন মুসল্লী নামায পড়তে পারেন। এই মহিলা পূর্বে আক্রা শহরেও একটি মসজিদ বানিয়েছেন।

ঘানার মুবাল্লেগ আহমদ জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব লিখেন, সেন্টার রিজিওন আকোটসিতেও বড় একটি মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর আমাদের কাকুজান নামে হাই কোর্টের একজন জজ সাহেব এর অর্ধেক খরচ দিয়েছেন।

জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব বর্তমানে অসুস্থ আছেন এবং ডাক্তার তার সঠিক রোগ-নির্ণয় করতে পারছে না। তার জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব মরক্কো সফরে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেন, আমি সেখানকার নতুন বয়াতকারীদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ পেয়েছি। খিলাফতের প্রতি তাদের অগাধ ভালবাসা রয়েছে। তাদেরকে আর্থিক কুরবানীর কথা বলা হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি পড়ে শুনানো হয়। তিনি বলেন, এর কিছুদিন পর এক বন্ধু প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে এসে একটি বড় অংক দেয় এবং বলে, যেদিন বয়আত করেছি সেদিন থেকে হিসেব করে এ হল আমার পুরো চাঁদা। কেননা, আমি পূর্বে চাঁদা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা এবং যুগ খলীফার উপদেশাবলী শুনি নি। এখন যেহেতু জেনেছি তাই আর পিছিয়ে থাকতে পারি

না।

নাইজার থেকে আসগর আলী সাহেব লিখেন, তবলীগের উদ্দেশে অধম ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে গিদাব্রাও গ্রামে পৌঁছে। মাগরিবের নামাযের পর তবলীগ করা হয় এবং ইশার নামাযের পর আমার (হুযূরের) বিভিন্ন সফরের ধারণকৃত ভিডিও চিত্র দেখান হয় যাতে জলসা, মসজিদ সংক্রান্ত ক্লিপিং এবং তবলীগি কার্যক্রম সংক্রান্ত ফুটেজও অন্তর্ভূক্ত ছিল। অনুরূপভাবে ইমাম মাহদীর আগমন সর্ম্পকে বলা হয়, বায়তুল মালের ব্যবস্থা সর্ম্পকে অবহিত করি। এসব কথার মাধ্যমে ভিডিও শেষ হয়। তখন একজন ইমাম উঠে দাঁড়ান এবং উপস্থিত 'হাওসা গোত্রের' লোকদের সাথে নিয়ে মসজিদের বাইরে চলে যান। আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরই তিনি ফিরে এসে বলেন, আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে, ইমাম মাহদী এসে গেছেন আর বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনাও প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি তাদের সবাইকে বাইরে নিয়ে যাই একথা বুঝানোর জন্য যে, আমাদের এই ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়া উচিত আর অগ্রণী ভূমিকা রাখা উচিত। অতএব, তারা তাৎক্ষণিকভাবে টাকা সংগ্রহ করে আমাদের মুবাল্লেগের হাতে দেন আর সেইসাথে বয়আত ফরমও পূরণ করেন।

উগান্ডার আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, গত বছর ১৮ই সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল আমেলা আর জামাতের কিছু গণ্যমান্য লোকের সমন্বয়ে একটি মিটিং আহ্বান করা হয়। আর 'সীতাল্যান্ড'এর উন্নয়নের জন্য তিন বছর মেয়াদী কর্মসূচী তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যাতে এই স্থানটিকে জলসাগাহ্ হিসেবে প্রস্তুত করা যায়। এটি কাম্পালাস্থ জাতীয় প্রধান কার্যালয় থেকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে জামাতের ১৭ একর জমি রয়েছে। তিনি বলেন, এ মিটিংয়ে জামাতের অনেক সম্পদশালী বন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াদা করেন আর পরিশোধ করতেও আরম্ভ করে দেন। যদিও শিলিং-এর মূল্য কম তবুও তারা নিজেদের সামর্থানুযায়ী স্বল্প সময়ের ভেতর ৮৩ মিলিয়নের অধিক শিলিং একত্রিত করেন, যদ্বারা এই প্রজেক্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

কাজেই ধনী দেশগুলোর আহমদীরা মনে করবেন না, এই গরীব দেশগুলো সম্পূর্ণভাবে আপনাদের উপর নির্ভরশীল। বরং তারা সাধ্যানুযায়ী বরং সাধ্যাতীত কুরবানী করে যাচ্ছেন।

যাহোক, আজ আমি আর্থিক ত্যাগ স্বীকার বা আর্থিক কুরবানীর কথা বলছি, কেননা আপনারা জানেন আজ তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করা হবে, আর রীতি অনুযায়ী বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যানও উপস্থাপন করা হবে। এতক্ষণ আমি একজন আহমদীর কুরবানীর মান কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করেছি এখন আমি তাহরীকে জাদীদ সংক্রান্ত কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

৩১শে অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের ৭৮তম বছর সমাপ্ত হয়েছে। আর ১লা নভেম্বর থেকে ৭৯তম বছর শুরু হয়েছে। প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জামাত এ বছর তাহরীকে জাদীদ খাতে ৭২লক্ষ ১৫ হাজার ৭০০ পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে, (আলহামদুলিল্লাহ্)। আর এটি গত বছরের চেয়ে প্রায় ৫লক্ষ ৮৪ হাজার ৭০০ পাউন্ড বেশি। প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও পাকিস্তান তাদের পূর্বের অবস্থান ধরে রেখেছে। এরপর বহির্বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, দ্বিতীয় জার্মানী, তৃতীয় যুক্তরাজ্য, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ ইন্দোনেশিয়া এরপর সপ্তম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত। কৌশলগত কারণে নাম উল্লেখ করছি না। অষ্টম অস্ট্রেলিয়া, নবম সুইজারল্যান্ড তারপর বেলজিয়াম। বেলজিয়াম আর ঘানা সুইজারল্যান্ডের প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে আছে।

শীর্ষ দশ'টি বড় জামাতের মধ্যে মুদ্রা মানের নিরিখে আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয়েছে আরব দেশের উক্ত জামাতটিতে। এরপর অস্ট্রেলিয়া ও ভারত রয়েছে তারপর পর্যায়ক্রমে জার্মানী, আমেরিকা, বেলজিয়াম, কানাডা, ইংল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া আর এরপর ইউরোপের অন্যান্য জামাতগুলোর মধ্যে ফ্রান্স সর্বাগ্রে রয়েছে। মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকেও মধ্যপ্রাচ্যের ঐ দেশটির অবস্থানই প্রথম। তারা মাথাপিছু ১৫৬ পাউন্ড বরং প্রায় ১৫৭ পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে। আর আমেরিকা মাথাপিছু ১১৮ পাউন্ড দিয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, কানাডা, নরওয়ে, জার্মানী এবং অস্ট্রেলিয়া।

এবছর শুধু অর্থই বৃদ্ধি পায়নি বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠাবানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যা হল, এক লক্ষ আশি হাজার। এভাবে তাহরীকে জাদীদের মোট চাঁদা দাতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নয় লক্ষ এগার হাজারে, যা গত বছর ছিল সাত লক্ষ একত্রিশ হাজার।

আফ্রিকার জামাতগুলের মধ্যে মোট চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ঘানা সর্বাগ্রে রয়েছে। তারপর রয়েছে যথাক্রমে নাইজেরিয়া, মরিশাস, বুরকিনা ফাসো, কেনিয়া, বেনিন, উগান্ডা, তানজানিয়া, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন। এগুলো যেহেতু দরিদ্র দেশ তাই আমি তাদের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করলাম; কুরবানীর প্রতিযোগিতায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা অনেক অগ্রগামী রয়েছে।

আর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে নাইজেরিয়া শুধু আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যেই নয় বরং বিশ্বের সব দেশের তুলনায় এগিয়ে আছে। এ বছর তারা ৬৪ হাজার ৪১৯ জন নতুন চাঁদা দাতা বৃদ্ধি করেছে। চাঁদা দাতার সংখ্যা এমন অসাধারণ বৃদ্ধির সুবাদে চাঁদা দাতার সংখ্যার দিকে থেকে পাকিস্তানের পর তারা (সারা বিশ্বে) দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তাদের মোট সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি। এভাবে আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে নাইজার, বেনিন, বুরকিনা ফাসো এবং সিয়েরা লিওনের নাম উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে ঘানার এগিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত।

প্রথম দফতরের মোট মুজাহিদের সংখ্যা পাঁচ হাজার নয়শ' সাতাশ জন তাদের মাঝে দুইশ' পঁচাশিজন খোদার কৃপায় জীবিত আছেন যারা স্বয়ং নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করছেন। অন্যদের হিসাবও তাদের উত্তরসূরীরা বা অন্য কেউ বহাল রেখেছেন।

মোট চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে যথাক্রমে পাকিস্তানের প্রথম তিনটি জামাত হচ্ছে, লাহোর, রাবওয়াহ্ এবং করাচী। শহুরে জামাতগুলোর ভেতর কুরবানী করার ক্ষেত্রে প্রথম দশটি জামাত হচ্ছে, যথাক্রমে রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, শিয়ালকোট, কোয়েটা, সারগোদা, ফয়সালাবাদ, মিরপুর খাস, নওয়াব শাহ্, পেশওয়ার এবং

ভাওয়ালপুর। জেলা পর্যায়ে কুরবানীর ক্ষেত্রে যারা বেশি আর্থিক কুরবানী করেছে যথাক্রমে তারা হল, প্রথম ওমরকোট তারপর শেখুপুরা, গুজরানওয়ালা, বদ্বীন, সাজ্ঘড়, নারওয়াল, ভাওয়ালনগর, হায়দ্রাবাদ, রহীম ইয়ার খাঁন, মিরপুর

আযাদ কাস্মীর এবং খানেওয়াল।

আমেরিকার আর্থিক কুরবানীকারী প্রথম পাঁচটি জামাত হচ্ছে যথাক্রমে, লস এ্যাঞ্জেলস, ইনল্যান্ড এম্পায়ার, কলম্বাস ওহাইও, সিলিকন ভ্যালী, ডেট্রয়েট এবং হ্যারিস বার্গ। (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে জার্মানীর শীর্ষ জামাতগুলো হচ্ছে যথাক্রমে, কোলন, রোয়েডেমার্ক, নয়েস, কোবলেঞ্জ, ফ্লোরয্‌হাইম, মাহদী আবাদ, ড্রায়ায়েশ, রাওনহাইম দক্ষিণ, ফুলডা এবং ওয়াইন গার্ডেন। দশটি এমারত যা পূর্বে শুধু জামাত ছিল এখন সেখানে আঞ্চলিক এমারত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম হচ্ছে, হ্যামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুট, গ্রসগেরাও, ডামস্টাড, উইজবাদেন, ম্যানহাইম, ডিটসনবাখ্‌, ওফেনবাখ্‌ এবং রিডস্টাড।

সামগ্রিকভাবে আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের যে দশটি জামাত এগিয়ে আছে সেগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে মসজিদ ফযল, নিউ মল্ডেন, ওয়েষ্ট হিল, উষ্টার পার্ক, বাইতুল ফুতুহ্‌, রেইঞ্জ পার্ক, মস্ক ওয়েষ্ট, চীম, ম্যানচেষ্টার সাউথ, এবং বার্মিংহাম সেন্ট্রাল। রিজিওনের দিক থেকে প্রথম হচ্ছে, লন্ডন রিজিওন, দ্বিতীয় মিডল্যান্ড রিজিওন এবং তৃতীয় নর্থ ইষ্ট। ছোট জামাত সমূহ যেখানে লোকসংখ্যা একেবারেই কম তাদের মাঝে প্রথম হচ্ছে, স্ক্যানথর্প, দ্বিতীয় ব্রমলে, এরপর লুইশ্যাম, বোর্ন মাউথ, লেমিংটন স্পা এবং অক্সফোর্ট।

আদায়ের দিক থেকে কানাডার উল্লেখযোগ্য জামাত গুলো হচ্ছে, ক্যালগরী, এ্যাডমন্টন, পিস ভিলেজ ইষ্ট, সারে ইষ্ট, পিস ভিলেজ সেন্ট্রাল, উডব্রীজ ব্র্যাম্পটন, ফ্লাওয়ার টাউন, মিসিসাগা ওয়েষ্ট, ভন নর্থ, ম্যাপল, মনট্রিল ইষ্ট।

ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশ হচ্ছে কেরালা, তামিল নাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ। আর্থিক ত্যাগ বা কুরবানীতে অগ্রগামী প্রথম দশটি জামাতের মাঝে প্রথম হচ্ছে, তামিল নাড়ুর কোয়েমবাটুর, এরপর যথাক্রমে কেরালার-কেরুলাই, কেরালার-কালিকাট, অন্ধ্রপ্রদেশের-হায়দ্রাবাদ এরপর পঞ্চম কাদিয়ান, ষষ্ঠ কেরালার-কান্নুর টাউন, কলকাতার-পিঙ্গাড়ি, কেরালার-মাথুটম, চেন্নাই এবং তামিল নাড়ু।

এবার তাহরীক জাদীদ সম্পর্কে বিভিন্ন জামাতের প্রেরিত কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আমি চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলেছিলাম। ঘানায় চাঁদা দাতার সংখ্যা কমপক্ষে এক লক্ষ হওয়া উচিত ছিল। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নি কারণ, সঠিকভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয় নি। যদি আপনারা সঠিকভাবে দৃষ্টি দিতেন তাহলে সে সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, ফারাফিনী অঞ্চলের মিশনারী বলেন, একদিন একজন বৃদ্ধা মহিলা মিশন হাউজে এসে আমাদের মুবাল্লেগ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, ফারাফিনী এলাকায় তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সবচেয়ে বেশী কে প্রদান করেন? তাকে বলা হয়, এই এলাকায় আমাদের একজন বন্ধু সাম্বু জাঙ্গ সাহেব সবচেয়ে বেশি চাঁদা প্রদান করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, কত টাকা দেন? তাকে বলা হয় পঞ্চাশ হাজার ডালাসী প্রদান করেন। ইতিপূর্বে এ মহিলা পনেরশ' ডালাসী চাঁদা দিতেন। তিনি বলেন, যদিও আমার এত টাকা চাঁদা দেয়ার সামর্থ নেই কিন্তু তাসত্বেও আমি তার সাথে প্রতিযোগিতা করব এবং আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় তার তুলনায় বেশি চাঁদা দিব।

স্পেনের আমীর সাহেব লিখেন, ওফাউর রহমান সাহেবা নামক একজন নবদীক্ষিতা আহমদী, তিনি গত বছর আমার তাহরীকে জাদীদের খুতবা শুনে পাঁচশ' ইউরো দেয়ার ওয়াদা করেন এবং তা প্রদানও করেন। তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের সময় তাঁকে অন্যান্য চাঁদার কথাও সবিস্তারে জানানো হয় এবং বলা হয়, যেহেতু আপনি নবদীক্ষিতা আহমদী তাই আপনার জন্য কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। যতটুকু দিতে চান দিতে পারেন। কিন্তু, তিনি সেদিন থেকেই চাঁদা আম, জলসা সালানা এবং অন্যান্য চাঁদা নির্ধারিত হারে প্রদান করা আরম্ভ করেন ।

সুইজারল্যান্ড থেকে মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, নিউ শাট্‌ল জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, আমাদের এক বন্ধু সুইজারল্যান্ডে আসেন এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেন, কয়েক দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিভাগ তার আবেদন বাতিল করে দেয়। সে সময় তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা হয়। তার নিকট ব্যাংকে সর্বমোট একহাজার ফ্রাঙ্ক পরিমাণ অর্থ ছিল যা তিনি উকিল এবং অন্যান্য কাজের জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা শোনার পর সমস্ত টাকা আল্লাহ্‌ তা'লার উপর ভরসা করে চাঁদা দিয়ে দেন আর আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে দোয়া করেন, সর্বোত্তম অভিভাবক তো তুমিই, তুমিই তো আমাদের অগোছালো কাজ গুছিয়ে থাক। চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্‌ তা'লা তার প্রতি কৃপা করেছেন আর কেবল অদৃশ্য থেকে সাহায্যই করেন নি বরং তার রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য করা আবেদনও গৃহীত হয় এবং তিনি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। আর এ কাজে কোন উকিল বা অন্যকিছুর প্রয়োজন পড়ে নি।

কিরগিজিস্তান থেকে আমাদের মুবাল্লেগ লিখেন, একজন কিরগিজ বন্ধুর নাম 'জো মারট' সাহেব, ২০০৬ সালে তিনি বয়আত করেন। অত্যন্ত নেকস্বভাবসম্পন্ন যুবক, বয়আতের অনতিপরে আমাদের মুবাল্লেগ চাঁদার ব্যাপারে বুঝানোর জন্য রসিকতার ছলে বলেন, অন্যরা নিজেদের দলভূক্ত করার জন্য টাকা দেয় কিন্তু যারা আমাদের জামাভূক্ত হয় আমরা তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকি। তখন তিনি বলেন, আমি মাসে তিনশ' কিরগিজ মুদ্রা চাঁদা হিসেবে প্রদান করব। কয়েক মাস পর বাড়িয়ে তিনি তা চারশ' করে দেন, এর কিছুকাল পরে আটশ', এর কিছুদিন পর কারো মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ না হয়ে স্বয়ং এক হাজার স্থানীয় মুদ্রা হিসেবে প্রতি মাসে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লেখানোর মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই তিনি বয়আত করেছেন। তিনি তখনই এক হাজার 'সিম' ওয়াদা করেন। এ অর্থ তার আর্থিক অবস্থার নিরিখে অনেক বেশি ছিল। তাকে বোঝানো হয় যে, এখন অল্প দিলেও চলবে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বাড়াতে পারবেন। অনেক যুক্তি-পাল্টা যুক্তির পর তিনি কিছুটা কমান।

আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, এক নবদম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, সন্তান হলে তারা তাদের সন্তানদেরকে ওয়াক্‌ফ করবেন। তারা তাদের সন্তানের নামও

পছন্দ করে রাখেন কিন্তু মহিলার সন্তান হওয়ার কোন লক্ষণ ছিল না, কয়েক দিন পর তারা তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে দুই সন্তানের নামে চাঁদার রশিদ কাটান। দু'টি নামের মধ্যে একটি মেয়ের এবং অপরটি ছিল ছেলের নাম। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ কুরবানীর প্রতিদান যেভাবে দিয়েছেন তা হল, কয়েক সপ্তাহ পর তারা জানতে পারেন যে, মহিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং জময সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন। খোদা তা'লা তাদেরকে জময সন্তান দান করেন। স্বামী-স্ত্রী নিশ্চিত, আল্লাহ্ তা'লা তাদের যে জময সন্তান দান করেছেন এর কারণ হল, তারা দু'সন্তানের নামে চাঁদা দিয়েছেন।

ভারত থেকে একটি রিপোর্ট এসেছে, সেখানকার কোয়েমবাটুর জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সাধ্যাতীত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে আল্লাহ্ তা'লা নিজ সন্নিধান থেকে আমাকে দু'টি ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য দেখিয়েছেন। আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অঙ্গীকার পালনের জন্য লাগাতার দোয়ায় রত ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার দোকানে আসে আর আমার কাছে যেসব সামগ্রী ছিল তা তিনি এর বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশি মুল্য দিয়ে কিনে নেন। ফলে সে মুহূর্তেই আমার অঙ্গীকার রক্ষার সুযোগ হয়। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে আমাদের এলাকার গুদামে হঠাৎ আগুন লেগে যায় যেখানে খাকসারের মালপত্রও রাখা ছিল। অধম দোয়া করতে করতে সেখানে পৌঁছে এবং দেখে হতভম্ব হয়ে যায়, যেখানে অন্যান্য বেপারীর মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অথচ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার মালপত্র সম্পূর্ণভাবে অক্ষত ছিল। আগুন এতই ভয়াবহ ছিল যে, গুদামের লোহার ছাদও গলে গেছে। এ এলাকাটি বিদ্বেষী মুসলমানদের আখড়া ছিল, যারা সর্বদা আমাদের বিরোধিতায় লেগে থাকে কিন্তু এ ঘটনার পর তারা সবাই আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আরম্ভ করে। এটি কেবলমাত্র চাঁদা দেয়ার কল্যাণে হয়েছে। আমি যখনই এ ঘটনা স্মরণ করি তখন আমার হৃদয় খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়।

এরপর তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর আহসান বশীর উদ্দীন সাহেব লিখেন, তিনি লাকশাদীর কাওয়ারতী জামাতে পৌঁছেন। সেখানকার আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি তরবিয়তী সভায় অধম তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং এর আশিস সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতা করি। জলসার পর উপস্থিত বন্ধুরা তাদের ওয়াদা বাড়িয়ে লেখান। সভায় পর্দার আড়ালে মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেন, দ্বিতীয় দিন সেখান থেকে অন্য এক শহরে গেলে আমীর সাহেবের প্রতিনিধি ফোনের মাধ্যমে জানান, এক আহমদী মহিলা মোহতরামা বিবি সাহেবা অভিযোগ করেছেন যে, পুরুষদের কাছ থেকে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা নেয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের অর্থাৎ মহিলাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আমি আজ তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি। আমি যে ওয়াদা লিখিয়েছি তা অপর্যাপ্ত তাই আমার ওয়াদা দ্বিগুণ করে লেখাতে চাই। উল্লিখিত মহিলা অত্যন্ত নেক এবং নিষ্ঠাবতী আহমদী। ছয় বছর পূর্বে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন।

তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ শিহাব সাহেব লিখেন, অন্ধ্রপ্রদেশেস্থ সেকেন্দারাবাদ জামাতের একজন মুখলেস মহিলা তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উল্লিখিত মহিলার স্বামী গত বছর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঋণগ্রস্ত হবার কারণে তার জন্য তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে আবার কিছু দিনের মাথায় তাদের মেয়েরও বিয়ে হবার কথা ছিল। তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারী সাহেব তার স্ত্রী'কে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের তাগাদা দিলে উল্লিখিত মহিলা তৎক্ষণাৎ চাঁদা প্রদান করে বলেন, আমার স্বামীর কাছে এর উল্লেখ করবেন না কেননা এ টাকা আমি আমার মেয়ের বিয়ের উপহারাদি থেকে তার অনুমতি সাপেক্ষে প্রদান করেছি। (এমন ত্যাগী লোকদের তৎক্ষণাৎ স্থানীয় জামাতের সাহায্য করা উচিত)।

আহমদীয়া জামাত, কোয়েমবাটুর এর দু'জন নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক যৌথভাবে ব্যবসা করেন। তারা লিখেছেন, গত বছর তাহরীকে জাদীদ খাতে আমাদের দু'জনের ওয়াদা ছিল মাথাপিছু দশ হাজার রুপী। এ বছর আমরা দু'জন আমাদের ওয়াদা বাড়িয়ে এক লক্ষ রুপী করে লিখিয়েছি। তারা আমাকেও দোয়ার জন্য লিখেছে, যেন এ ওয়াদা রক্ষার সামর্থ্য লাভ করতে পারে। তারা বলেছে, ব্যবসা চরম মন্দা যাচ্ছিল এজন্য খুবই চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন, এমন এক ব্যবসা হয়েছে যাতে মোট দু'লক্ষ বিশ হাজার রুপী মুনাফা হয়েছে এবং তারা দু'জন তাদের প্রতিশ্রুত অংক সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিয়েছেন।

রাজস্থানের সুমাড়া সার্কেলের এক যুবতী আহমদী মহিলা মুসমাতু জামিরি বেগম, গ্রামবাসীর ছাগপাল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার কাছে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা চাওয়ার পর তিনি ছাগল চরিয়ে যে পারিশ্রমিক পান এবং যা কিছু তার থলিতে আগে থেকেই ছিল এর পুরোটাই সে সময় তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। আমি পূর্বেই বলেছি, ধনীদের তুলনায় গরীবদের কুরবানীর মান অনেক উন্নত।

এমনিভাবে কোটাহ্ সার্কেলের অন্তর্গত আহমদীয়া জামাত, নামানাহ্‌র একজন নবাগতা আহমদী মহিলাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দিতে বললে তিনি তার ১৪বছর বয়স্কা কন্যাকে বলেন, পঞ্চাশ রুপী দিয়ে দাও। মেয়ে উত্তর দিল, আমার কাছে ১০০ রুপী আছে, আমি পুরোটাই চাঁদা দিব। অতএব, মায়ের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মেয়ে ১০০ রুপীই চাঁদা হিসেবে প্রদান করে। এটিও ভারতের ঘটনা।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ভারতেও আর্থিক কুরবানীর মান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কেন্দ্র যদিও সেখানে যথেষ্ট খরচ করে তাসত্ত্বেও তারা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীর ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন। সম্পদশালী জামাতগুলো দুর্বল ভাইদের এবং ছোট জামাতগুলোকে সর্বদা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জামাতের উন্নতির প্রেরণাকে দৃঢ় করতে প্রয়াসী হোন। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জগতময় ছড়িয়ে পড়ুক- আল্লাহ্‌র কাছে আমি এ দোয়াই করি। আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হলেই জগতে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছাতে সক্ষম হব। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের দোয়া, মুসলিম উম্মাহ্ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে চিনতে সক্ষম হোক, যেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা সমগ্র জগতে উড্ডীন থাকে। (আমীন) এর ফলশ্রুতিতেই জগতে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং ভালাবাসার এক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

{পূণ:মুদ্রিত}

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

25th March 2013

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

Muslim leader says World War inevitable unless true justice prevails

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad appeals for an end to inequality

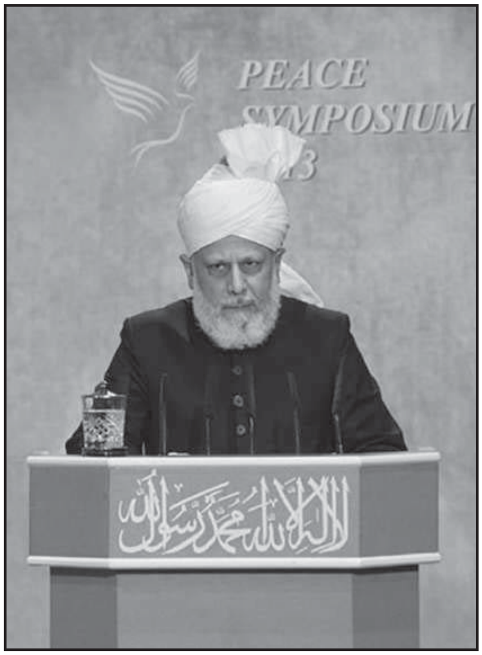

The World Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and Fifth Khalifa, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad has spoken at length about the perilous state of the world and the impending threat of a nuclear war.

Whilst delivering the keynote address, on the occasion of the 10th Annual Peace Symposium at the Baitul Futuh Mosque in London, His Holiness warned of catastrophic consequences if true justice at all levels was not observed. He said the risk of a nuclear war was real and was the biggest threat to today's civilisation.

The event attracted an audience of more than 1,000 people, including Government Ministers, Ambassadors of State, Members of both Houses of Parliament and various other dignitaries and guests from all walks of life. The theme of this year's Symposium was 'The Pathway to Peace'.

During his keynote address Hadhrat Mirza Masroor Ahmad spoke about the need for peace and justice; the escalating conflicts in the Far East; the war in Syria and the increasing risks of a global, nuclear war. He also offered a solution for global unrest based on the teachings of the Holy Qur'an.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad began by speaking about the pressing needs of the time. He said:

"To strive for peace is a noble ambition and is something that the world has always stood in great need of. If we look at the situation of the world today, we realise that now, more than ever, it is a pressing and urgent need of the time for us to seek and pursue peace and harmony in the world."

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said that whilst Islam advocated fairness, equality and justice at all levels, even the majority of the world's Muslims had forgotten these teachings.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad appealed for change to save society:

"If we want true peace and if we want to save the world from destruction then we must act with justice, integrity and be ever faithful to the truth."

The global Muslim leader spoke of his concern about escalating conflicts in the Far East, particularly between North and South Korea and between China and Japan. He said the Western

The Ahmadiyya Muslim Community
PEACE SYMPOSIUM 2013

world was not immune from the effects of such conflicts and that the United States was already directly involved in both of these disputes due to its close alliances with South Korea and Japan. He said that North Korea had not been shy in threatening to use its nuclear weapons and did not seem to care about the consequences of its actions.

In terms of the continuing devastation taking place in Syria, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, warned that assuming the overthrow of the Government would lead to instant peace was not supported by recent history.

He said that the “so-called revolutions” that had taken place in Egypt and Libya showed that regime change did not necessarily mean peace and better international relations.

In terms of a solution to Syria’s unrest, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said a recent proposal by Israel’s President Shimon Peres to send a United Nations peacekeeping force made up solely of Arab soldiers should be considered. President Peres said that if Western nations or soldiers were to become directly involved it would be viewed as a Western invasion or as Western imperialism.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said that it was not certain that warfare would remain restricted to Asia but due to strained financial circumstances unrest was developing in Europe as well. He appealed for peaceful and fair talks between nations as a means to curb rising tensions and the threat of war.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

“It is the duty of all powers to fulfil the requirements of justice and to unite together. All parties need to increase dialogue and open the lines of communication so that they can peacefully discuss the best means to solve the problems of the world.”

The Khalifa of the Promised Messiah(as) pledged to continue to counsel all parties towards peace and justice. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

“I will, God Willing, always continue to carry out my task and my responsibilities of promoting peace, tolerance, justice and compassion to the corners of the world. I will continue to tell all people that in order to be relieved of the pain and suffering that we face today, we must adopt true justice and equality.”

Before the keynote address, various dignitaries spoke about the importance of peace and the means to achieve it.

Rafiq Hayat, the National President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat UK, said 2013 was an

historic year for the Ahmadiyya Muslim Community as it marked its 100th anniversary in the United Kingdom.

Siobhain McDonagh, MP and Chair of the UK ‘All Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim Community’, said:

“In the past several years I have learned a great deal about Islam from your Community – I have learned that Islam is built on the rights of life, equality, tolerance and justice.”

Stephen Hammond MP said:

“I know that in the next month His Holiness (Hadhrat Mirza Masroor Ahmad) will have been Caliph for 10 years and what a 10 years that has been. The spirit of volunteering which we see in your Community is the spirit of peace.”

Dr Charles Tannock MEP and Chair of the European Parliament’s ‘Friends of Ahmadiyya Muslims Group’ said:

“I had a remarkable opportunity to host two events in the European Parliament, the last of which was in December, when His Holiness (Hadhrat Mirza Masroor Ahmad) graced us with his presence. It was a very well attended and extremely successful event.”

Dr Andrew Bennett, Canadian Ambassador for Religious Freedom said:

“Just one month ago, I was announced by Canada’s Prime Minister Stephen Harper as the first Ambassador for Canada’s newly created Office of Religious Freedom at the Ahmadiyya Mosque in Vaughan, Ontario… At the February 19 event where the office was announced, we emphasised that Canada would be a faithful friend of the Ahmadi Muslims around the world.”

Rt Hon Ed Davey MP, Secretary of State for Energy & Climate Change said:

“I would like to start by thanking and paying tribute to Your Holiness for inviting us all and for holding your 10th Peace Symposium and showing the leadership you do, both here in the UK and around the world, to bring people together of all faiths to champion peace. You help everyone understand each other better and you teach us to look into our hearts to make sure love is in our hearts. And that religious leadership you give and that message is very welcome and we thank you for it.”

The 4th Annual ‘Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace’ was presented by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad to Dr Oheneba Boachie-Adjei, in recognition of his outstanding work in the promotion of peace through his life-changing medical work that has provided hope and a future for thousands of people in the developing world. Accepting the award in person, Dr Boachie-Adjei said he was “deeply honoured and humbled” to receive the award and also said it was of great importance for all people to “to remember our roots and give back”.

Both before, and after the conclusion of proceedings, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad met personally with various dignitaries, guests and held a number of meetings.

Press Secretary AMJ International.

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২৫ মার্চ-২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী

অসমতা দূর করার জন্য বিশ্ব মুসলিম নেতা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ-এর আহ্বান

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব প্রধান এবং পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বিশ্বের বিপজ্জনক অবস্থা এবং একটি পারমানবিক যুদ্ধের অত্যাসন্ন হুমকি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১০ম বার্ষিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদানকালে তিনি বিশ্বের সর্বত্র প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, পারমানবিক যুদ্ধের ঝুঁকি বাস্তব এবং বর্তমান সভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

অনুষ্ঠানটি সহস্রাধিক দর্শকশ্রোতাকে আকৃষ্ট করে, যার মধ্যে সরকারের মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যবৃন্দ এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সাথে যুক্ত সম্মানিত অভ্যাগত ও অতিথিবৃন্দ ছিলেন। এ বছর সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "শান্তির পথ"।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা, দূর প্রাচ্যে ঘনায়মান সংঘর্ষ, সিরিয়ার যুদ্ধ এবং একটি বিশ্বব্যাপী পারমানবিক যুদ্ধের আশঙ্কার কথা বলেন। তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শিক্ষার আলোকে বিশ্বজনীন এ অস্থিরতার একটি সমাধানও বর্ণনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সময়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বলেন,

"শান্তির জন্য সংগ্রাম করা একটি মহৎ লক্ষ্য এবং এমনই কিছুর প্রতি আগ্রহভরে বিশ্ব সবসময় তাকিয়ে আছে। আমরা যদি বর্তমান বিশ্বের চলমান অবস্থার প্রতি তাকাই তাহলে বুঝতে পারি, পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমান বিশ্বে এখন শান্তি ও সহাবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করা সময়ের ক্রমবর্ধমান ও আবশ্যিক চাহিদা।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন, ইসলাম সর্বস্তরে ন্যায়, সমতা ও সুবিচারের শিক্ষা দেয় অথচ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানই আজ এসব শিক্ষা ভুলে গেছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সমাজের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "যদি আমরা সত্যিকারের শান্তি চাইলে এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়বিচার ও সততার সাথে কাজ করতে হবে এবং সত্যের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকতে হবে।"

বিশ্ব মুসলিম নেতা দূর প্রাচ্যের, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে এবং চীন ও জাপানের মধ্যে, ক্রমবর্ধমান সাংঘর্ষিক অবস্থায় তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের সংঘর্ষের পরিণাম হতে পশ্চিমা বিশ্বও রক্ষা পাবে না এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সাথে ঘনিষ্ট মিত্রতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে উভয় দ্বন্দ্বে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, উত্তর কোরিয়া নিজেদের পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিতে কোন প্রকার দ্বিধা করছে না এবং মনে হচ্ছে এই কাজের ভয়াবহ পরণিতির কোনো পরওয়াও তার নেই।

সিরিয়ায় চলমান ধ্বংসযজ্ঞ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন, সরকার উৎখাত করলেই সেখানে তাৎক্ষণিক শান্তি আসবে একথা নিকট ইতিহাস হতে সমর্থিত নয়।

তিনি বলেন, মিশর ও লিবিয়ার "তথাকথিত বিপ্লব" দেখিয়ে দিয়েছে, 'ক্ষমতার হাত বদল মানেই শান্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন

নয়।’

সিরিয়ায় বিবদমান সংকট সমাধানকল্পে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন, ‘কেবলমাত্র আরব সৈন্যদের নিয়ে গঠিত একটি জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী বাহিনী প্রেরণ সম্পর্কিত ইসরাইলের রাষ্ট্রপতি শিমন পেরেজের সাম্প্রতিক প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি পেরেজ বলেন, যদি পশ্চিমা জাতি বা সেনাবাহিনী সরাসরি জড়িত হয় তবে এটি পশ্চিমা আগ্রাসন বা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে দেখা হতে পারে।’

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আরো বলেন, এরূপ যুদ্ধাবস্থা যে কেবল এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। বরং চরম অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ইউরোপেও ক্রমশঃ বিবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি ঘনায়মান উত্তেজনা ও যুদ্ধের হুমকি হ্রাস করার মাধ্যম হিসেবে জাতি সমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত সংলাপের আহ্বান জানান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন, “এটি সকল শক্তিপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। সকল পক্ষকে সংলাপের জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং (পারষ্পরিক) যোগাযেগের বিভিন্ন মাধ্যম খুলে দিতে হবে, যেন তারা বিশ্বের বিবদমান সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্য সর্বোত্তম উপায় নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করতে পারে।”

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর খলীফা সকল পক্ষকে শান্তি ও ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে পরামর্শ দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবাার প্রতিশ্রুতি দেন। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন,

“আমি, আল্লাহর ইচ্ছায়, বিশ্বের সকল প্রান্তে শান্তি, সহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠায় আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য চালিয়ে যেতে থাকবো। আমি বিশ্বের সকল মানুষকে বলতে থাকবো, যে কষ্ট ও দুর্ভোগের আজ আমরা মুখোমুখি হচ্ছি তা থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সত্যিকারের ন্যায়বিচার ও সমতাকে আঁকড়ে ধরতে হবে।”

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পূর্বে বিভিন্নস্তর থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ শান্তির প্রয়োজনীয়তা এবং তা অর্জনের উপায় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের জাতীয় আমীর, রফিক আহমদ হায়াত বলেন, যুক্তরাজ্যে আহমদীয়াতের শতবার্ষিকী হিসেবে ২০১৩ সালটি আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি ঐতিহাসিক বছর।

সিওভাইন ম্যাকডোনাহ এমপি এবং যুক্তরাজ্যের ’আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে সর্বদলীয় পার্লামেন্টারী গ্রুপ’-এর সভাপতি বলেন,

“পূর্ববর্তী কয়েক বছরে আমি ইসলাম সম্বন্ধে আপনাদের সম্প্রদায় হতে অনেক কিছু জানতে পেরেছি - আমি এও জেনেছি, ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের বাঁচার অধিকার, সমতা, সহিষ্ণুতা এবং ন্যায় বিচার”।

স্টিফেন হ্যামন্ড এমপি বলেন, “আমি জানি যে আগামী মাসে সম্মনিত (হযরত মির্যা মসরূর আহমদ)-এর খিলাফতের ১০ বছর পূর্ণ হবে আর কিরূপ অসাধারণ ১০টি কর্মময় বছর তিনি কাটিয়েছেন। আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা স্বেচ্ছাসেবার যে সদিচ্ছা দেখি তা শান্তির প্রেরণা বহন করে।”

ড. চার্লস ট্যানক এমইপি এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আহমদী মুসলমানদের বন্ধু গোষ্ঠি-র সভাপতি বলেন,

“ইউরোপীয় পার্লামেন্টে দু’টো অনুষ্ঠান আয়োজনের এক অসাধারণ সুযোগ ঘটেছিল আমার, যার মধ্যে সর্বশেষটি ছিল ডিসেম্বরে, যেখানে মহানুভব (হযরত মির্যা মসরূর আহমদ) স্বশরীরে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে ধন্য করেছিলেন। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য এবং এটি ছিল খুবই সফল একটি অনুষ্ঠান।”

ড. এন্ড্রু বেনেট, ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কানাডিয়ান দূত বলেন,

“মাত্র এক মাস পূর্বে, অন্টারিওস্থ ভনের আহমদীয়া মসজিদে, কানাডার প্রধান মন্ত্রী স্টিফেন হারপার এক ঘোষণায় আমাকে কানাডার নবসৃষ্ট ধর্মীয় স্বাধীনতা দপ্তরের প্রথম দূত হিসেবে নিযুক্ত করেন। ... ১৯ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানটিতে, যেখানে এই দপ্তরটির ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা এ বিষয়ে জোর দিয়েছিলাম, কানাডা বিশ্বব্যাপী আহমদী মুসলমানদের বিশ্বস্ত বন্ধু হবে।”

রাইট এড ডেভি এমপি, জ্বালানী ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বলেন,

“শুরুতে আমি আমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং যুক্তরাজ্যে ও সমগ্র বিশ্বে শান্তির জন্য কাজ করার লক্ষ্যে সকল ধর্মের অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ করতে যে নেতৃত্ব আপনি দিয়ে থাকেন তার জন্য সম্মানিত খলীফাকে ধন্যবাদ জানাতে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। আপনি আমাদের সবাইকে– একে অন্যকে বুঝতে সাহায্য করেন এবং আপনি আমাদেরকে নিজ হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে শেখান এবং এটি নিশ্চিত করেন, আমাদের হৃদয়ে পরস্পরের জন্য ভালবাসা রয়েছে। আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনার বলিষ্ঠ ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য এবং সেই বাণী ভালবাসা সবার তরে-ঘৃণা নয়কো কারো ’পরে, যা আপনি প্রচার করেন বা যার প্রতি আহ্বান জানান।”

ড. ওহেনেবা বোয়াচি-আদজেইকে তাঁর যুগান্তকারী চিকিৎসা কর্ম, যা কিনা উন্নয়নশীল বিশ্বের শত-সহস্র মানুষের জন্য এক নতুন আশা ও নতুন ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচন করেছে, এমন মানবসেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে শান্তি সম্প্রসারণে তার অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ৪র্থ বার্ষিক “আহমদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার” প্রদান করেন। এই পুরস্কার গ্রহণ করে ড. বোয়াচি-আদজেই বলেন, এ পুরস্কার লাভ করে তিনি “অত্যন্ত সম্মানিত ও ধন্য”। তিনি আরো বলেন, “আমাদের শিকড়কে (মাতৃভূমিকে) স্মরণ রাখা এবং একে এর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা” সকল মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং সমাপ্তির পর হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন অভ্যাগত অতিথিদের সাক্ষাত দান করেন এবং একাধিক সভায় তাদের সাথে মিলিত হন।

প্রেস সেক্রেটারী, এএমজে ইন্টারন্যাশনাল

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

12 March 2013

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

MUSLIM LEADER CALLS ON WORLD GOVERNMENTS TO TREAT ALL CITIZENS EQUALLY

The Worldwide Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, the Fifth Khalifa of the Promised Messiahas, has highlighted the importance of prayer in light of the perilous and chaotic state of the world today. The Muslim leader also appealed for all Governments to treat their citizens with compassion, justice and equality.

Whilst delivering his weekly Friday Sermon from the Baitul Futuh Mosque in South- West London on 8 March 2013, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stated that it was imperative that Ahmadi Muslims prayed for `Hasana', an Arabic term, which represents all forms of good and blessings.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

"In certain countries, the opponents of our Jamaat [community] desire that Ahmadi Muslims be deprived of all of God's blessings. Thus we should pray that our neighbours do not cause us any distress and we should pray that our cities and our countries are a source of happiness and contentment for us."

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad also went on to discuss the state and governance of certain Muslim countries.

"In some Muslim countries we find that it is the rulers or governments who are a source of torment and despair for their people. Thus we should pray that the leaders of all countries discharge the rights of the people, be compassionate, righteous and just. If they are unable to reform themselves then we should pray that they be replaced by leaders and governments that do bear these hallmarks."

The world leader also expressed his appreciation for people outside of the

Ahmadiyya Community who had shown their support and compassion to Ahmadi

Muslims irrespective of differences of belief.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

"In Pakistan and certain other countries, whilst there are those who are influenced by the extremist clerics and so try to cause harm to Ahmadi Muslims, there is also a significant population of people who have proved to be our good and loyal friends. They are genuinely sympathetic towards us, they wish us well and help us in times of difficulty or trial."

Press Secretary AMJ International.

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১২ মার্চ, ২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখার জন্য বিশ্ব মুসলিম নেতার আহ্বান

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জনগনের অধিকার যেন নিশ্চিত করেন এ লক্ষ্যে আমাদের দোয়া করা উচিত

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, বর্তমান বিশ্বের বিপজ্জনক ও নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থায় দোয়ার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধানকে দেশবাসীর প্রতি সদয়, ন্যায়নিষ্ঠ ও সমতাপূর্ণ আচরণের আহবান জানান।

গত ৮ মার্চ ২০১৩, রোজ শুক্রবার দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, “আহমদীদের সর্বদা ‘হাসানা’র জন্য দোয়া করা উচিত, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ‘হাসানা’ একটি আরবী শব্দ, যাতে সকল প্রকার কল্যাণময় বিষয়ের সমাহার রয়েছে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন:

“কোনো কোনো দেশে আমাদের জামাতের বিরুদ্ধবাদীরা এই প্রার্থনাই করে, আহমদীরা যেন আল্লাহ্ পাকের সকল প্রকার আশীর্বাদ ও কল্যাণ হতে বঞ্চিত থাকে। তাই আমাদের দোয়া করতে হবে, আমাদের প্রতিবেশীরা যেন আমাদের জন্য কোনো কষ্টের কারণ না হয় আর আমাদের গ্রাম-গঞ্জ, শহর ও দেশ যেন আমাদের জন্য সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) কয়েকটি নির্দিষ্ট মুসলমান দেশের বর্তমান অবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ বলেন “কোনো কোনো মুসলমান রাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাই যে, সেই দেশের শাসক বা সরকারই জনগণের জন্য দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। সকল দেশের নেতারা যাতে জনগণের প্রতি যথার্থ দায়িত্ব পালন করে এবং সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার প্রদর্শন করে সেজন্যও আমাদের দোয়া করতে হবে। যদি তারা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করতে না-ই পারেন তবে, তাদের পরিবর্তে এমন নেতা ও সরকারের জন্য দোয়া করতে হবে, যারা এমন গুণসম্পন্ন হবেন।”

ধর্মীয় মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় আহমদী মুসলমানদের পাশে যারা দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছেন, বিশ্বনেতা এমনসব লোকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আরো বলেন:

“পাকিস্তান এবং আরও কয়েকটি দেশ, যেখানে উগ্র-মৌলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত জন-গোষ্ঠির বাস এবং যারা তাদের প্ররোচনায় আহমদী মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে ব্যস্ত, সেখানে সাধারণ জনগণের মধ্যে এমন মানুষও আছে যারা আমাদের বিশ্বস্ত ও ভাল বন্ধু হিসেবে প্রমাণিত। সত্যিকার অর্থে তারা আমাদের সাথে সমব্যথী, তারা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতেও তারা আমাদের সাহায্য করেন।”

প্রেস সচিব
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত

যুদ্ধের উন্মত্ততা ইসলামী-জিহাদ নয়

নাভিদুর রহমান, ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ‘ইসলাম’ অর্থ নিজ প্রভুর সমীপে নিজেকে সমর্পণ করা। কিন্তু দু:খজনকভাবে আজ সারা পৃথিবীতে ইসলাম ‘সন্ত্রাসবাদী-ধর্ম’ হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলমানদের কর্মকান্ড এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আল-কায়েদা, তালেবান প্রভৃতি সংগঠনের তথাকথিত ‘জিহাদ’ ইসলামের সুন্দর চেহারায় কালিমা লেপন করছে। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের মাঝে সাধরণভাবে ‘জিহাদ’ সম্পর্কে যে বিশ্বাস পাওয়া যায়, সেটাও বিশ্বজুড়ে ইসলামের দুর্ণামের কারণ হয়েছে। এজন্য আমাদের ইসলামী জিহাদের সঠিক তাৎপর্য জানা একান্ত আবশ্যক।

‘জিহাদ’ শব্দটি ‘জুহদ’ থেকে এসেছে, যার অর্থ-সর্বোচ্চ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করা। মুসলমানদের জন্য ‘জিহাদ’ অনেক বড় নেকী। কিন্তু সেটা কি শুধুই তলোয়ারের জিহাদ? অথচ হাদীসে নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদকে বড় জিহাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সংগত কথা বলাকেও ‘জিহাদে আকবর’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যুগ-ইমাম আমাদেরকে জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য শিখিয়েছেন। অর্থাৎ, নিজের যা কিছু রয়েছে, তা দিয়ে ইসলামের সাহায্য করার নামই জিহাদ। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “অতএব, তুমি অস্বীকারকারীদের আনুগত্য করো না, আর তুমি এর (কুরআনের) মাধ্যমে তাদের সাথে বড় জিহাদ করতে থাক। অর্থাৎ-তবলীগের জিহাদ, কুরআনের শিক্ষাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা এবং ইসলামের দিকে পৃথিবীকে আহ্বান করা।

এটাই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ। জিহাদের তাৎপর্য না বুঝার কারণে তলোয়ারের জিহাদকেই জিহাদ মনে করেছে এবং তবলীগের জিহাদকে, যা সবচেয়ে বড় জিহাদ, ভুলে গেছে। যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামে মুবাল্লেগগণ ছিলেন, কিন্তু তা ব্যক্তি-পর্যায়ে। মূলত: রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পর সাংগঠনিক-তবলীগ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেছে। খেলাফত-পরবর্তী যুগে মুসলমানরা পার্থিব উন্নতিকেই নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং জিহাদে আকবর ছেড়ে দেয়। ফলে ক্রমশ: তারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খৃষ্টানরা তাদের ওপর জয়লাভ করে। এ কারণেই ইসলামের আগমনের চৌদ্দশ’ বছর পার হয়ে গেলেও পৃথিবীর বড় অংশই ইসলামের বাইরে রয়ে গেছে। এই যুগেও মুসলমানদের জিহাদ সম্পর্কিত বিশ্বাস সারা পৃথিবীতে ইসলামের দুর্নামের কারণ হচ্ছে। অথচ কুরআন করীম বলপ্রয়োগে ধর্ম প্রচারকে সমর্থন করে না বরং ধর্মকে প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর ছেড়ে দেয় (আল কাহাফ : ৩০)।

“আর তুমি বল, ‘সত্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং, যে চায়, সে ঈমান আনুক এবং যে চায়, সে অস্বীকার করুক।’

‘ধর্মে কোন বলপ্রয়োগ নেই। নিশ্চয় সৎপথ ও পথভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এসব আয়াত বলপূর্বক ইসলাম প্রচারের ধারণাকে সরাসরি নাকচ করে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জীবনী এবং ইসলামী যুদ্ধসমূহের ইতিহাসও এমন ধারণাকে নাকচ করে দেয়। ইতিহাস কেউ ঘেটে দেখতে পারবে না যে, সে-যুগে কোন একজন ব্যক্তিকেও বলপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছিলো। বরং এক যুদ্ধে হযরত উসামা বিন যাইদ (রা.) কোন এক ব্যক্তির বুকের ওপর চেপে বসে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে সে- ব্যক্তি কলেমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হবার ঘোষণা দেয়। ‘মৃত্যু ভয়ে মুসলমান হচ্ছে’-ভেবে উসামা (রা.) সেই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই ঘটনা শুনে খুবই অসুন্তুষ্ট হলেন, এবং উসমা বিন যায়েদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সেই ব্যক্তির বুক চিরে দেখেছিলে যে, তার নিয়্যত কী ছিল? ফাতাহ মক্কার পরও শত শত মুশরিক নিজ ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

ইতিহাস থেকে দেখা যায়, শান্তির সময় ইসলাম অধিক প্রসার লাভ করেছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হুযূর (সা.) এর সাথে ১৫০০ সাহাবা ছিলেন। এর দু’বছর পর ফাতাহ মক্কার সময় তাঁর (সা.) সাথে ছিল দশ হাজার সৈন্য। অর্থাৎ, দু’বছরে যুদ্ধ

> "তুমি বল, 'সত্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং, যে চায়, সে ঈমান আনুক এবং যে চায়, সে অস্বীকার করুক।"

করার উপযুক্ত মুসলমানের সংখ্যা এ পরিমাণ বেড়েছিল, অথচ বদরের যুদ্ধের ৩১৩ জন থেকে ৪ বছরে হুদায়বিয়ার সন্ধি তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৫০০তে। এটা দলিল যে ইসলাম বলপূর্বক নয় বরং শান্তির মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে রসূলুল্লাহ্‌কে কেন যুদ্ধ করতে হয়েছিলো? ইতিহাস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তার সাহাবারা মক্কায় নবুওয়্যতের প্রথম তেরো বছর নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন। নির্দয়ভাবে পুরুষ ও মহিলা-সাহাবীদের হত্যা করা হতো। দাসদের উত্তপ্ত পাথরের ওপর শুইয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হতো। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলা হতো। মুসলমানদের বয়কট করে উপত্যকায় তিন বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিলো এবং এসব শুধুমাত্র এজন্য করা হতো যে তারা বলতেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'। অত্যাচার যখন সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করল এবং কুরায়েশরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে হত্যার পরিকল্পনা করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে হিজরতের অনুমতি দিলেন। কিন্তু কুরইশরা মদীনাতেও তাঁর (সা.)-এর পিছু নিল এবং চড়াও হওয়ার চেষ্টা করলো। সে সময় আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। (সূরা আল হজ্জ: ৪১-৪২)।

যাদের বিরুদ্ধে বিনা-কারণে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদের (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। অর্থাৎ, সেইসব লোক, যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক'।

'মুসলমানদের যুদ্ধগুলো ছিলো কাফেরদের জোরপূর্বক মুসলমান বানানো'- এমন চিন্তাও হাস্যকর। মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল কম। তাদের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামও তেমন একটা ছিল না। এমতাবস্থায় তাদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা ছিল আত্মহত্যার সামিল। বরং মুসলমানরা এজন্য লড়েছিল যে, তাদের ধর্মীয়-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন পথও ছিল না। নতুবা ইসলামে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। ইসলাম শুধুমাত্র তিন অবস্থায় যুদ্ধের অনুমতি দেয়। প্রথমত, আত্মরক্ষামূলক, দ্বিতীয়ত: শাস্তিস্বরূপ এবং তৃতীয়ত: স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে। অর্থাৎ-বলপ্রয়োগকারীদের পাশবিক শক্তিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে, যারা কারও স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়াতে তাকে হত্যা করতো। ইসলামী যুদ্ধের নীতি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, (আল বাকারা : ১৯১-১৯৪) এই আয়াতগুলোতে যুদ্ধের নিম্নলিখিত নিয়ম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। ক. যুদ্ধ কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে। আত্ম-স্বার্থ, ক্ষমতা, সম্পদ বৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণ, ইত্যাদি কারণে নয়।

খ. আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্যই কেবল মুসলমানরা যুদ্ধ করতে পারবে, নিজে প্রথম-আক্রমণকারী হতে পারবে না। গ. শত্রুরা প্রথম আক্রমণ করলেও মুসলমানদেরকে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র-অর্থাৎ শত্রুরা পরাজিত, সন্ধিবদ্ধ অথবা প্রতিহত হওয়া মাত্র যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। ঘ. তারা কেবল শত্রু-পক্ষের যোদ্ধাদের সাথেই যুদ্ধ করবে, বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে আক্রমণ কিংবা হত্যা করতে পারবে না। ঙ. যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। চ. ধর্মীয় তীর্থস্থান আক্রমণ করা কিংবা সেগুলোর কোন ক্ষতিসাধন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এমনকি সেই সকল স্থানের আশেপাশেও যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছ. যদি শত্রুরা তাদের ধর্মীয় স্থানে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ চালায়, কেবলমাত্র তখনই মুসলমানরা সেখানে যুদ্ধ করতে পারবে। জ. যুদ্ধ ততক্ষণ চালিয়ে যেতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তি ও হস্তক্ষেপ বন্ধ না হবে। ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হওয়া মাত্র যুদ্ধ থামাতে হবে।

এছাড়াও কুরআন নির্দেশ দেয়, যখনই শত্রু সন্ধির দিকে ঝুঁকবে, তোমরাও সন্ধি স্থাপন কর, তাদের নিয়তের ব্যাপারে সন্দেহ করো না। কুরআন শরীফ এতদূর পর্যন্ত নির্দেশ দেয়, যদি কোন মুশরিক যুদ্ধের মাঝেও তোমাদের কাছে ইসলাম জানার জন্য আসে, তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। (সূরা তওবা : ৩৬)

রসূলে করীম (সা.) যুদ্ধের জন্য আরও অনেক নির্দেশ মুসলমানদের দিয়েছেন। যেমন ১. মুসলমানরা কোন অবস্থাতেই মৃতদেহ বিকৃত করতে পারবে না। ২. মুসলমানরা যুদ্ধে ধোকাবাজির আশ্রয় নিতে পারবে না। ৩. শিশু নারী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করতে পারবে না। ৪. পাদ্রী, পুরোহিত প্রভৃতি ধর্মের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের হত্যা করতে পারবে না। ৫. মুসলমানরা যখন কোন দেশে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করবে, তখন ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারবে না। ৬. যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এমন কোথাও শিবির স্থাপন করতে পারবে না, যেখানে লোকজনের অসুবিধা হয়। এমনভাবে মার্চ করে অগ্রসর হতে পারবে না যাতে মানুষের চলাচলের অসুবিধা হয় ৭. যুদ্ধের সময় শত্রুর মুখমন্ডলে আঘাত করতে পারবে না। ৮. যুদ্ধবন্দীদের আরামের প্রতি নিজেদের আরামের চেয়ে বেশী খেয়াল রাখতে হবে। ৯. ভিনদেশী দূত ও প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান ও শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে। তারা শিষ্টাচার বহির্ভূত কিছু করলেও তা উপেক্ষা করতে হবে। হযরত আবু বকর (রা.) সম্পুরক হিসেবে দালান কোঠা ভাঙ্গতে এবং ফলবান বৃক্ষ কাটতে নিষেধ করেছেন।

এসব নীতি থেকে পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় যে, ইসলাম সর্বোতভাবে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে চায়। আজ পৃথিবীতে এই শিক্ষার মাধ্যমেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

খেলাফত :
বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পন্থা

মুহাম্মদ খলীলুর রহমান

(৪র্থ কিস্তি)

৫। আখেরী-যুগে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় ও খেলাফত ঃ

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আখেরী যুগে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার জন্য হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্‌তালা বলেছেনঃ

“হুয়াল্লাযী আরসালা রাসুলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বীনেল হাক্কে লে-ইউযহেরাহু আলাদ্‌দ্বীনে কুল্লেহী।” অর্থ: “আমরা হেদায়েত ও সত্য-ধর্ম সহকারে এই রসূলকে প্রেরণ করিয়াছি, যাহাতে ইহা (অর্থাৎ ইসলাম) অন্যান্য সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করে।” (সুরা-তাওবা: ৫ম রুকু, সুরা ফাতহ: ৪র্থ রুকু এবং সুরা সাফ: ১ম রুকু)।

ইসলামের ইতিহাস হতে দেখা যায় যে, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের উপরোক্ত ঐশী-প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার দুটি প্রধান পর্যায় রয়েছে:- (ক) ইসলামের আবির্ভাব-যুগে সমসাময়িক ধর্ম ও সভ্যতা সমুহের উপর ইসলাম ও ইসলামী-সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভ এবং (খ) প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে পুণরায় ইসলাম-ধর্ম ও ইসলামী প্রচারের পূর্ণতা ও প্রাধান্যের যুগ-সূচনা। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী (মুফাসসেরীন) উপরোক্ত আয়াতে ইসলামের চুড়ান্ত-বিজয়ের শেষোক্ত পর্যায় সম্বন্ধে যে-ধরণের মন্তব্য করেছেন, তা প্রনিধানযোগ্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে লিখেছেন: ‘সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরিয়মের আবির্ভাবকালে সংঘটিত হবে।” (তফসীর ইবনে জারীর পৃ: ১৫০ এবং তফসীরে জামেউল বায়ান, পৃ: ২৯ হতে অনুদিত)।

অনুরূপভাবে শিয়া জামাতের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীতে উপরোক্ত আয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখিত আছে: “এই আয়াত ‘কায়েম আলে মুহাম্মদ’ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনিই সেই ইমাম, যাকে আল্লাহ্ তাআলা সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করবেন।” (বেহারুল আনোয়ার, খন্ড- ১৩, পৃ: ১২ কুমীর বরাতে তফসীরে সাফী দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য যে, ‘কায়েম আলে মুহাম্মদ’ বলতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে বুঝানো হয়েছে।

সহী হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী হতেও প্রমাণীত হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর যুগেই আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের চুড়ান্ত বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: “ইউহলেকুল্লাহ, ফিযামানেহী কুল্লাল মিলালে ইল্লালে ইসলাম।’

অর্থ:- “তাহার (প্রতিশ্রুত মসীহর) যুগে আল্লাহ্ তাআলা ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মকে নির্মূল করিয়া দিবেন।” (সহী মুসলিম)। অন্য একটি হাসীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন: ‘কায়ফা তাহলেকু উম্মাতুন আনা ফি আউয়ালুহা ওয়াল মাসিহু ফি আখিরেহা।” অর্থাৎ- “কেমন করে ধ্বংস হবে সেই উম্মত, যার প্রথমে রয়েছি আমি এবং শেষে মসীহ রয়েছেন।” (মেশকাত ও জামেউস সগীর সাইউতি দ্রষ্টব্য)।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত, বুর্জুগানে-দ্বীন কর্তৃক উক্ত আয়াতের তফসীর এবং হাদীসের ভিত্তিতে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুণ: প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচার কল্পে এবং ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও সৌন্দর্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন একটি অনস্বীকার্য ও সন্দেহাতীত বিষয়।

রূপক অর্থে বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.) এর দ্বিতীয়-আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি:

সূরা জুমুআয় আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম”। অর্থঃ- এবং তাহাকে আল্লাহ প্রেরণ করিবেন তাহাদের মধ্যে, যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই।” (সূরা জুমা: ১ম রুকু)।

উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর দ্বিতীয়-আবির্ভাব এবং ইসলামের বিশ্ব-বিজয় লাভের ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে। এই বিষয়ে সহী হাদীসের বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ “হযরত আবু হোরায়রা বলেছেন: আমরা হযরত রসূল করীম (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। সুরা জুমুআর মধ্যে ‘ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম’ আয়াত নাযেল হলো। রসূল করীম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো: “হে আল্লাহ্‌র রসূল, তাহারা কে (যাহারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হয় নাই)?” রসূল করীম (সা.) নিরব থাকলেন-এমনকি প্রশ্নটি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত রসূল করীম (সা.) তাঁর উপর হাত রেখে বললেন: ‘লাওকানাল ঈমানু মুয়াল্লাকান ইনদাস সুরাইয়া লানালাহু রেজালুন আও

রাজুলুন মিন হা-উলায়ে' অর্থাৎ ঈমান সপ্তর্ষি-মন্ডলে চলে গেলেও তাহাদের (অর্থাৎ পারশ্য-বাসীদের) বংশোদ্ভুত এক বা একাধিক ব্যক্তি সেখান থেকে উহাকে (ঈমানকে) নামাইয়া আনবে।" (বুখারী)।

সূরা জুমুআর উপরোক্ত আয়াত এবং উহার সমর্থন ও ব্যাখ্যায় বর্ণিত হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে হতে আখেরী যুগে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে, যাঁর মোকাম ও মর্যাদা এবং কার্যাবলীর সংগে ইসলামের পূনর্জাগরণ ও পূন:প্রতিষ্ঠা লাভের পরিকল্পনা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। সুরা জুমুআয় যে মহাপুরুষকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বুরুজ যা "দ্বিতীয় আগমন হিসেবে" রূপকের ভাষায় আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং হাদীসে যাঁর আবির্ভাবের লক্ষণ হিসেবে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা আকাশে উঠে যাবে (অর্থাৎ অন্তর্হিত হয়ে যাবে) বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তিনি হাদীসের গ্রন্থাবলীতে 'মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ,' খৃষ্টধর্মে 'মনুষ্য-পুত্র মসীহ', হিন্দুধর্মে 'কল্কি অবতার', বৌদ্ধ ধর্মে 'বুদ্ধ মৈত্রেয়' এবং প্রাচীন পার্শী-ধর্মে 'সুস্যান' বা মসিদর বহরমী' বলে আখ্যায়িত হয়েছেন।

ফলত: বর্তমান যুগের জন্য সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর একনিষ্ঠ অনুসারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)। আজকের জটিল বিশ্ব-পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান সত্যিকারভাবে ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সেই সমাধানকে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর করতে হলে সর্বাগ্রে সুরা জুমুআয় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌ তাআলার ফজলে আহমদীয়া জামাত এমন একটি রুহানী- প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুসংগঠিত হয়েছে, যা সাফল্যজনক ভাবে কাজ করে চলেছে।

বিশ্বব্যাপি ইসলামের বিজয় কোন কিচ্ছা-কাহিনী মতো বিষয় নয়। ফুৎকার বা বিরাট তরবারী দ্বারা সেই বিজয় হবেনা। সত্যের প্রচার অতীতে কখনোই এভাবে হয় নাই। বর্তমান যুগে ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর খলিফাগণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই সেই বিজয় হবে।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "পৃথিবীর মানুষ মনে করতে পারে যে, খৃষ্টান-ধর্ম অবশেষে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে অথবা বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীতে জয়-যুক্ত হবে। কিন্তু তারা তাদের ধারনার ভ্রান্তিতে রয়েছে। স্মরণ রেখো এই ধরাপৃষ্টে কিছুই ঘটে না যতক্ষণ না আকাশে উহার আদেশ হয়। সুতরাং আকাশের খোদা আমাকে বলেছেন যে, অবশেষে ইসলাম ধর্মই মানুষের হৃদয়কে জয় করবে"। (রূহানী খাযায়েন ২১খন্ড পৃঃ ৪২৭)।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

"হে মানবমন্ডলী! শুনে রাখ যে, ইহা সেই খোদার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি পৃথিবী ও আকাশ মালা সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই জামাতকে পৃথিবীর সকল দেশে প্রসারিত করবেন এবং যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনের মাধ্যমে সকলের উপর প্রাধান্য দান করবেন। আকাশ হতে প্রতিশ্রুত ঈসার অবতরন শুধু একটি মিথ্যা ধারণা। স্মরণ রাখবে, কেউই আকাশ হতে অবতরণ করবে না।

আমাদের যত বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছে, তারা সকলেই পরলোক গমন করবে এবং তাদের মধ্যে কেউই মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আ.)-কে আকাশ হতে নামতে দেখবে না। তারপর তাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারাও মরবে এবং তাদেরও কোন ব্যক্তি মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আ.)-কে আকাশ হতে অবতরন করতে দেখবে না। তারপর তাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হবে। ক্রুশের প্রাধান্যের সময়ও উত্তীর্ণ হয়েছে। বিশ্ব-পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটেছে- কিন্তু মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আ.) আকাশ হতে অবতীর্ণ হলেন না কেন? তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বেন এবং আজিকার দিন হতে তৃতীয় শতাব্দী পার হবে না-যখন ঈসা নবীর অপেক্ষারত কি মুসলমান, কি খৃষ্টান- সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হয়ে এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে এবং তখন পৃথিবীতে একই ধর্ম হবে (ইসলাম) এবং একই ধর্ম নেতা (হযরত মুহাম্মদ-সা.) হবেন।

আমি কেবল বীজ বপন করতে এসেছি। অতএব আমার দ্বারা বীজবপন করা হয়েছে। এখন উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। কেহ উহাকে রোধ করতে সক্ষম হবে না' (তাজকেরাতুশ শাহাদাতাইন)।

ইসলামের বিজয়ঃ অপব্যাখ্যা খন্ডন

কোন কোন ধর্মীয় নেতা মনে করেন যে, তাদের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু তারা বুঝতে চাননা যে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথ ও পন্থা ধর্মানুমদিত নয়। তাদের মতে 'Ends justify the means' অনেকটা সেই গল্পের রবিনহুডের মত– অর্থাৎ দু:স্থের সেবার জন্য চুরি-ডাকাতী করার নীতি। ধর্মের নাম ব্যবহার করলে বিশেষত: ইসলামের নাম ব্যবহার করলে 'কথা এবং কাজ' দুটোই ধর্মানুমোদিত হতে হবে। মিথ্যার দ্বারা সত্যের প্রতিষ্ঠার নাম ধর্ম নয়। সেই ধর্ম কখনই সত্য ধর্ম হতে পারে না যা শেষ পর্যন্ত মিথ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য চেষ্টা করে। সুতরাং ধর্মের নামে যারা জোর-জুলুম, জ্বালাও-পোড়াও করে অথবা সন্ত্রাসী তৎপরতাকে বৈধ মনে করে তাদের দ্বারা সত্য ধর্মের বিজয় কখনোই হতে পারেনা।

বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত প্রোগ্রামে কোন কোন ধর্মীয় বিষয় শুনতে ভালই লাগে। যদিও মাঝে মাঝে কেচ্ছা-কাহিনী এবং অলৌকিক বিষয়-বস্তু প্রাধান্য পায়। বিশেষতঃ যীশু-খৃষ্ট তথা হযরত ঈসা (আ.)- এর সশরীরে আকাশে গমন, ২০০০ বছর ধরে সেখানে অবস্থান, যে কোন সময় পৃথিবীতে সশরীরে নাযেল হওয়া এবং আক্ষরিক অর্থে শুকর হত্যা, ক্রুশ ধ্বংস করা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা, ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুদ্ধের কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে (যা বর্তমান যুগের সংগে সম্পৃক্ত সেই সকল বিষয়ে) তাদের কোন স্পষ্ট ধারনা নেই।

দ্বিতীয়ত: পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ভাল ভাল কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে তাদের নিজেদের মধ্যে কোন একতা নাই, এবং তাদের কোন একক নেতৃত্ব নাই। আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ে প্রায়:শই কিচ্ছা কাহিনীমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে নবী রসূলগণের জীবনের ঐশী নিদর্শনমূলক কোন কোন ঘটনার আক্ষরিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও রূপক গূঢ়তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর মোযেযাগুলো আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। প্রকৃতপক্ষ্যে সেগুলো রূপক অর্থে প্রযোজ্য। অন্যথায় বাহ্যিক অর্থে খৃষ্টানদের জন্য যীশুর 'ঈশ্বর-পুত্র' হওয়ার

দাবীকেই সাহায্য করার শামীল হবে। এই বিষয়টির সম্পর্কে বড় বড় আলেম নামধারীরা TV Channel ইত্যাদিতে বড় অসহায় অথবা কঠিন নিরবতা পালন করেন।

তৃতীয়তঃ ধর্মীয় মুল্যবোধের অবক্ষয় এবং দুর্নীতির সীমাহীন উর্দ্ধগতি, উগ্রবাদী এবং জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাস-বাদী ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড বন্ধই হচ্ছে না। কুসংস্কার ও অপ-সংস্কৃতির ব্যাপকতা থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সমবেত কোন প্রচেষ্টা নাই।

চতুর্থতঃ সম্প্রতি কোন কোন স্থানে আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে যে সকল 'লিফলেট' বিতরণ করা হচ্ছে সেগুলোতে আনীত আপত্তিগুলোর দাঁত-ভাঙ্গা জবাব বিগত ১২০বছর যাবত প্রকাশ করা হচ্ছে । সেগুলো নতুন কিছু নয়। অনেক বার উত্তর দেওয়া হয়েছে। ভবিষৎবানীর ভাষা বুঝতে না পেরে অতীতে হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহুদীরা মান্য করে নাই এবং আজ পর্যন্ত তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানে নাই। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে দুই রকমের আয়াত রয়েছে:- ক) মুহকাম আয়াত অর্থ্যাৎ সুস্পষ্ট আয়াত এবং খ) মুতাশাবিহ আয়াত অর্থ্যাৎ রূপক অর্থে ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ আয়াত (সূরা আলে ইমরান:৮)।

পঞ্চমতঃ মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে 'খলীফা' হিসেবে দাবীকারক নেই। অধিকাংশ আলেম বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান এবং রেডিও ও টিভি প্রোগ্রামে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এড়িয়ে চলেন কেন? খলিফা ছাড়া সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আমরা ইতিমধ্যে এই বিয়য়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছি।

ষষ্ঠতঃ শাব্দিক অর্থে ইমাম মাহদীর আগমনের আসায় যারা দিন গুনছেন, তারা ১৪০০ হিজরির প্রথমে মক্কায় দল-বল সহ যে ব্যক্তিটি ইমাম মাহদী বলে দাবী করেছিলেন তাকে পুষ্পমাল্য না দিয়ে নির্মমভাবে মেরে ফেললো কেন ? যদিও সেই ব্যক্তির দাবী, তার নাম, পিতা-মাতার নাম, বংশ, দাবীর তারিখ, সময়ের দাবী ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

সপ্তমতঃ কেউ কেউ অপবাদ দিয়ে থাকে যে, আহমদীরা 'খতমে নবুয়াত' বিশ্বাস করে না। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার অর্থে আহমদীরাই খতমে নবুয়তের 'খাতাম' শব্দের যতগুলো অর্থ আছে তার প্রতিটির উপর বিশ্বাস রাখে। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে জীবিত থাকার উপরে যাদের বিশ্বাস তারাই হযরত ঈসা (আ.) কে শেষ নবী মনে করে। স্মর্তব্য যে, সহী হাদীসে আগমনকারী ঈসা (আ.)-কে "মসীহ নবীউল্লাহ" হিসেবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.) নবুয়্যত-চ্যুত হতে পারেন না। আকাশ থেকে নেমে আসলে তিনিই শেষ নবী হবেন- যারা মনে করে যে তিনি এখনো জীবিত আছেন।

পক্ষান্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলেছেনঃ " আমরা ইমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া"।

অষ্টমতঃ হযরত ইমাম মাহদীর অনেক ধন-সম্পদ বিতরণ করার আশায় যারা অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ (রূহানী খাজায়েন)-এর সুসংবাদ জানাতে চাই যা আহ্‌মদীয়া জামাতের নেতা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ৯০খানা পুস্তকের এবং মালফুযাত ও তাঁর লিখিত পত্রাদির মাধ্যমে বিতরণ করেছেন। আহমদীয়া জামাত কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের তফসির ও অন্যান্য পুস্তকাবলী, আহমদীয়া চ্যানেল এমটিএ-র মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত প্রোগ্রাম সমূহের জন্য নিকটস্থ আহমদীয়া প্রচার কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।

নবমত: ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কখন আসার কথা?

মৌলবী সাহেবরা বলে থাকেন যে, ইমাম মাহদী এবং ঈসা (আ.)-এর আসার সময় হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হিজরী চর্তুদশ শতাব্দীতে পবিত্র কুরআন ও হাদীস (সূরা নূর: ৫৬ সাজদাহ: ৬ আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস) এবং মোজাদ্দিদ সংক্রান্ত হাদীস মোতাবেক সেই মহাপুরুষের আগমন হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এমন একটি বিষয় যা স্বীকার করতেই হবে। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজনঃ

(১)□সূরা নূরের 'কামা' শব্দটির মধ্যে এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের খেলাফত-আলা-মিনহাজিন-নবুয়ত অনুযায়ী চর্তুদশ শতাব্দীর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আহমদীয়া জামা'তের নেতা ব্যতীত আর কেউ আছেন কি? উল্লেখ্য যে হযরত মূসা (আ.) এর ১৩শ বছর পর হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন হয়েছিল।

তেমনিভাবে 'কামা' (সদৃশ, অনূরূপ অর্থে) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ১৩শত বছর পর 'ঈসা- সদৃশ' তথা মুহাম্মদী মসীহ বা প্রতিশ্রুত ঈসা আগমন করেছেন (যাকে হাদীসে ইমাম মাহদী, খলিফাতুল্লাহ, মুজাদ্দিদ প্রভৃতি উপাধী দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে)। সূরা সাজদা: ৬ এবং বুখারী শরিফের হাদীস অনুযায়ী ইসলামের প্রথম তিনশত বছরের উন্নতি ও অগ্রগতির পর এক হাজার বছর ছিল অধপতনের যুগ।

অর্থাৎ ৩০০+১০০০= ১৩০০ বছর পর ইসলামের পূন:র্জাগরণ হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। সূরা জুমুআ: ৪ এবং বুখারি শরিফের হাদিস অনুযায়ী আখেরি জামানায় হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যত বাণীর দ্বারাও ইসলামের পূণর্জাগরণের শতাব্দি শুরু হওয়া প্রয়োজন ছিল। কোন অবস্থাতেই চতুর্দশ হিজরি শতাব্দির প্রারম্ভ থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময়কাল দীর্ঘায়ীত করার কোন অবকাশ নেই।

(২) দাজ্জাল ও দাজ্জালের গাধা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো থেকে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগেই ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টান ধর্ম দাজ্জালের গাধা অর্থাৎ রেলগাড়ী, উড়ো জাহাজ, ষ্টিমার ইত্যাদি যানবাহনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি এমন ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, ইতি পূর্বে ইহা সম্ভবপর ছিলনা। যেহেতু এই যুগে এই সকল যানবাহন আবিষ্কৃত হয়েছে সেই জন্য এই যুগেই ইমাম মাহদী (আ.)-এর আসা অত্যাবশ্যক ছিল।

(চলবে)

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(১০ম কিস্তি)

আমরা সবাই জানি, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মহান আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি (সা.) এসে সর্বত্রে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই কাজেই রত ছিলেন এবং সফলও হয়েছেন। কিন্তু বর্তমান সারা বিশ্বে ধর্মের নামে চরম নৈরাজ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। কেউ আজ আর শান্তিতে নি:শ্বাস নিতে পারছে না। সর্বত্রেই যেন বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্য। আমাদের দেশেও ধর্মের নামে নজিরবিহীন সহিংসতা শুরু হয়েছে, এ ধরণের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরী করা শুধু ইসলাম নয় বরং কোন ধর্মই সমর্থন করে না। কোথাও রেললাইন উৎপাটন করা হচ্ছে, কোথাও রেলস্টেশন, রেললাইন ও ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে, কোথাও হামলা চালানো হচ্ছে পুলিশ ফাঁড়িতে আবার কোথাও সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ এবং মন্দির ভাংচুর করা হয়েছে।

এককথায় বলা যায় বর্তমান দেশে এক চরম নৈরাজ্যকর পরিবেশ বিরাজমান। দেশের শান্তি এবং জনগণের শান্তি ভূলণ্ঠিত করার শিক্ষা ইসলামে নেই। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের শান্তির জন্যই কাজ করেননি বরং তিনি সকল ধর্মের শান্তি নিশ্চিত করেছেন।

যার যার ধর্ম সে পালন করবে এই শিক্ষাই তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মদিনার সনদ এবং বিদায় হজ্জের ভাষণই এর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে এছাড়া সবাই যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেজন্য তিনি (সাা.) আরো অনেকগুলো চুক্তিও করেছিলেন।

সমাজ ও দেশে কোনভাবেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করার শিক্ষা কোন ধর্মই দেয় না। ধর্মের লেবাস ধারণ করে যারা সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করছে তারা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন তারা সমাজের শান্তিকামি মানুষ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে তারা ধর্মান্ধ এবং জঙ্গিগোষ্ঠি। এদের সাথে কোন ধর্মের সম্পর্ক থাকতে পারে না।

সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম নামক ধর্মকে মহান আল্লাহ্ তাআলা এ পৃথিবীতে তার প্রিয় নবী, বিশ্ব নবী, সর্ব জাতির নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শান্তির অমিয়-বাণী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রণকর্তা সব সময়ই মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান করে থাকে। প্রকৃত-শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মের নিষ্ঠাবান, শান্তিপ্রিয়-অনুসারী মুসলমান কখনো সমাজের ও দেশের অশান্তির কারণ হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গীন-দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন, আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বানিয়েছেন সকলের জন্য অনুসরণীয়-আদর্শ। তাঁর (সা.) অনুসরণের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তির জীবন শান্তিময় হতে পারে, হোক সে ইহুদি, খৃষ্টান বা যে-কোন ধর্মের অনুসারী। আর আল্লাহ্ তাঁকে (সা.) কোন বিশেষ-জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য পাঠান নি বরং তার (সা.) আগমন সবার জন্য, তিনি সমগ্র মানব-জাতির রসূল।

এই শান্তির ধর্মে কোন ধরণের বল প্রয়োগের শিক্ষা নেই। ইসলাম কাউকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। হত্যার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হল–‘আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মোমেনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। সেখান সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন’ (সূরা আন নিসাঃ ৯৪)। কাউকে হত্যার ব্যাপারে ইসলামের নবী বলেছেন, ‘কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে, তা হবে রক্তপাত অর্থাৎ হত্যা সম্পর্কিত’ (বুখারী)। কাউকে হত্যা করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, শুধু নিষেধ করেই শেষ করে নাই, বরং যারা এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি-কার্যক্রম করে, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ, সে-সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা কত উন্নত যে, বল-প্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে। আর ইসলামের লেবাস ধারণ করে সমাজে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে এসব কোন্ ইসলাম? দেশে কোন ভাবেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। আর যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির কথা রয়েছে ইসলামে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘যারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়, নিশ্চয় তাদের সমুচিত শাস্তি হলো নৃশংসভাবে তাদেরকে হত্যা করা বা ক্রুশে দিয়ে মারা অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা কিংবা তাদেরকে নির্বাসিত করা। এটা হলো তাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা এবং পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য এক মহা আযাব’ (সূরা আল মায়েদাঃ ৩৪)।

> **“সমাজ ও দেশে কোনভাবেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করার শিক্ষা কোন ধর্মই দেয় না। ধর্মের লেবাস ধারণ করে যারা সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করছে তারা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন তারা সমাজের শান্তিকামি মানুষ হতে পারে না।”**

রাষ্ট্রের বা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেও প্রয়োজনে বিপজ্জনক সর্বনাশা দৃষ্কৃতকারীকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানে ইসলাম ইতস্তত করে না। স্বপ্নবিলাসীদের আবেগ-উচ্ছাস ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে যুক্তি ও বিচারের মাপকাঠি অনসরণ করে ইসলাম রাষ্ট্রের বা জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধকারীর শাস্তি নির্ধারণ করে। এই আয়াতে যে নির্বাসিত করার কথা বলা হয়েছে ইমাম আবু হানিফার (রহ.) মতে এর তাৎপর্য হলো কারাদণ্ড। যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোন ব্যবস্থা নিলে তা কখনো ইসলাম পরিপন্থি হবে না কেননা ইসলামেই দেশে নৈরাজ্যকারীদের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আমাদের এই দেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ। এদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা একত্রে শান্তি পূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। এখানে যারা অশান্তি সৃষ্টি করবে তাদেরকে সবাই ঐকবদ্ধ হয়ে প্রতিহত করতে হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘আর পৃথিবীতে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না’ (সূরা আল আরাফ: ৫৭)। সমাজে বিশৃঙ্খলা করার কোন শিক্ষা ইসলামে পাওয়া যায় না। যারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে তারা শুধু শান্তিকামী মানুষেরই শত্রু নয় বরং তারা মহান আল্লাহ তায়ালারও শত্রু। ইসলাম আমাদেরকে উশৃঙ্খল জীবন পরিহার করে বিনয়ী এবং নম্র হয়ে চলার শিক্ষা দেয়। যদি কেউ কষ্ট দিতে চায় ইসলামের শিক্ষা হল তার জন্যও তুমি শান্তির দোয়া কর। যেমন বলা হয়েছে, ‘আর রহমান আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম’ (সূরা আল ফুরকান: ৬৩)। পবিত্র কোরআনের এই আয়াত দিয়ে সেই গৌরবোজ্জল নৈতিক বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরম্ভ হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক মহাকাশের সেই সূর্য অর্থাৎ মহানবী (সা.) তার জাতির মধ্যে সংঘটিত করেছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে তারা দয়াময় খোদা তাআলর দাসে পরিণত হয়েছিল কেবল ইসলামের উন্নত শিক্ষা মতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য।

দেশের সর্বত্রে যেন আজ অশান্তি বিরাজ করছে। ইসলামের অনুসারী দাবি করে করা হচ্ছে অনৈসলামিক কাজ। দিনের পর দিন যারা দেশের শান্তিকে নষ্ট করছে তাদের হৃদয়ে কী খোদার ভয় নেই? খোদা তায়ালার শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করে কিভাবে তার উম্মতের দাবি করতে পারে? খোদা যেখানে স্পষ্ট বলেছেন, ‘এবং দেশে নৈরাজ্য ছড়াতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না’ (সূরা আল কাসাস: ৭৮)। এসব নৈরাজ্যকারীদের জন্য দেশ আজ রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং সর্বোপরি নৈতিকভাবে চরম অধঃপতনে নিপতিত। যেভাবে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে। এর পরিণামে তিনি তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তির স্বাদ তাদের ভোগ করাবেন যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে’ (সূরা আর রূম: ৪২)।

হরতালের নামে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, দেশের মানুষকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পড়া-লেখার ক্ষতি করা হচ্ছে, দেশের সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে। যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে এসব করছে তাদের কাছে জানতে চাই এসব নৈরাজ্যকর কাজ করা কোন্ ইসলামের শিক্ষা? আর এসব কি মহানবীর উম্মতের বৈশিষ্ঠ?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘আর যারা নিরপরাধ মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের কষ্ট দেয় তারা অবশ্যই জঘন্য অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে নেয়’ (সূরা আল আহযাব: ৫৯)। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি নিশ্চয় তাদের জানা আছে, তার পরেও কেন তারা জনগণকে ইসলামের কথা বলে ইসলাম পরিপন্থি কাজ করছে?

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, ‘একজন মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যার হাত এবং জিহ্বা হতে অন্যেরা নিরাপদ থাকে’ (বুখারী-মুসলিম)। বস্তুত: ইসলামী-শিক্ষা এক মুসলমানকে শান্তি-প্রিয়, বিনয়ী এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শিক্ষা ভুলে পরস্পর হানাহানির নীতি কোন ক্রমেই ইসলাম সমর্থন করে না–একথা অনেকেই বাস্তব ক্ষেত্রে বেমালুম ভুলে বসেছে। যদি আমার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ না থাকে তাহলে আমার কার্যে প্রমাণ করে যে আমি শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী নই। আজ যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করছে তারা কী মহানবী (সা.)-এর এই হাদীস অনুযায়ী মুসলমান থাকতে পারেন? বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে, তার জন্য কি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাতে হবে? আজ বিশ্বব্যাপী যে সকল নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা রয়েছে, তার সমাধান একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। ইসলামের শিক্ষার পরিপূর্ণ অনসরণ করলে অবশ্যই সব ধরণের নৈরাজ্য দুর হতে পারে।

আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃত-সৌন্দর্য, কুরআনের শিক্ষা এবং বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ সারা বিশ্বের মাঝে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমরা যদি ইসলামের আদর্শ ভুলে জুলুম- নির্যাতনের রাস্তা অবলম্বন করি, তাহলে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা এটা বলতে সাহস পাবে যে, মুসলমানরা আসলেই সন্ত্রাসী, আর এরাই পৃথিবীতে সন্ত্রাসী-কার্যক্রম চালাচ্ছে। তাই তাদেরকে কোন ভাবেই অভিযোগের সুযোগ দেয়া আমাদের মোটেও ঠিক হবে না। ইসলামের কথা বলে রাস্তা বন্ধ করে জনগণকে কষ্ট দেই, তা কিন্তু শ্রেষ্ঠ-নবীর আদর্শের পরিপন্থি হবে সাব্যস্থ হয়। তাই সবার প্রতি আহ্বান, এ দেশ আমাদের সবার, আমরা সবাই এদেশকে ভালোবাসি, সকল ধর্মের অনুসারীকে ভালোবাসি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ত্যাগ করে সবাই সবার জন্য শান্তি কামনা করি।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

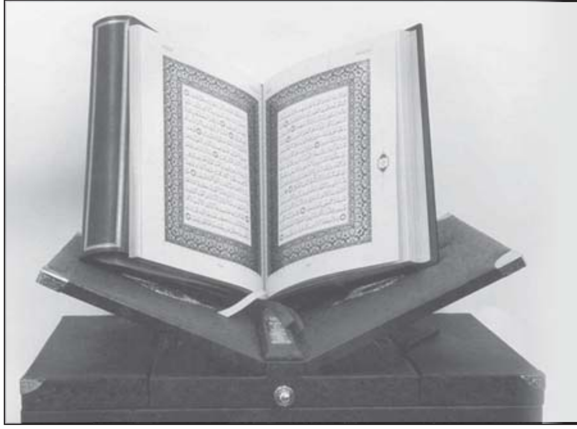

নামায সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(দ্বিতীয় কিস্তি)

প্রকৃত নামায অশ্লীলতা এবং প্রত্যেক অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বিরত রাখে :–

অশ্লীলতা বা অপছন্দনীয় কাজ একটি সামাজিক ব্যাধি। অশ্লীলতা যদি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে জাতি ধ্বংসের মাঝে বাস করে। যত দ্রুত সম্ভব সমাজ হতে সকল অশ্লীলতা ও মন্দকে দূর করা প্রয়োজন। আর এটা প্রকৃত নামায আদায়ের মাধ্যমে হতে পারে। জাতির মাঝে যখন অবক্ষয় দেখা দেয়, তখন শান্তি অশান্তিতে পর্যবসিত হয়। দেখা যাক, পবিত্র কুরআন এ ব্যাপারে কি দিক-নির্দেশনা দান করে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা সূরা আনকাবূতের ৪৬ আয়াতে বর্ণনা করেন যে, “নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আয়াতের আংশিক লেখা হল, সম্পূর্ণ আয়াতটিতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা–প্রচার ও কুরআন পাঠ, নামায এবং যিকরে ইলাহী’– এই তিনের একই উদ্দেশ্য- মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করা এবং তাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে সাহায্য করা।

সকল ধর্মের মূলনীতি হচ্ছে সর্বোচ্চ-সত্তায় জীবন্ত-বিশ্বাস স্থাপন করা। কারণ, এ এমন এক প্রত্যয়, যা মানবের কু-প্রবৃত্তিগুলোকে প্রবলভাবে এবং কার্যকর ভাবে বাধা দান করে।

এই কারণেই কুরআন করীম বার বার আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা, মর্যাদা ও ভালবাসার কথা বলে এবং ইসলামী-ইবাদতের আকারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার ওপর সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দেয়।

ইসলামের এই ইবাদত যদি সকল প্রয়োজনীয়-শর্তানুযায়ী পালন করা হয়, তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে হৃদয়ের ও কর্মের পবিত্রতা অর্জিত হবে। প্রকৃত-মু’মিনদের একটি আলামত বা চিহ্ন হলো-নামাযে চিরস্থিতিশীল নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করা।

নামায আদায়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না কড়া, ধীরস্থির ভাবে নামায আদায় করা, মুরগীর ঠোকরের মত নামায না পড়া। বুঝে, শুনে, মনোযোগের সাথে নামায কায়েম করা। রুকু, সিজদা, ইত্যাদিতে যেসকল দোয়া রয়েছে, তা সুন্দরভাবে মনযোগের সাথে পাঠ করা। নামায আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতা বা শৈথল্য প্রদর্শন না করা। এক নামাযের পর অন্য নামাযের হিফাযত করা।

সূরা মু’মিনুনের ৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, “যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে। বিনয় অবলম্বনকারীদেরকে সফল মু’মিন বলা হয়েছে। এই আয়াত থেকে সেই অভিপ্রেত অবস্থা বা পূর্ণ শর্তের বর্ণনা শুরু হয়েছে, যা একজন মু’মিনের জীবনের অভিষ্ট, পরম কৃতকার্যতা লাভ করার জন্য আকাঙ্খা করার পূর্বেই উক্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, যেজন্য আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন।

এই সমস্ত অবস্থা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান বা স্তর রূপে বিবেচিত হতে পারে। মানবাত্মার এই সফরের প্রথম স্তর বা ধাপ হলো একজন বিশ্বাসী সম্পূর্ণ বিনয়াবনত অবস্থায় ঐশী মহত্ত্ব ও মহিমার ভয়ে ভীত হয় এবং তার কৃত-পাপের জন্য সে অনুতপ্ত হৃদয়ে তার অবনমিত ও নিরহংকার আত্মাকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি রুজু ও প্রত্যাবর্তন করো। আল্লাহ্ তাআলার পুণ্যবান বান্দারা তাদের প্রভুকে ভয় করে, তাঁর নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে, আল্লাহ্‌র তওহীদের ব্যাপারে তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, তাদের সাধ্যমত তারা সৎকাজ করে। সৎকাজ সম্পাদনে তাঁরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) খাতামন নাবীঈন, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হওয়া সত্বেও নামাযের ব্যাপারে কখনো অলসতা প্রদর্শন করেন নি। তাঁর তুলনায় আমরা কিছুই না, তাই নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও আমাদের অনেক যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

মানুষ তার দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকবে এটিই স্বভাবিক। কিন্তু তা সত্বেও নামাযের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। যারা আধ্যাত্মিকতা রাখে তারা কখনো নামাযে উদাসীন হতে পারে না।

মহান আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য নামাযের প্রতি উদাসীন করতে পারে না :–

কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “এমন লোকেরা, যাদেরকে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয়ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে ভুলিয়ে রাখেন। তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন (উৎকণ্ঠায়) অন্তর ও চোখ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে (সূরা আন নূর ৩৮ আয়াত)। এই আয়াত ইসলামের প্রাথমিক-যুগের হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সাহাবীগণের সাধুতা, ধর্মপরায়ণতা তাঁদের ঐশী-প্রেমের এক প্রামাণ্য দলিল। এই আয়াত বর্ণনা

করে যে তারা হাড়-মাংসে গড়া মানুষ। তাদের পার্থিব আকাঙ্খা, বাসনা, পেশা ও বৃত্তি আছে। তাঁরা সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী নন। এতদ্‌সত্বেও পার্থিব সকল অভীষ্ট এবং আকর্ষণের মধ্যে থেকেই তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার এবং মানবের প্রতি কর্তব্য পালনে কোন প্রকার অবহেলা করেন না।

সূরা আল্ মুনাফেকুন এর ১০ আয়াতে উল্লেখ আছে যে, “হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি যেন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা থেকে তোমাদেরকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ আয়াতে কত সুন্দর-উপমা আরোপ করা হয়েছে। যারা প্রকৃত অর্থে মুত্তাকী এবং নামায কায়েমকারী, তারা জগতের কোন মোহে আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে বঞ্চিত থাকতে পারে না। সৎ কর্ম করার যে সুযোগ আল্লাহ্ তাআলা দান করেন, তা সময় থাকতে যে ব্যক্তি কাজে না লাগায়, তার সেই সময় ও সুযোগ আর ফিরে আসে না। প্রত্যেক মু'মিনকে এ কথাটি মনে রেখে প্রতিটি নেক কাজে এগিয়ে যেতে হবে। জাগতিক ও পার্থিব কর্মব্যস্ততা থাকতেই পারে তাই বলে খোদাকে ভুলে গিয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া ঠিক নয়। হাদীসে বলা হয়েছে, দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার আর অস্বীকারকারীদের জন্য জান্নাত। তাই শত কষ্টের মাঝেও ঈমানকে টিকিয়ে রাখতে হবে।

মদ মত্ততা তথা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় নামায পড়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা :

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, “হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চেতন্নাচ্ছন্ন অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না, যতক্ষণ তোমরা কী বলছ তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পার না। আর অপবিত্র অবস্থাতেও (নামাযের কাছে যেয়ো না) যতক্ষণ তোমরা গোসল করে না নাও। তবে তোমরা পথচারী অবস্থঅয় থাকলে সে কথা ভিন্ন (সূরা আন্‌নিসা-৪৪ আয়াত)। এ আয়াতে ‘মুকরা’-সাকারান-এর বহু বচন, যার অর্থ, মাতাল রাগেন্মত্ত, ভালবাসায় বিমোহিত, ভীত-বিহ্বল, নিদ্রাবিষ্ট, যে কোন পরিস্থিতি যা তাকে অচেতন বা সংজ্ঞাচ্যুত করেছে। এছাড়া ‘তোমরা চেতনাচ্ছন্ন অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না’ অর্থ যখন একজন লোক সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় না থাকে, সে অবস্থায় নামায পড়া তার জন্য নিষেধ, যেরূপ অপবিত্র অবস্থায় থাকাকালেও তার জন্য নামায পড়া নিষেধ। (অপবিত্র কথাটি বুঝতে হবে। আরবী শব্দ ‘জুনুবান’ এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে স্ত্রী-গমন করেছে অথবা সাধারণ অবস্থায় যার বীর্যস্খলন হয়েছে। এধরনের ক্ষেত্রে নামায পড়ার আগে ভালভাবে গোসল করা তার জন্য অপরিহার্য। মওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজী অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

“তোমরা পাথচারী অবস্থায় সে কথা ভিন্ন”- এ বাক্যাংশটি দ্বারা বুঝায় : সাধারণ ‘অপবিত্র, অপরিচ্ছন্ন’ হলে গোসলের মাধ্যমে পরিস্কৃত হয়ে নামায পড়তে হবে। তবে কেউ যদি সফরের অবস্থায় ‘অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে গোসলের পরিবর্তে সে ‘তায়াম্মুম’ করে নামায পড়তে পারে। ‘তায়াম্মুম’ করার পদ্ধতিও এ আয়াতেরই শেষ দিকে বলা হয়েছে। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার মাঝে কোন ধরনের নোংরামী বা অতিরঞ্জিত কোন কথা বা কাজ পাওয়া যায় না। অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ শিক্ষা ইসলাম প্রদান করে। পেশীশক্তি বা জবরদস্তি, কোন কিছুই এতে পরিলক্ষিত হবে না। তবে কিছু কাঠ-মোল্লার কারণে ইসলামকে আজ দুর্নামের ভাগী হতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে সচেতন নাগরিক ও সত্যিকার ইসলাম-দরদীদের উত্তম নমুনা প্রদর্শন করতে হবে। যাতে ইসলাম বিদ্বেষীদের মুখ বন্ধ হয়।

সব নবীকে নামায প্রতিষ্ঠার নির্দেশ :

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, “আর আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়েছিলাম। তারা আমাদের আদেশে হেদায়াত দিত এবং আমরা তাদের প্রতি সৎকাজ করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে ওহী করতাম। আর তারা সবাই আমাদের ইবাদত করতো (সূরা আম্বিয়া ৭৪ আয়াত)। নামায প্রতিষ্ঠা করা বা ইবাদত করা শুধু জিন ও ইনসানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি। বরং প্রত্যেক নবী-রসূল যারা আল্লাহ্‌র মনোনীত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নবী-রসূলগণ পাক-পবিত্র আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ অনুগত হওয়া সত্বেও তাদেরকে ইবাদত থেকে বঞ্চিত রাখা হয়নি। তাদেরকেও নামায কায়েম করতে হয়েছে। নবী-রসূলগণ নামায বা ইবাদতের উত্তম দৃষ্টান্ত ছিলেন। জাতি ও উম্মতকে ইবাদতের পদ্ধতি শিখিয়েছেন, ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তা দেখিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা অন্য এক স্থানে বলেন, “আর তারা যখন ধৈর্য্য ধরলো, তখন তাদের মাঝ থেকে এমন ইমাম নিযুক্ত করলাম, যারা আমাদের আদেশে হেদায়াত দিত এবং তারা আমাদের নির্দেশাবলীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো। (সূরা আস্ সিজদা-২৫ আয়াত)। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবারাহীম (আ.)কে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন, যেমন তিনি বলেছিলেন, “নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্য ‘ইমাম’ নিযুক্ত করবো (সূরা বাকারা : ১২৫ আয়াত)। সত্যিকার ভাবেই হযরত ইবরাহীম (আ.)কে ইমাম বানিয়েছিলেন। ‘ইমাম’ অর্থ যাকে অনুসরণ করা হয়। তা মানুষ হোক বা পুস্তকই হোক। [এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সেই সময়কার পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, যখন তিনি নবী মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি যখন এ পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, তোমাকে বহু মানুষের ইমাম বানানো হবে।

শিয়া সম্প্রদায় এ থেকে একটি ত্রুটিপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। তারা বলে থাকে, ইমামতের মর্যাদা নবুওয়াতের মর্যাদা থেকে উঁচু। কেননা এক নবীকে বলা হচ্ছে, তোমাকে ইমাম বানাবো। এ (বক্তব্য) কেবল এক প্রতারণাপূর্ণ বক্তব্য, যাতে শিয়া-ইমামদের মর্যাদা উঁচু করে দেখানো যায়। আসল কথা হলো, নিছক ইমামত নবুওয়াতের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে না। বরং যে ইমামতে নবুওয়াতের লাভ হয়ে থাকে, তা-ই উচ্চতর হয়ে থাকে।

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)কে ‘মানুষের ইমাম’ আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে বুঝানো হচ্ছে, এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরুন কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষের জন্য তাঁকে (আ.) দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করা হবে।

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত কুরআন করীমের প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]।

(চলবে)

হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম প্রচার

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

(৩য় কিস্তি)

হযরত ঈসা (আ.) বললেন, ‘হে আল্লাহ্, আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের জন্য আকাশ হতে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল কর, যেন ইহা আমাদের প্রথমাংশের জন্য এবং আমাদের শেষ অংশের জন্য ঈদের কারণ হয়, এবং তোমার নিকট হতে এক নিদর্শন হয় এবং তুমি আমাদেরকে রিযিক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিযিকদাতা। আল্লাহ্ বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ইহা নাযিল করব। কিন্তু তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ এরপর অস্বীকার করবে, আমি তাকে এমন কঠোর শাস্তি দিব যে, বিশ্ব-জগতের উপর কাউকে এমন শাস্তি দিব না (৫ : ১১৩-১১৬)।

কিন্তু বিভিন্ন দল তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য করল এবং এক গুরুতর দিবসে হাযির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করল। বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.) এর ভাষায় অভিশপ্ত করা হয়েছে, ইহা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘন করত।

ইসরাঈলীদের মধ্যে ১৭ জন নবী এসেছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) ইহুদীদের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশী নির্যাতিত হয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি তাদের অত্যাচার এমন চরম পর্যায় পৌঁছেছিল যে, তারা তাঁকে ক্রুশে পর্যন্ত লটকিয়ে ছিল। হযরত দাউদ (আ.)কে তারা কত বিভৎস যন্ত্রণা দিয়েছিল। যা হযরত দাউকদ (আ.) এর বেদনাভারাক্রান্ত মর্মস্পর্শী গীতিমালাতে বিধৃত রয়েছে। দু:সহ বেদনা, হতে উদ্ভুত তাদের হৃদয় নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস ইহুদীদেরকে অভিশপ্ত করেছে। হযরত দাউদ (আ.) এর অভিশাপে নবুখৎ নিৎসর বেখতেন সর) এর কবজায় পড়ে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারায়। যেরুযালেম বিধ্বস্ত হয়, অসংখ্য ইহুদী বন্দী হয়ে ব্যাবিলনে নীত হয়। এ ঘটনা ঘটে খৃষ্টপূর্ব ৫৫৬ সনে। হযরত ঈসা (আ.) এর অভিশাপে তারা টাইটাসের কবলে পড়ে ভীষণভাবে নির্যাতিত হয়, জেরুযালেম টাইটাসের করতলগত হয় এবং নগরটি ছারখার হয় প্রায় ৭০ খৃষ্টাব্দে। তাদের মহা উপসনালয়ে ইহুদী কর্তৃক ঘৃণিত শূকর যবহ করা হয়। ইহুদীদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ-পতনের অন্যতম কারণ যে, তাদের ব্যাপক দুর্নীতি ও দৃষ্কৃতির ব্যাপারে পরস্পরকে বাধাদানের জন্য কোন লোক ছিল না।

মৃতকে জীবিত করা : বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নেই যে, হযরত ঈসা (আ.) মো’জেযা প্রদর্শন করার জন্য পাখি সৃষ্টি করে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। সত্যি সত্যি যদি হযরত ঈসা (আ.) পাখি বানিয়ে উড়িয়ে দিয়ে থাকতেন, তাহলে বাইবেল তা উল্লেখ না করে কিভাবে ও কেন চুপ করে থাকল? আল্লাহ্র কোন নবী পূর্বে এ ধরণের ঐশী-নিদর্শন দেখান নি, অথচ বাইবেল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রইল, ইহা আশ্চর্য নয়কি? বাইবেলে এই মহানিদর্শনের উল্লেখ থাকলে সকল নবীর উপর হযরত ঈসা (আ.) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হত এবং পরবর্তীকালের খৃষ্টানেরা হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করছে, তাও কিছুটা সমর্থন লাভ করত। ‘খালক’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) মাপ বা ওজন করা, পরিমাপ ঠিক করা, নক্সা তৈরী করা, (২) আকৃতি দেওয়া, তৈরী করা, সৃষ্টি করা, ইত্যাদি কর্ম আল্লাহ্র কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ বলে স্বীকৃতি পাইনি; আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও প্রতি এ গুণটি, কুরআনের কোথাও আরোপিত হয়নি।

কাদা-মাটির রূপক অর্থ সামনে রেখে তোমাদের জন্য কাদামাটি হতে আমি পাখীর অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করব, অত:পর উহার মধ্যে আমি জীবন ফুৎকার করব, ফলে উহা আল্লাহ্র আদেশে উড্ডয়নশীল হয়ে যাবে (৩ : ৫০)। এসব কথার মর্ম বুঝার চেষ্টা করলে এর তাৎপর্য দাঁড়াবে এই যে, সাধারণ অনভিজ্ঞ লোক, যাদের মধ্যে উন্নতিও জাগরণের শক্তি রয়েছে, তারা যদি এসব উপদেশ গ্রহণ করে জীবন যাপন করে তা হলে তাদের জীবনে অমূল পরিবর্তন এসে যাবে। ধূলি-ধূসরিত, সংসারাসক্ত, বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা আধ্যাত্মিক-আকাশের উচ্চ মার্গে পাখির মত বিচরণ করতে সমর্থ হবে, এবং বস্তুত: তাই ঘটেছিল। ঘৃণিত, অবহেলিত গ্যালিলীর জেলেরা, তাদের গুরুর উপদেশ মান্য করে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে আল্লাহ্র বাণী প্রচারের তৌফিক লাভ করেছিল। অন্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তদের রোগ মুক্তির বা উপশম দানের সম্বন্ধে বলা যায় যে, এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বনী ইসরাঈল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জ্ঞানে, সমাজের সংশ্রব হতে দূরে রাখত, সমাজে ঘেঁষতে দিত না। এসব রোগাক্রান্ত লোকেরা আইনগত ও সমাজগত ভাবে, অবহেলিত অবস্থায় বহু বঞ্চনা ও অসুবিধার মধ্যে ঘৃণার পরিবেশে বাস করত।

হযরত ঈসা (আ.) এসে তাদেরকে সেবা যত্ন করতে তাগিদ দিয়ে সমাজে তাদেরকে স্থান দান করে তাদেরকে দুর্বিসহ জীবন হতে মুক্ত করেছিলেন। ইহাও হতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ.) এসব রোগীকে সুস্থ করতেন। আল্লাহ্র নবীগণ আধ্যাত্মিক-চিকিৎসক বিশেষ। তারা আধ্যাত্মিক অন্ধকে চক্ষুদান করেন, বধিরকে শ্রবণ-শক্তি দান করেন। ‘আকমাহ’ (রাতকানা) অর্থ ঐ লোক, যার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল- মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে পারে না, পড়ে যায়। সে দিনের আলোতে দেখে অর্থাৎ যতক্ষণ পরীক্ষার ঝামেলা থাকে না এবং বিশ্বাসের সূর্য মেঘ, দুর্যোগ হতে মুক্ত অবস্থায় কিরণ দেয়, তখন সে ঠিকই দেখে। কিন্তু যখন দুর্যোগের রাত্রি নেমে আসে, অর্থাৎ-পরীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে আধ্যাত্মিক আলো হারিয়ে ফেলে এবং থেমে যায় (২ : ২১)।

তেমনিভাবে, ‘আব্রাস’ (কুষ্টরোগী) শব্দটি আধ্যাত্মিক অর্থে রুগ্ন ও দুর্বল বিশ্বাসকে বুঝিয়েছে, যার আবরণ স্থানে স্থানে সুস্থ আবার স্থানে স্থানে ক্ষত পূর্ণ।

‘আমি মৃতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চয় করব’, বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃত ব্যক্তিকে সত্যই জীবিত করেছিলেন। যারা প্রকৃতই মরে যায়, তারা পৃথিবীর বুকে কখনও পুনর্জীবিত হয় না। এরূপ বিশ্বাস কুরআনের সম্পূর্ণ বিপরীত (২ : ২৯)। আধ্যাত্মিক পরিভাষা মতে নবীগণ তাদের অনুসরণকারীদের জীবনে যে বৈপ্লবিক ও অসাধারণ মহাপরিবর্তন আনয়ন করেন, তাকেই বলা হয় ‘মৃতকে জীবিত করা।’ হযরত ঈসা (আ.) সেই আধ্যাত্মিক মৃতকে জীবিত করতেন। এবং তিনি তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এসেছিলেন। তিনি নতুন কোনও শরীয়ত (বিধান) আনয়ন করেননি, বরং হযরত মূসা (আ.) এর শরীয়ত বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছিলেন। তিনি স্বয়ং তার এ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

হালাল : ইহুদীরা মনগড়া ভাবে যেসব বস্তু নিজেদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) বলে ঘোষণা করছিল, সেই বস্তুকে শরীয়ত মোতাবেক তিনি হালাল ঘোষণা করেছিলেন। বিভিন্ন ইহুদী ফেরকার (দলের) মধ্যে ব্যবহারিক-বস্তুর বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে মতভেদ প্রবল ছিল এবং তাদের অন্যায়-আচরণ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে তারা আল্লাহ্‌র দানের কতকাংশ হতে নিজদেরকে বঞ্চিত করছিল। হযরত ঈসা (আ.) বিচারক ও মিমাংসাকারী রূপে আগমন করে ভুল-ভ্রান্তিগুলি তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন; কোন্ পথ সঠিক আর কোন্ পথ সঠিক নয়, তা বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, তাকে মীমাংসাকারীরূপে মেনে নিলে তারা যেসব স্বর্গীয় অনুগ্রহরাজী হতে বঞ্চিত হয়েছে, সেইগুলি তারা পুন:প্রাপ্ত হবে। আরও বললেন, তোমাদের প্রভুর তরফ হতে আমি এক নিদর্শন সহ তোমাদের নিকট এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রভু, তোমাদেরও প্রভু। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর, ইহাই সরল সুদৃঢ় পথ।’

হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশবিদ্ধ : যখন হযরত ঈসা (আ.) যখন ৩৩ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তখন ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করল যে, হযরত ঈসা (আ.)কে ক্রুশে লটকিয়ে তার ‘অভিশপ্ত-মৃত্যু’ ঘটাবে; কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা নিলেন হযরত ঈসা (আ.)কে ক্রুশীয় মৃত্যু হতে বাঁচাবেন। ইহুদীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল এবং আল্লাহ্ পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। যখন হযরত ঈসা (আ.) তাদের মধ্যে কুফরী অনুভব করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। এবং হাওয়ারীগণ আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলেন, হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি তার উপর, যা তুমি নাযিল করেছ এবং এ রসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের মধ্যে লেখে রাখ। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলেন যে, ‘হে আমার প্রভু! তুমি কি আমাকে কাফেরদের হাতে মৃত্যু দিবে?

তখন আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করব এবং যারা অস্বীকার করে, তাদের দোষারোপ হতে তোমাকে পবিত্র করব এবং যারা অস্বীকার করে, তাদের উপর তোমার আনাসারীদেরকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করব। অত:পর আমার সন্নিধানেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন তখন আমি তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে ফয়সালা করব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করে আসতে ছিলে।

ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)কে ক্রুশবিদ্ধ করল এবং বলল, আল্লাহ্‌র রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে নিশ্চয় হত্যা করেছি, অথচ না তারা তাকে হত্যা করেছিল এবং না তারা তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে নিহত করেছিল, বরং তাদের নিকটে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ-মৃতের অনুরূপ করা হয়েছিল এবং নিশ্চয় যারা তাঁর ব্যাপারে মতভেদ করে, তারা ঘোর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত, তাদের এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত-জ্ঞান নেই, কেবল অনুমানের অনুসরণ ব্যতিত এবং নিশ্চিতরূপে তারা তাকে হত্যা করেনি। আল্লাহ্ তাকে তাঁর দিকে উন্নীত করেছেন।

হযরত ঈসা (আ.) এর ক্রুশে মৃত্যু সম্বন্ধীয় তাদের ধারণা সংশয়াতীত হয়ে তাদের মনে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেনি, তিনি যে, ক্রুশে মৃত্যুবরণ না করে পরে স্বাভাবিক-ভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তা কুরআন হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। বাইবেলের নিম্নবর্ণিত কথাগুলি হতেও কুরআনের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় : (ক) হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। তাঁর পুণ্য-জীবনের অবসান ক্রুশের উপর কখনও হতে পারে না। কারণ বাইবেল অনুযায়ী, যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে আল্লাহ্‌র অভিশাপ গ্রস্ত (দ্বিতীয় ২১-২৩)।

(খ) তিনি অতিশয় কাতর হৃদয়ে রাতভর দোয়া করছিলেন, “আমার নিকট হতে এই পানপাত্র দূর কর’ (মথি ২৬ : ৩৯, লুক-২২ : ৪২)। এবং তার এ দোয়া কবুল হয়েছিল (হব : ৫-৭) (গ) তিনি পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইউনুস নবী (আ.) যেমন মাছের পেটে জীবিতাবস্থায় গিয়েছিলেন এবং জীবিতাবস্থায়ই এর পেট হতে বের হয়ে এসেছিলেন (মথি ২০ : ৪০)। তেমনি তিনিও খোদিত কবরে তিনদিন যাবার পর জীবিত অবস্থায়ই তা থেকে বের হয়ে আসবেন। (ঘ) তিনি ইহাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ঈসরাঈলের দশটি হারানো গোত্রকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তাঁকে বাইরে যেতে হবে (যোহন ১০:১৬)। হযরত ঈসা (আ.) এর সময়ের ইহুদীগণও বিশ্বাসী করত যে, ইসরাঈলের হারানো গোত্রগুলি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে (যোহন ৭ : ৩৪-৩৫)। (চ) ঈসা (আ.) মাত্র তিন ঘন্টার মত ক্রুশে লটকানো অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর মত স্বাভাবিক শারীরিক গঠনের ব্যক্তি এত অল্প সময়ে ক্রুশে মরতে পারে না (যোহন ১৯ : ১৪)। (ছ) ক্রুশ হতে নামাবার পরে পরেই তাঁর পার্শ দেশে ধারল অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা হয় এবং রক্ত ও পানি সেই আহত স্থল হতে ফিন্‌কি দিয়ে বের হয়ে আসে। ইহা তাঁর জীবিত থাকার পরিচায়ক (যোহন ২৭ : ৩৪) (জ) ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর ব্যাপারে নিজেরাই নিশ্চিত ছিল না। কারণ তারা পীলাতকে তাঁর কবরে পাহারাদার রাখার অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা এ বলে অনুরোধ করছিল যে, “তাঁর শিষ্যরা রাত এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে এবং অত:পর জনগণের কাছে বলতে পারে ‘তিনি মৃতের মধ্য হতে জীবিত হয়ে উঠেছেন (মথি ২৭ : ৬৪)। (ঝ) সুসমাচারগুলির একটিতেও কোন চাক্ষুস সাক্ষীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ নেই যে, তাকে ক্রুশ হতে নামাবার সময়ে তিনি মৃত অবস্থায় ছিলেন কিংবা কবরে রাখার সময়ে তিনি মৃত ছিলেন। তাছাড়া তাকে ক্রুশে চড়াবার সময় একজন অনুসারীও ঐ দৃশ্যপটে উপস্থিত ছিলেন না। তারা সকলেই আত্মগোপন করেছিলেন। আসল ঘটনা এরূপ ছিল যে, পীলাতের স্ত্রীর পূর্ববর্তী রাতের স্বপ্ন-বাণী “এ ন্যায়বান ব্যক্তির ক্ষতি কর না, পীলাতের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) নিরপরাধ। তাই পিলাত, ‘এসেনি ফিরকার সম্মানিত ব্যক্তি আমিমেথিয়ার যোসেফের সাথে যুক্তি করে হযরত ঈসা (আ.)কে বাঁচাবার কৌশল অবলম্বন করছিলেন। কারণ, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ.) এসেনি ফেরকার সদস্য ছিলেন।

হযরত ঈসা (আ.) এর বিচার হয়েছিল শুক্রবারে। পীলাত বিচার কাজ ইচ্ছাপূর্বক দীর্ঘায়িত করছিলেন। তিনি জানতেন যে, ক্রুশের শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদেরকে শুক্রবারে দিবাগত সন্ধ্যায় ক্রুশ হতে নামিয়ে ফেলতে হবে। তাই তিনি যখন হযরত ঈসা (আ.) এর বিরুদ্ধে ক্রুশের শাস্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন, তখন সূর্যাস্ত হতে মাত্র তিন ঘন্টা বাকী ছিল। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এত অল্প সময় ক্রুশে থেকে মৃত্যু বরণ করে নি। পীলাত কিছু অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে হযরত ঈসা (আ.)কে সুগন্ধি নির্যাস মিশ্রিত সিরকা

জাতি পানি পান করিয়েছিলেন, যাতে তার কষ্টানুভূতি কম হয়। ক্রুশে লটকাবার তিন ঘন্টা পরে, হযরত ঈসা (আ.)কে যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামানো হয় (সম্ভবত: সিরকার প্রভাবে অচেতন ছিলেন), তখন আমিমেথিয়ার যোসেফের অনুরোধে পীলাত সাথে সাথে হযরত ঈসা (আ.) এর দেহ তাকে সমর্পন করলেন।

হযরত ঈসা (আ.) এ সাথে দু'জন দৃস্কৃতকারীকেও ক্রুশে লটকানো হয়েছিল এবং তাদের হাড় ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর হাড় ভাঙ্গা হয়নি। যোসেফ পাহাড়ের টিলার গর্তে খোদাই করা প্রশস্ত কোঠায় তাঁর দেহটি রাখলেন। তার দেহের কোনরূপ ডাক্তারী পরীক্ষা হয়নি, জীবিত কি মৃত তাও পরীক্ষা করা হয়নি। এমন কি, এ ব্যাপারে তাঁর অন্তিম সময়ের কারও সাক্ষ্য প্রমাণ নেওয়া হয়নি।

(ঞ) একটি ভেষজ মলম (ইহা পরে মলমে ঈসা বা ঈসার মলম নামে পরিচিত হয়) তৈরী করে তার ক্ষতস্থানগুলিতে প্রলেপ দেওয়া হয়। এবং আমিমেথিয়ার যোসেফ ও নিকোডিমাস ‘এসেনি ভ্রাতৃমন্ডলীর একজন অতি সম্মানী ও উচ্চ ব্যক্তি ছিলেন। (ট) হযরত ঈসা (আ.) এর ক্ষতগুলি মোটামুটি সেড়ে উঠলে তিনি কবরটি ত্যাগ করেন এবং রাত যোগে পর পর কয়েক জন শিষ্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করেন। অত:পর তিনি পদব্রজে জেরুযালেম হতে গ্যালিলী চলে যান (লুক ২৪ : ৫০)।

হিজরত : ঐতিহাসিক তথ্য-ভিত্তিক প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইহুদীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার পর এবং প্যালেষ্টাইনে তার জীবন বিপজ্জনক হয়ে উঠবার পর হযরত ঈসা (আ.) সে দেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং প্রাচীন বাইবেলের এ ভবিষ্যদ্বাণী ‘হারিয়ে যাওয়া ইসরাঈলী-গোত্রকে’ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আ.) ভারত ও কাশ্মিরে এক দীর্ঘ ও বিপদ সংকুল সফর করছিলেন এবং একশত কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত ঘটনাবহুল জীবন যাপন করছিলেন (কাঞ্জুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড) এভাবে সে সময় তার কর্ম জীবনের ঘটনা সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। আসিয়ান ও ব্যবিলন বাসী ইহুদীদেরকে সর্বদিকে ছত্রভঙ্গ করে দিলে এ সকল ইসরাঈলী হারানো গোত্রগুলি ইরাক এবং ইরানে বসতি স্থাপন করছিল এবং পরবর্তীকালে দারিউস এবং সাইরাসের রাজত্বকালে ইসরাঈলীরা যখন তাদের রাজত্ব আরও পূর্বদিকে আফগানিস্তান ও ভারত বর্ষ পর্যন্ত বিস্তার করছিল, তখন এ গোত্রগুলি স্বদেশ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে এ সকল দেশে এসেছিল। (২) কাশ্মীরের অধিবাসীরা এবং আফগানরা ‘হারান ইসরাঈলীগণের বংশধর। এ দু'টি জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং লিখিত দলীল-প্রমাণ এর বাস্তব-সাক্ষী। তাদের শহর এবং উপজাতিগুলির নাম, তাদের চালচলন, জীবন যাপনের রীতি-নীতি, আকৃতি-প্রকৃতি এবং আচার-আচরণ, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং দৈহিক গঠন, ইত্যাদি সমস্তই ইহুদীদের সাদৃশ্য বহন করে। তাদের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী এবং প্রাচীন শীলালিপি, মুদ্রালিপি, তাম্রলিপি, প্রভৃতিও এ ধারণার সমর্থন করে তাদের লোককাহিনী ইহুদী ঐতিহ্যপূর্ণ।

কাশ্মীর নামটি প্রকৃতপক্ষে ‘কাশির’ যার অর্থ সিরিয়ার মত (অথবা মনে হয় ঈসা (আ.) এর পৌত্র ‘কাশ’ বা কুশ এর নামে এর নাম করণ করা হয়েছে) এ সমস্ত বাস্তব ঘটনাবলী এ মতেরই নিশ্চিত-সমর্থন প্রদান করে যে, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের অধিবাসীগণ অধিকাংশ ইসরাঈলী দশটি হারানো গোত্রের বংশধর। (৩) এ সমস্ত প্রামাণিক তথ্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য এ বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে, হযরত ঈসা (আ.) নিশ্চয় কাশ্মীরে আগমন করেছিলেন এবং কাশ্মীরের অধিবাসীরা ‘ইসরাঈলের হারানো দশটি গোত্রের বংশধর। কিন্তু তাঁর কাশ্মীরে আগমন, তথায় বসবাস এবং সেখানেই পরলোক গমন করার প্রধান ও অকাট্য প্রমাণ হল, কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের খান ইয়ার ষ্ট্রীটে তাঁর সমাধি-সৌধ, যা আজও বিশ্বের বড় বড় পর্যটক, গবেষক, পন্ডিত এবং খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টিতে তীর্থস্থান এবং দর্শণীয়-কেন্দ্ররূপে পরিণত। রওজাবল নামে খ্যাত এ স্মৃতি-সৌধ ‘ইউস-আসফ’ এর কবর, নবী সাহেবের কবর, সাহেবযাদা নবীর কবর এবং এমনকি ঈসা সাহেবের কবর, এরূপ বিভিন্ন নামে পরিচিত। সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণানুযায়ী ১৯০০ বছরের অধিক পূর্বে এ ‘ইউস-আসফ’ কাশ্মীরে আগমন করেছিলেন এবং উপদেশমূলক গল্প বা রূপকের ভাষায় প্রচার করছিলেন এবং এরূপ বহুরূপকের উল্লেখ ইঞ্জিলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইতিহাসের কোন কোন গ্রন্থে তিনি নবী বলে বর্ণিত হয়েছেন। অধিকন্তু ‘ইউস-আসফ’ বাইবেলে উল্লেখিত একটি নাম, যার মর্ম ইউসু অর্থ ‘যে একত্রিত করে’। ইহা হযরত ঈসা (আ.) এর বর্ণনামূলক নাম: কেননা ইসরাঈলের হারান গোত্রগুলিকে খুঁজে প্রভুর আনুগত্যে একত্রিত করা হযরত ঈসা (আ.) এর মিশনের উদ্দেশ্য ছিল। যেমন তিনি বলেছেন, আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়, তাদেরকেও আমার আনতে হবে, এবং তারা আমার রব শুনবে, তাতে একপাল ও এক পালক হবে (যোহন ১০ : ১৬)। হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর মাতা যে স্থানে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করছিলেন এবং চিরস্থায়ী বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন সেই স্থান সম্বন্ধে কুরআনের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, “এক উচ্চস্থানে আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা বসবাসের যোগ্য এবং ঝর্ণা-বিশিষ্ট ছিল। ইহা প্রাকৃতিক শোভাময় কাশ্মীর উপত্যকার, এক যথাযথ বর্ণনা (২৫ : ৫১)। নিকোলাস নটোভিচও কাশ্মীরকে ‘চিরস্থায়ী স্বর্গসুখের উপত্যকতা রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

(চলবে)

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে

‘পাক্ষিক আহমদী’র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ’

শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ‘পাক্ষিক আহমদী’র আগামী ৩০ জুন-২০১৩ সংখ্যাটি বিশেষ কলেবরে প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। এ সংখ্যায় বাংলাদেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার সূচনা ও বিস্তারের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর নিবন্ধ, সচিত্র তথ্যাদি উপস্থাপন করা হবে।

বন্ধু, সুহৃদ, পাঠক ও লেখকগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত লেখা, তথ্য ও আলোকচিত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আগামী ৩১ মে-২০১৩ এর মধ্যে এ সম্পর্কিত নিবন্ধ, লেখা ও আলোকচিত্র সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী’র বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

- সম্পাদক

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাজারো নিদর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.)

সংকলন: মোজাফফর আহমদ রাজু

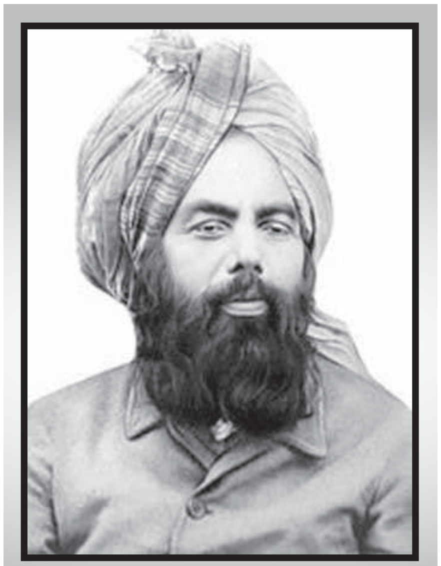

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী
(১৮৩৫-১৯০৮)

(শেষ কিস্তি)

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, সেই জাতিকে তিনি (সা.) খোদাপ্রাপ্ত-মানুষে উন্নীত করেছিলেন। তাঁর (সা.) উপর ঈমান আনার কারণে সেই জাতিকে খোদার রাস্তায় ভেড়া, ছাগলের ন্যায় জবেহ করা হয়েছে। তাঁর (সা.) উপর ঈমান আনায় তাদেরকে পিপিলিকার ন্যায় পদতলে পিষ্ট করা হয়েছে, তবু তারা ঈমান ছাড়েনি। তাঁর (সা.) উম্মতগণই একমাত্র উম্মত, যারা প্রত্যেক দুঃখকষ্ট ও বিপদের মধ্যে আগে কদম বাড়িয়েছে। তিনি ছিলেন (সা.) এমন এক রসূল, যার আগমনে সমস্ত মানবিক স্বভাবের কোন শাখা-প্রশাখাই নিস্ক্রিয় থাকেনি, নিস্ফল থাকেনি।

তিনি (আ.) বলেন, তিনিই (সা.) এমন নবী, যার নবুওয়াতের মধ্যে কোনও প্রকারের কৃপণতা নেই। তিনি (সা.) সর্ব যুগের বা কালের পৃথিবীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা ‘মুরুব্বীয়ে আজম’। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এত বড় মাপের নবী যে, তাঁর (সা.) হাতেই পৃথিবীর সর্বগ্রাসী দুর্নীতিপরায়ণতা ‘কাসাদে আজম’ দূরীভূত হয়েছে।

তিনিই (সা.) একমাত্র রসূল, যিনি সমস্ত বাতিল-ধর্মকে দলীল-প্রমাণের দ্বারা পরাভূত করেছেন। তিনিই (সা.) সেই পাহ্‌লোয়ান, যিনি সমস্ত বিপথগামীদের সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, তিনিই (সা.) সেই রসূল, যার দ্বারা প্রত্যেক নাস্তিক ও সংশয়বাদীর অপচিন্তা বিদূরিত হয়েছে। তিনিই (সা.) একমাত্র শ্রেষ্ঠ রসূল, যিনি নাজাতের বা পরিত্রাণের প্রকৃত-পন্থা প্রদর্শন করেছেন। তিনিই (সা.) প্রমাণ করেছেন বা সাব্যস্ত করেছেন যে, নাজাতের জন্য কোন নিস্পাপ-ব্যক্তিকে ক্রুশে লটকানোর কোনও প্রয়োজন নেই। তিনিই (সা.) প্রমাণ করেছেন, খোদাকে তাঁর স্থায়ী অবস্থান হতে নামিয়ে এনে কোন নারীর গর্ভে প্রবিষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনিই (সা.) সেই রসূল, যিনি পরিত্রাণের নীতি-দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর (সা.) মর্যাদা ও তাঁর স্তর সকলেরই উর্ধ্বে।

সকল বিপদের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) উন্নত সহিষ্ণুতা ও সাহসিকতা, হৃদয়ের উদারতা, আত্ম-প্রত্যয়, অধ্যবসায় ও অবিচলতার চূড়ায় ছিলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন–খোদা তাআলার প্রিয়-বন্ধু, পছন্দকৃত, মনোনীত। এক বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, যখন একজন দরিদ্র, দুর্বল, নি:স্ব, অসহায়, অশিক্ষিত, এতীম, একলা মানুষ এমন এক যামানায় প্রত্যেকটি জাতি-শক্তিতে, সম্পদে, সামরিক প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে, শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আগমন করে সকল জাতির শক্তিশালী সম্রাটদেরকে পর্যন্ত সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে যুগে আগমন করেছিলেন, সে-যুগে তিনি শক্তি ও ক্ষমতায় মানুষের কাছে অতি মহান ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আখলাক বা চারিত্রিক গুণাবলী উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়েছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্যান্য নবীদের নবুওয়াতের সত্যায়ণ করেছেন। হযরত (আ.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের কিতাব সমূহেরও সত্যায়ণ করেছেন। পূর্বে যে নবীগণ আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন ছিলেন, তাও সাব্যস্ত করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা ও অন্যান্য গোত্রের উপরে বড় বড় বিজয় লাভ করেছিলেন। তিনিই (সা.) একমাত্র নবী, যিনি তাঁর প্রাণের শত্রুদেরকে তরবারীর তলে পাওয়ার পরেও তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর (সা.) উন্নত চারিত্রিক-গুণাবলী শত শত ঘটনায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি (সা.) অতি মহান। ইতিপূর্বে যত নবীর আগমন ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে এমন একজন নবীও ছিলেন না, যাঁর আখলাক এমন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে, যা তাঁর (সা.) মধ্যে ছিল। খোদা তাআলার বিশাল প্রাচুর্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন যে নবী, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

খোদা তাআলার তরফ থেকে শাসন ক্ষমতা দান করা হয়েছিল যে নবীকে, তিনি হলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর (সা.) সত্তার মধ্যে প্রত্যেক নবীরই সমগ্রতা ও পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছে। সমস্ত মান-মর্যাদার চেয়ে অধিক ও উন্নত হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মান-মর্যাদা। তাঁর (সা.) মান-মর্যাদাই পৃথিবীকে জীবন্ত করেছে। আরবের দেশগুলোতে ব্যভিচার, মদখোরী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া কিছুই ছিল না, কিন্তু তিনি (সা.) এসে তা দূর করলেন। আরব দেশে হুকুকুল এবাদ বা মানবাধিকারকে খুন করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি (সা.) এসেই তা পুনরায় কায়েম করলেন। তাঁর (সা.) উপর ঈমান এনে সাহাবীগণ প্রিয়তমের রাস্তায় নিজেদের রক্ত পানির মত প্রবাহিত করে দিয়েছেন।

তিনি (আ.) আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সেই নবী, যার সোহবতে লক্ষ লক্ষ মুর্দা অল্পদিনের মধ্যেই জিন্দা হয়ে উঠেছিল। তাঁর (সা.) আগমনের ফলে দৃষ্টিহারা লোকেরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল। তাঁর (সা.) আগমনে বোবা ব্যক্তিদের জবানে ঐশী মারেফাত বা তত্ত্বোপলব্ধির কথা জারি হয়েছিল। তাঁর (সা.) আগমনের ফলে পৃথিবীর বুকে একই সঙ্গে এমন এক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শুনেছে। তিনি (সা.) এমন এক মহান নবী ছিলেন. যিনি আগমন করে সারা পৃথিবীর চেহারা ও কার্যকলাপ পাল্টে দিয়েছিলেন।

হযরত (আ.) বলেন, তাঁর (সা.) সংস্কার ও সংশোধন ছিল অত্যন্ত উঁচুস্তরের, সর্বজনীন এবং সর্বজনস্বীকৃত। তিনি (সা.) যে উঁচুস্তরের সংস্কার ও সংশোধন করেছেন, অতীতের কোন নবীর দ্বারাই তা সম্ভব হয়নি। তিনি (সা.) আমার প্রিয়তম। তিনি (সা.) ধর্মের সম্রাট, রসূলগণের মাথার মুকুট, আমারও সব কিছু। আমি উৎসর্গিত, আমি তো হয়েছি তাঁর (সা.) জন্যই। তাঁর (সা.) মাধ্যমে প্রত্যেক নবী নূর প্রাপ্ত। তাঁর (সা.) জন্য প্রত্যেক রসূলের নাম আলোকিত। আমার প্রাণ ও মন তাঁর (সা.) সৌন্দর্যে বিভোর। আমার সত্তা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বংশধরের গতিপথে উৎসর্গীত। আমি আমার হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে দেখেছি এবং চেতনার কান দিয়ে শুনেছি, সর্বত্রই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সৌন্দর্যের প্রতিরূপ আর প্রতিধ্বনি। খোদা তাআলার পরে তাঁর (সা.) প্রেমে আমি বিভোর। তিনি (সা.) মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি ও কল্পনার উর্ধ্বে। হে আল্লাহ্‌র রহমত! হযরত মুহাম্মদ (সা.), আমি তোমার রহমতের প্রার্থী হয়ে এসেছি।

তিনি (আ.) বলেন, হে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তোমার দুয়ারে লক্ষ লক্ষ প্রার্থীর ন্যায় আমি উপস্থিত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর টোলপড়া চিবুকে আমি লক্ষ ইউসুফের সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি। তাঁর (সা.) নিঃশ্বাসে অগণিত মসীহ্ নাসেরী পয়দা হয়েছে। আমার মাথা আহমদ (সা.) এর পদধুলিতে উৎসর্গীকৃত। আমার হৃদয় প্রতি মুহূর্তে তাঁর (সা.) জন্য কুরবান হয়ে আছে। আমি যদি শত শত বার তাঁর (সা.) রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দেই, তবু আমার আফসোস থেকে যাবে যে, তা মুহাম্মদ (সা.)-এর শানের উপযোগী হয়নি। আকাশ ও পৃথিবী এই ভালবাসার চক্কর খেয়ে ছুটে চলেছে যে, ওদের উপরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পায়ের স্পর্শ লেগেছিল। হে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, আপনার ছাড়া আর কারো সম্পর্কের কোন প্রয়োজন নেই আমার। আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আস্তানায় ধুলিকণার ন্যায় পড়ে আছি, আপনি আমার মাথায় বদান্যতার হাত বুলিয়ে দিন। তিনি (সা.) দোজাহানের প্রশংসিত বাগিচা আমরা, যারা তাঁর (সা.) রূহানী-সন্তান, তারা সবাই লাল গোলাপের ফুল। তাঁর (সা.) মর্তবা খোদা তাআলার আরশে পৌঁছে গেছে, সাত জান্নাত তাঁর (সা.) পদতলে অবস্থিত।

আদম শফীউল্লাহ্ থেকে শুরু করে সর্ব মানবের সেরা, নবীদের মাথার মুকুট, রসূলদের গৌরব, আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ-বিকাশ ও প্রকাশস্থল হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক বার দুনিয়ার কীট, অপবিত্র হৃদয়, কর্মে মন্দ, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র ধর্ম থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে দূরে থাকা ব্যক্তিগণ সেই সমাজের যে শ্রেণী থেকেই হউক না কেন, তারা আগত নবীর পক্ষ থেকে খোদা-প্রদত্ত অতি সূক্ষ্ম বাণীগুলো বুঝতে না পারায় সেই নবীর বিরোধিতা করেছে এবং তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ-ব্যক্তি আমাদের ধর্ম নষ্ট করছে, সে কাফের, ফাসেক, মূর্তাদ, কাজ্জাব, ইত্যাদি। সত্যনবীর প্রতি ঈমান আনার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, তা পালন না করে ততসঙ্গে সমাজের অন্যান্যদেরকেও ঈমান আনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মসীহ্ ও মাহদীর বেলাও তার সামান্যতম ব্যতিক্রম হয়নি। এ যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবীদার মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর গোলাম, দাস, চাকর, হিসাবে আগমন করে।

নবীকূল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মকাম, মর্যাদা ও শান, এবং তাঁর (সা.) কিরূপ আনুগত্য করা প্রয়োজন, তা তিনি (আ.) তাঁর লিখনিতে দুনিয়ার সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আমাদের চ্যালেঞ্জ থাকবে, লিখনির মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শান, মকাম, মর্যাদা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন ও তাঁকে (সা.) যেভাবে প্রেম করেছেন, ভালবেসেছেন ও আনুগত্য করেছেন, তাঁর অংশবিশেষ দুনিয়ার আর কেহ করেছেন কি-না, তা লিখনির মাধ্যমে দেখিয়ে দিন। আমরা হলফ করে বলছি, কেউ এভাবে দেখাতে পারবে না। আজ সমস্ত পৃথিবীতে কোটি কোটি আহমদী-হৃদয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মসীহ্ ও মাহ্‌দীকে মানার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যেভাবে প্রেম, আনুগত্য, তাঁর (সা.) মকাম-মর্যাদা পয়দা হয়েছে, যা তারা দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, যদি খোদার ভয় রেখে লক্ষ্য করা হয় তবে আর কোন আপত্তি থাকতেই পারে না।

তিনি (আ.) আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মকাম তো সেই মকাম, যেখানে তাঁর (সা.) আলোর ঝলকে পবিত্র পাখিরও (জিব্রাঈলের) পাখনা জ্বলে পুরে যায়। আমি সম্পূর্ণরূপে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেমে বিলীন হয়ে গেছি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে ছাড়া চরিত্র সংশোধন করা সম্ভব নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আকৃতি প্রকৃতি আমাদের থেকে আলাদা। জিন্দেগী তো আহমদ (সা.)-এর পেয়ালার দান। আহমদ (সা.)-এর বাগানের ফল আমি খেয়েছি। আমার 'বুস্তান' সে-তো আহমদ (সা.)-এরই কালাম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যামানার শত শত ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এরূপ সৌন্দর্য ও চেহারায় তখন বসন্তকালও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেছিল।

যদি কোন ব্যক্তি চায় যে, খোদা তাআলা তোমার প্রশংসা করুক, তাহলে হৃদয় দিয়ে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসাকারী হয়ে যাও। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রমাণ। সদা তাঁর (সা.) চেহারায় খোদা তাআলার চেহারা প্রতিভাত হচ্ছে। তাঁর (সা.) বারান্দার দুয়ার থেকেও খোদা তাআলার খুশবু আসছে। সেই সত্তার কসম! যিনি আসমানকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর খাতিরে সৃষ্টি করেছেন, আমি রসূল (সা.)-এর প্রতিবিম্ব এবং এটা কী করে হতে পারে যে, প্রতিবিম্ব তার আসল এর বিরুদ্ধ হবে। যে আলো হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে ছিল, তা-ই আমার চেহারায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে জাহেলের জুলুম থেকে আশ্রয় নিতে এসেছি। তাঁর (সা.) প্রাণে আশ্চর্য আলো রয়েছে। তাঁর (সা.) চেহারায় রয়েছে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর মুক্তোর দ্যূতি। আমি তাঁর (সা.) সৌন্দর্য দেখে ফেলেছি। আমি তাঁর (সা.) অপরূপ রূপের আঘাতে নিহত হয়েছি। আমার হৃতপিন্ডকে তুমি আমার ভিতরে তালাশ করো না, আমি তো ওটাকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আঁচলে বেঁধে দিয়েছি! যদিও তোমরা কারামত-এর নামও নিশানা কোথাও দেখতে না পাও, তথাপি, তোমরা আস এবং মুহাম্মদ (সা.) এর গোলামদের মধ্যেই তা দেখে নাও। হে পুরস্কারদাতা মুহাম্মদ (সা.), তুমি বার বার কৃপাকারী। লোকেরা তাঁর (সা.) রূপসৌন্দর্য দেখে মিলনের তরে ক্রন্দন করছে, এবং বিচ্ছেদের দহনে কাতর হয়ে আর্তনাদ করছে।

আমার দেহ প্রেমের ঘোরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে উড়ে যেতে চায়। আহা! আমার যদি পাখনা থাকতো পাখির মত উড়াল দেওয়ার! হে দিল আমার! তুমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যিক্‌র করো। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মহিমার প্রখরতার সামনে সূর্য পর্যন্ত ম্লান হয়ে আছে।

'মুহাম্মদ হি নাম আওর মুহাম্মদ হি কাম,
আলাইকাস্ সালাতো আলাইকাস্ সালাম।

[হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিভিন্ন পুস্তকের আলোকে সংকলিত]

প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৯ম কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

(১০ম কিস্তি)

চলতি দুনিয়ার চালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

গত ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আহুত আহমদীগণের বার্ষিক জলসায় স্থানীয় কয়েক হাজার গয়ের আহমদী মুসলমান এক হীন আক্রমণ চালায়।। এই আক্রমণের ফলে দুইজন আহমদী শাহাদৎ লাভ করেছেন। তা'ছাড়া অনেক শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক আহত হয়েছেন। তাদের কয়েক জনের আঘাত সাংঘাতিক রকমের। আহমদীদের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের দশ সহস্রাধিক মূল্যের মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই আক্রমণে স্থানীয় মাওলানাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ছিল। ঐ দিনই এক সভাতে মাওলানারা গয়ের আহমদী জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন যে, আহমদীদের কতল করতে পারলে বহুত ছওয়াব হবে, কারণ তারা কাফের।

এই আক্রমণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমরা শুধু জনসাধারণের বিবেকের সামনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহ্ তাআলা রাহমাতুল্লীল আলামীন এবং ইসলামকে বিশ্ব মানবের ধর্ম করে পাঠিয়েছেন। সব মুসলমানদের উপরেই ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব ফরজ করা হয়েছে। এই প্রচারের কাজ চালাতে হলে আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামী আদর্শকে রূপায়িত করে দুনিয়ার সামনে নমুনা পেশ করতে হবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া গয়ের আহমদী ভাইয়েরা উপরোক্ত আক্রমণ দ্বারা যে নমুনা পেশ করেছেন এটাকেই যদি বিধর্মীরা ইসলামী আদর্শ বলে ধরে নেন তবে জোর জবরদস্তিতেই ইসলাম প্রচার হয়েছে বলে যারা মত প্রকাশ করে থাকেন তাদের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে না কি?

আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে ইসলাম শক্তির আশ্রয় নিতে নির্দেশ দেয়। এখানে এইরূপ অবস্থার লেশমাত্রও বিদ্যমান ছিল না। তবে নিরস্ত্র, শান্তিপূর্ণ, লোকদেরকে আক্রমণ করাও তথাকথিত মাওলানাগণ ইসলামের শিক্ষার অন্তর্গত বলেই মনে করেন? তারা কি এই ভাবেই ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান?

ঐ জলসায় কয়েকশত আহমদী ছিল যাদের মধ্যে অনেক শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাও ছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পর্যন্ত নারী, শিশু ও বৃদ্ধের উপর আক্রমণ করতে যে নবী বারণ করেছে তাঁরই উম্মত বলে পরিচয় দিয়ে যারা আহমদী নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের আক্রমণ করতে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিল তাদের দ্বারা হযরত নবী করীম (সা.)-এর শিক্ষার মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে কি না সবাইকে ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি। কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলবেন যে, সমাজের গুন্ডা শ্রেণীর লোকদের দ্বারা এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু কথা হলো তারাও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত বলে দাবী করে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো তাদের পিছনে যারা প্ররোচনা যোগিয়েছিলেন তারা নায়েবে রসূলের দাবীদার।তা'ছাড়া সমাজে যদি ঐরূপ লোকেরই প্রাধান্য চলে, তারাই প্রশ্রয় পায় তবে ঐ সমাজকে অন্যেরা তাদের আচরণ দ্বারা বিচার করবে। যদি গুন্ডা শ্রেণীর লোকেরাই ঐ জঘন্য কাজ করেছে বলে ধরে নেওয়া যায় তবে সমাজের বিভিন্ন স্তর হতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

এইসব মুসলমান ভাইদের অধ:পতন দেখে সমাজে দুঃখের সীমা থাকে না। বস্তুত: তাদের এইরূপ অধ:পতনই যে বর্তমান যুগে হযরত ইমাম মাহ্দীর (আ.) এর আগমনের কারণ তাই আমরা গভীর ভাবে উপলব্ধি করছি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের শাহাদতের বদলে তাদের মনের ও আচরণের পরিবর্তন আনুন, এই দোয়া করছি। আমীন। (পাক্ষিক আহমদী ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩)।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসায় শহীদের ঘটনার পর প্রথম কবিতা/নযম রচনা করেন আমাদের উথুলী জামাতের আহমদী ভাই সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী সাহেব। সেই কবিতাটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল :–

রচি তারি গান

সরফরাজ এম.এ. ছাত্তার

ব্যথা-বেদনায়, আঁখি-জল-ধারায়
রচি তারি গান;
সত্যের তরে, যুগে যুগে যারা,
হইয়াছে শহীদান।
দ্বীনের কালিমা মুছে ফেলে ভূমে
জ্বালিবারে প্রদীপ আলো ;
যাদের শোনিতে ধুইয়া গিয়াছে
বিশ্বের যত পাপ তাপ কালো।
যাদের লহুর পরশে হইয়াছে সূচী
ভূবনের ধূলি কণা :
যাদের স্মৃতিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
ঝরে আজি শুধু অশ্রু কণা।
শোণিতের রঙ্গে লিখে গেল যারা
রঙ্গিন করে ইতিহাস।
শত লাঞ্ছনা সহিয়াও যাদের
টলেনিকো বিশ্বাস।

কত ভাই বোন, দিল যখন প্রাণ
কত মা দিল বুক ছিড়ে;
তখনই এসেছে স্বর্গের ধারা
এ ধরণীর ধূলি তীরে।
কত রাজা মহারাজা এলো গেলো ভূমে,
কয় জনার নাম কেবা বলে ;
রাজার তাজ লুটায় কেন গো,
উমাইয়ার দাস, বিলালের পদতলে?
দুর্গম পথে চলিয়া যাহারা
দুর্জয় পথ করিল জয় ;
তাদেরি লাগি রচিলাম এই গাঁথা,
তাহারা মৃত্যুঞ্জয়।
হেরিতেছি আজও সেই ছবিখানি
মরু সাহারার তীরে ;
পাষানেতে বাঁধা আজও রহিয়াছে
ধূলি-কণা-রাশি ঘিরে।

(পাক্ষিক আহমদী ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৩-৩১ জানুয়ারি ১৯৬৪)।

দ্বিতীয় কবিতা/নযম রচনা করেন মৌলবি মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্ সাহেব। পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত সেই কবিতাটি পরবর্তীতে তাঁর রচিত নাযমুল মাহ্দী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এটা নিম্নরূপ :-

শহীদী গজল

মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্

যুগে যুগে যারা আল্লাহ্র রাহে
করিল জীবন দান
আকাশে বাতাসে মুখরিত হল
তাহাদের জয় গান।
বিংশ শতের তেষট্টি আজি
তেছরা নভেম্বর,
সাত চল্লিশা সালানা জলসা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর,
সন্ধ্যার পরে বক্তৃতা করে,
আহমদ তৌফিক ;
"ইমাম মাহ্দী আসিয়াছে ভবে,
দলীল প্রমাণে ঠিক।"
হেন কালে হায় জাহিল লোকেরা
সভাতে পাথর ছুড়ে,
ইট্ পাট্কেল লাঠি সোটা ঢেল
মারে তারা জোরে জোরে।
ভাঙ্গা ইটের কঠিন আঘাতে,
কারো ফেটে যায় শীর,
কারো হাতে পায় কারো বুকে গায়,
সকলেই অস্থির।
মাহ্দীর দল, রাঙ্গা আবীর
মাখামাখি করে গায়,
জান্নাত হতে ডাকে ঘন ঘন
শহীদেরা "আয় আয়"।
স্বরগ ধামের শহীদী পিয়ালা
আকন্ঠ করি পান,
"উছমান গনি-আব্দুর রহিম"
হয়ে গেল কুরবান।
তাজা খুন, লালে রঞ্জিত আজি
শহীদের শির কাঁধ,
লহ লহ ওগো যুগল শহীদ
লহ 'মোবারকবাদ'।

***

লক্ষ তারকা লজ্জিত হল
নভ: মন্ডলে হায়,
তাড়াতাড়ি তারা মেঘের আড়ালে
লুকাইল আপনায়।
উত্তরাকাশে, হেমন্ত রাতে
বৈশাখী সাজ সেজে,
ছুটিল তুফান, দাগিল কামান
ভীষণ গরজ তেজে।
বৃক্ষলতাদী লুটায় ভূমিতে,
শহীদের খুন হেরি,
কেয়ামত বুঝি হইবে এখন,
নাহি আর বেশি দেরী।
কম্পিত হল অন্তর ভূমি,
জালিম যাহারা ছিল,
দ্রুত পদে গিয়ে ঘরের ভিতরে
কষে খিল তারা দিল।
পুলিশ পাহারা, রাস্তায় খাড়া
হইল ততক্ষণে ;
রক্ত-হুলির, হল অবসান,
জানিল মু'মিনগণে।
বুকের রুধিতে, করিয়া গোসল,
শহীদী শরাব পিয়ে,
মাতাল কেহবা, অর্দ্ধ মাতাল,
চলে রাজপথ দিয়ে।
দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল
স্থানীয় হাসপাতাল,
যা ছিল বিছানা, রুগীতে আটে না
হয়ে গেল বে সামাল।

(পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ ১৯৬৪)।

শহীদ ওসমান গনির অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শহীদুর রহমান সাহেব। তাঁর শহীদ হওয়ার পর স্মৃতিচারণে তিনি এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :-

শহীদ স্মরণে

-শহীদুর রহমান

জামাতের প্রতি উসমান গনির কতখানি মহব্বত ছিল এর কয়েকটি ঘটনার সংক্ষেপে আলোকপাত করছি। এই সমস্ত ঘটনা হতে বুঝা যায়, ধর্মকে কি ভাবে তিনি সমূদয় পার্থিব বস্তু হতে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

(১) তিনি ছোট কাল হতেই পরদুঃখকাতর ছিলেন। একবার ময়মনসিংহের একজন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র আই.এস.সি. পরীক্ষার ফিসের যোগাড় করতে না পেরে সাহায্যের জন্য ঢাকায় আসেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তার ফিসের যোগাড় না হলে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। বিভিন্ন জায়গায় সাহায্যের জন্য হাত পেতেও যখন তার ফিসের কোন কুল-কিনারা করতে পারলেন না তখন গনি সাহেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ছেলেটির অবস্থা দেখে তাঁর হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয় এবং তৎক্ষণাৎ টাকার বন্দোবস্ত করবার জন্য বের হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের খাওয়া খরচের জন্য যা ছিল তা তিনি প্রথমে ছেলেটির জন্য উপস্থিত করেন এবং বাকী টাকা অন্যান্যদের নিকট হতে কর্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। এই ভাবে একটি ছেলের ভবিষ্যত তথা সমাজের একটি উদীয়মান যুবকের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিয়তার হাত হতে রক্ষা করেন।

(২) গনি সাহেব ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে অবস্থান করছিলেন। তাঁর নিজের চলার মত কোন সংস্থান ছিল না। এমনি সময়ে একদিন বিপদে পড়ে একটি ছেলে এসে উপস্থিত হন। তখন তিনি নিজের যা কিছু ছিল তা দিয়ে ছেলেটির উপার্জনের কোন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণ পোষণ করেন।

(৩) একবার আখাউড়ার খরমপুরে জামাত থেকে সপ্তাহ ব্যাপী উরুস উপলক্ষে তবলীগে খাসের আহ্বান হয়। গনি সাহেব তখন নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য কোন পথ ধরতে ব্যস্ত। কিন্তু তবলীগের নাম শুনলেই তিনি পাগল হয়ে যেতেন এবং সর্বাগ্রে তবলীগে খাসের মুজাহিদ হিসেবে তাঁর নাম লিখান। তিনি নিজের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আহমদীয়াতের পয়গাম তথা খাঁটি ইসলামের প্রচার করতে খড়মপুর চলে যান এবং সপ্তাহকাল ব্যাপী তথা তবলীগের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন।

(চলবে)

নবীনদের পাতা

জলসা সালানা বাংলাদেশ ২০১৩ এবং আমার কিছু অভিজ্ঞতা

কেন্দ্রীয় সালানা জলসা হবে। খুবই উৎসাহ নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এ বছরের জলসা আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর পূর্বে আমি শুধু মাত্র গত কেন্দ্রীয় জলসা ২০১২ দেখেছি। ছোটবেলা থেকে চট্টগ্রাম থাকায় কেন্দ্রীয় কোন জলসাতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। ২০১১ এর জলসার সময় এস, এস, সি পরীক্ষা থাকায় ঢাকায় আসতে পারিনি। সেবারের ঘটনায় খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। গত দেড় বছর ধরে ঢাকায় থাকা হচ্ছে পড়ালেখার জন্য, সেই সুবাদে আমার জলসায় কাজ করার উদ্দীপনা ছিল অনেক বেশী, তার উপর আবার গাজীপুরে। এম, টি, এ-তে যে রকম জলসা দেখি, ঠিক সে রকম জলসা এবার দেখব।

ফেব্রুয়ারীর ১ তারিখে বকশীবাজারে নামাযের পর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বক্তব্য থেকে জানতে পারলাম, এবারকার জলসার প্রস্তুতিতে হুযূর (আই.) বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ব্যাপকভাবে দোয়া, সদকা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

আরেকটি হল, প্রতিদিন সাতটি করে দশ দিনে সত্তরটি খাসী সদকা করা। এছাড়াও শুনলাম, বিদেশ থেকে অনেক মেহমান আসবেন। তাই ঐ দিনই ওয়াদা করলাম পাঁচ তারিখে জলসাগাহে যাবো। তিন তারিখে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রে আসলাম। সেদিন রাতে মিটিং এ জানতের পারলাম, খতমে নবুওয়াতের মাহফিল হয়েছে গাজীপুরে। জলসা না হতে দেওয়ার প্লান করেছে তারা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পাঁচ তারিখ ছিল হরতাল, দিনে যেতে পারলাম না। সন্ধ্যায় চিন্তা করছিলাম কেমনে যাওয়া যায় একা? যেহেতু চিনি না জায়গাটা। এশার নামাযের সময় দোয়া করছিলাম, যাতে ওয়াদা রাখতে পারি। নামাযের পরই পেলাম কায়েদ সাহেবের ফোন। তিনি বললেন, আপনার না গাজীপুর যাওয়ার কথা, আপনি কোথায়? বললাম আমি, এখন নাখাল পাড়ায়। তিনি বললেন, তাহলে এক্ষুনি আসুন বকশীবাজারে। সাথে সাথেই ব্যাগ প্যাঁক করে চলে গেলাম বকশীবাজারে। তারপর রাত এগারোটায় ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়া পড়িয়ে আমাদের ৩৮ জনের কাফেলা পাঠিয়ে দেন জলসাগাহের উদ্দেশ্যে।

জলসাগাহে পৌঁছার পর অবাক হয়ে গেলাম শুধু পুরুষদের থাকার প্যান্ডেল দেখে, তক্ষণি মেপে বের করলাম প্রায় ২৭ হাজার স্কয়ার ফিট। তারপর দেখলাম, লাজনাদের থাকার জায়গা তার সাথেই। লাজনাদের জলসা-গাহ আর মূল জলসাগাহ দেখে তো প্রাণ ভরে উঠলো।

ফজরের নামাযের পরপরই ডিউটি দিতে গেলাম বাউন্ডারীর পাশের রাস্তায়। বাইরের তথ্য নেগেটিভ পাচ্ছিলাম। দুই জায়গা থেকে শুনলাম, এলাকার এম, পি, চেয়ারম্যান ও মোল্লারা মিটিং করেছে যে, জলসা হতে দেবে না। আর সকাল থেকেই এলাকার ছেলেরা আর কিছু মোল্লারা জলসাগাহের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল।

যোহর নামাযের পর পরই মাইকিং শুরু হল পুরো এলাকায়। মাইকিং এ আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তাই বলছিল, আর আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এলাকার লোকজনকে স্কাউটের প্রধান ফটকের সামনে আসতে বলে। আমরা প্রতিটি তথ্যই কেন্দ্রকে জানাচ্ছিলাম। এরপর আসরের নামাযের পর স্কাউটের সামনে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের উপর মোল্লারা বক্তৃতা দেয়া শুরু করে আর আজে বাজে গালিপূর্ণ কথা বলে সাধারণ লোকদের উত্তেজিত করতে থাকে। এরই মধ্যে পুরো মহাসড়ক হাজার হাজার মানুষের ঢলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

আমরা ভেতর থেকে এবং কেন্দ্র থেকে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করছিলাম। পুলিশের উত্তর ছিল এই রকম– "আমরা কি ওই রণক্ষেত্রে মরতে যাবো?" তো মাগরিবের পয়তাল্লিশ মিনিট আগে জানতে পারলাম, পুলিশ এসেছে, তবে মহাসড়কে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। অবশ্য আমি শুনেছিলাম যে, মোল্লারা ডি, সি অফিসে গিয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে বলা হয়েছে যে, "এবার আমরা জলসায় সরকারি ভাবে বাধা দিতে পারব না, কারণ, উপর থেকে জলসা করার পারমিশন রয়েছে।" তো আজকের এই মোল্লার সমাবেশ শুধু ভয় দেখানোর জন্য।

এরপর হঠাৎ করে শুনি ভাঙ্গা ভাঙ্গির প্রচন্ড আওয়াজ। তাকিয়ে দেখলাম, সড়ক নিকটবর্তী ছেলেদের প্যান্ডেলের ওখান থেকে, শত শত মানুষ দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে ঢিল ছুড়ছে এলোপাথারি। একে একে চারটি প্যান্ডেলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কিছু বুঝে উঠার আগে পাওডার ও কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল মোল্লারা। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ছেয়ে যাওয়া বিশাল কালো ধোঁয়ার কুন্ডলীতে। ডেকোরেটরের কাপড়, শত শত টিউব লাইট, হাজার হাজার চেয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছে, প্লেট চুরমার করেছে, চাউলের বস্তায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, কোন কিছুই বাদ রাখেনি। প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার সম্পদ। চোখের সামনে হৃদয় বিদারক দৃশ্যগুলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও কষ্ট করে দেখতে হয়েছে।

নাখালপাড়ার শরীফ ভাইকে অনেকজন এসে ঘিরে ফেলেছিল, ওদের হাতে বড় ছুরি ছিল–শরীফ ভাই চীৎকার করে ওদের বলে, আমার- কলেমা হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্", এবার তোরা যদি আমাকে মারতে চাস তো মার। এরপর লোকজন তাকে কিছু করে নি।

জলসা গাহের একশো হাত দূরে এক কোণায় ছোট একটি বাড়ি ছিল, মোল্লারা এসে ওই বাড়ির পানির ট্যাঙ্ক লোহার পাইপ দিয়ে ফাটিয়ে দেয়। এরপরই ওই বাড়ির বয়স্ক মহিলা এটা দেখার পর, "ওই পূরানি" বলে মোল্লার পিছনে দেয় দৌড়। হাতে ক্যামেরা ছিল বলে ঘটনাগুলো রেকর্ড করছিলাম।

এরপরই হঠাৎ শুনতে পারলাম, পুলিশ এসেছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই সব দাঁড়ি জুব্বা ওয়ালা পিশাচগুলো লাঠি, লোহা নিয়ে এলাকায় রাস্তা ধরে দেয় দৌড়। যেই মানুষগুলো ঘটনা দেখতে, এসেছিলো, তারা বলছিল, "পুলিশের কথা শুইন্নাই এখন হুজুর দেয় দৌড়"।

কিছুক্ষণ পরই মাগরিবের আযান দেয়, এরপরই আশেপাশের পুরো জায়গা জন-মানবহীন হয়ে পরে। মাত্র পনর মিনিট আগেও ভাবতেও পারিনি এই ঘটনা ঘটবে । খুবই চিন্তায় ছিলাম প্যান্ডেলের ভিতর থাকা মানুষগুলির জন্য। কারণ তারা তো জানত না যে এই রকম কিছু ঘটবে। ঘটনার পূর্বে আমরা প্রায় ৭০ জন জলসা-গাহের ভিতর ছিলাম। এবার সবাইকে খুঁজতে বের হলাম। রোডের দিকে যাওয়ার সময় দূরে একটা

পুকুরের পাশে গাছের পিছনে দেখলাম দুইজন পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখছে। রাস্তায় যাওয়ার পর দেখি, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঢুকছে আগুন নিভাতে।

আমরা যখন রাস্তায় আমাদের সদস্যদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখন রাস্তায় প্রচন্ড জ্যাম। এরপরই সব গাড়ি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। কারণ মিছিল আসতেছে, ‘নারায়ে তাকবীর’ বলে বলে।

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত, আমাদের সত্তর প্রাণের কোন ক্ষতি হয়নি। মনে পড়লো সত্তরটা সদকা করার হুযূর (আই.) কর্তৃক তাহরিক। এরপর হুযূর (আই.) এর নির্দেশনা অনুযায়ী বকশীবাজারে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বকশীবাজারে জলসা হলেও এবার আন্তর্জাতিক জলসার মতই মনে হয়েছে, এত বিদেশী মেহমান দেখে। হুযূর এর বাংলাদেশের প্রতি মমতাবোধ দেখে সত্যি হৃদয় গর্বে ভরে উঠে। হুযূর (আই.) বাংলাদেশের জলসার সমাপনী বক্তৃতায় বাংলাদেশের সত্যিকারের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। আমাদের দুর্বলতা অনেক। অগণিত দরূদ ইস্তেগফার এবং কুরবানী করতে হবে আমাদের।

“রাব্বানা লা তু আখিজনা ইন্না সিনা আও আখতায়ানা।”

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি, তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিও না।

শিহাব জোহেব বাপী, ঢাকা

বয়আতের শর্তের প্রয়োগ

বয়আতের ১ম শর্তে বলা হয়েছে : ‘বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্ত:করণে অঙ্গীকার করিবে যে এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদা তাআলার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।’

খামাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সর্বোত্তম দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার জামা’তে বয়আত গ্রহণকারীদেরকে সর্বপ্রথম আদেশ করেছেন শির্‌ক থেকে দূরে থাকার জন্য। মূর্তি পূজা হলো প্রকাশ্য-শির্‌ক। মানুষের মাঝে অনেক গুপ্ত শির্‌ক বিদ্যমান।

অনেক সময় আমরা মুসলমানরাও অনেক বড় ধরণের শির্‌ক করে ফেলি। পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে যা আমাদের মনের অগোচরেই থেকে যায়, আমরা বুঝতেই পারি না। এ কারণেই আমাদের নয়নের মনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন, “হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জানা অজানা সমস্ত পাপ ক্ষমা করো।”

একমাত্র খোদা ছাড়া অন্য কারো উপার ভরসা করাই হলো শির্‌ক। ভেবে দেখা উচিত, আমাদের অবস্থানটা। আমাদের সমাজে এমন অসংখ্য পিতা-মাতা আছেন, যারা বৃদ্ধ বয়সে শেষ-আশ্রয় ভরণ- পোষণের নির্ভর হিসেবে ছেলে সন্তান আশা করেন। অথচ মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল হলো খোদা, মানুষের রিযকের মালিকও একমাত্র খোদা। আর একজন মু’মিন সর্বাবস্থায় পুরোপুরি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখেন।

এমনও অনেক লোক আছে, যারা চাকুরী, ভর্তি পরীক্ষা, কিংবা বিভিন্ন রকম ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পায়ে মাথা ঠুকে মরে অথবা নিজ ক্ষমতা অর্থের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একবারের জন্যও আপন প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বলে না –হে আল্লাহ্! তুমিই সবকিছুর একমাত্র মালিক, সুতরাং তুমি আমায় তা দান করো।

কেউ আছেন, অসুখ হলেই দৌড়ে যান ডাক্তারের কাছে, ঔষুধ খেলেই সুস্থ হয়ে যাবেন এই বিশ্বাসে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেন। হয়তো সেড়েও উঠেন। কিন্তু আবার কেউ এমন আছেন যে, অসুখ হলে প্রথমে দোয়া করেন, তারপর ডাক্তারের পরামর্শ নিতে যান, আর এরূপ ব্যক্তিকেই খোদা অধিক ভালোবাসেন। কত হীন মানসিকতার পরিচয় দেই আমরা! ছোট্ট একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থকে (ঔষধ) খোদার আসনে বসিয়ে। বিশ্বাসের স্তম্ভ কত দুর্বল। আমাদের–জীবন-নদীতে ঝড় এলে পাল ছেড়ে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ি শুকনো খরকুটা (আমাদের চেষ্টা-শ্রম) ধরে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করি। অথচ বিশ্বাসে প্রাণশক্তি থাকলে খোদা সেই ঝড় থামিয়ে দেন।

নিজের চেষ্টা, শ্রম থাকা দোষের নয়। দোষ হল সেই প্রচেষ্টা, শ্রমের উপরই একমাত্র ভরসা করা। হৃদয়ের গভীরের বিশ্বাস ভালোবাসা, যা একমাত্র খোদার প্রাপ্য, তা অন্য কাউকে দেয়াও শির্‌ক (আল কুরআন)। এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়, যারা তুচ্ছ মানবকে এত বেশী ভালবাসে যে, আপন প্রভুকে এর একবিন্দুও ভালবাসে না। আমরা যখন কাউকে অথবা কোন কিছুকে তীব্রভাবে ভালবাসি, তখন শয়নে-স্বপনে, জাগরণে-কল্পনায় শুধু তার কথাই ভাবি।

অথচ কখনো নিজ প্রভুকেও এতটা স্মরণ করি না! এটা কি শির্‌ক নয়? সেই মানব-প্রেমের প্রতি আস্থা, ভালবাসা এত প্রকট আকার ধারণ করে যে, আধ্যাত্মিক পিতা (প্রাণপ্রিয় খলীফা), মা-বাবার নির্দেশ, অমান্য করে তাদের হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে ছুটে যায় মিথ্যে ভালবাসার টানে! মানব প্রেমেই খোদা প্রেম“ এটা সত্য, কিন্তু এমন মানব-প্রেম তো আমাদের কাম্য নয় যা শির্‌কের পর্যায়ে চলে যায়, যা অভিভাবক ও জামাতকে হেয় করে।

শির্‌ক নামের এই মহাপাপ থেকে বাঁচতে হলে প্রথমেই হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা, ভক্তি, বিশ্বাস এক- খোদার সমীপে অর্পিত করতে হবে। কোন ব্যাপারেই খোদাকে অজ্ঞ কিংবা দুর্বল ভাবা যাবে না, এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমার খোদা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

বর্তমানে এই উক্তিটি প্রচলিত, "Mony is Second God" (নাউযুবিল্লাহ্)। Second God (দ্বিতীয় আল্লাহ্) বলে কোন শব্দ থাকতে পারে না! খোদার উপর কেউ তো নেই-ই, বরং তার নীচেও কেই নেই। ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে যেতে যেতে মানুষ এতটা দূরে সড়ে গেছে যে, তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে, অর্থবিত্তকে খোদার স্থলে বসিয়ে তার পূঁজা করছে। মানুষের হৃদয়ে এখন অর্থ-পিপাসা সেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেভাবে কোন মু’মিনের হৃদয়ে খোদা প্রেমের পিপাসা বাড়তে থাকে।

শির্‌ক আমাদের সাথে এত গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে যে, অনেক সময় আমরা তা চিহ্নিত করে পৃথক করতে পারি না। এই অধম এত গভীর ভাবে জানি না, আর তাই হয়তো বুঝিয়ে বলতেও পাচ্ছিনা। শুধু এই দোয়াই করি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর করুণার ছায়ায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার গৃহে আশ্রয় দান করুন এবং আমাদেরকে সর্বপ্রকার শির্‌ক ও পাপ থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

আয়েশা আহমদ হিমু, রংপুর

সংবাদ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়।

পটুয়াখালী

গত ২৯ মার্চ, বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পটুয়াখালীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত বিদসের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মিজানুর রহমান। নযম পাঠ করেন কাইয়ুম হাওলাদার। বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব কাইয়ুম হাওলাদার, মওলানা নওশাদ আহমদ, মোবাশ্বের মুরব্বী এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। এতে জেরে তবলীগ, নওমোবাঈনসহ ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

নওশাদ আহমদ

ফতুল্লা

ফতুল্লা জামা'তের মসজিদ নূরে গত ২৩ মার্চ ২০১৩ রোজ শনিবার বাদ আসর হতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে জনাব মোস্তফা আলী সাহেব ভাইস প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করেন। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সামসুদ্দিন আহমদ। নযম পাঠ করেন যথাক্রমে মাসুদ আহমদ মামুন, মুহাম্মদ তারিফ হোসেন সাদ ও মাসরূর আহমদ সাদী। উল্লেখিত দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব ফরিদ আহমদ, কাজী মোবাশ্বের আহমদ ও মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন প্রমুখ। সবশেষে সভাপতি সাহেব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তারপর দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়। এতে মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আবু নাসের

তাহেরাবাদ

গত ২৬/০২/২০১৩ তারিখে তাহেরাবাদ জামাতের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব শাহিদ মন্ডল, মজিবর রহমান, মোয়াজ্জেম মাষ্টার, জি, এস, জিন্নাত আলী, মৌ. ফরহাদ হোসেন, আব্দুল খালেক মোল্লা। সমাপনী ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়।

মোহাম্মদ ইউনুস আলী

শালশিড়ী

গত ২৯ মার্চ, বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালশিড়ীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত বিদসের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রাসেল আহমদ মীর, নযম পাঠ করেন রাহুল আহমদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব মৌ. ইসরাঈল দেওয়ান ও মৌ. সেলিম আহমদ কাজল, স্থানীয় মোয়াল্লেম। শেষে সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্ত হয়। এতে ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মীর আব্দুল মাওলা

কটিয়াদী

গত ২৯/০৩/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। নযম পাঠ করেন সাব্বির আহমদ। বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ রহুল আমীন, মৌ. বশির আহমদ। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা বয়আত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বজলুর রহমান

কাউনিয়া

গত ২৯/০৩/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ কাউনিয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে আরম্ভ হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনের প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন, যথাক্রমে মোহাম্মদ সজিব মিয়া, স্থানীয় কায়েদ, মোহাম্মদ মিরাজ সিকদার, মৌ. নুরুল ইসলাম। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেব নসিহতমূলক আলোচনা করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

নুরুল ইসলাম

নাসেরাবাদ

গত ২৯/০৩/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত নাসেরাবাদের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত বিদসের কার্যক্রম শুরু হয়।

শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মইনুল ইসলাম মোহন, নযম পেশ করেন মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মোয়াল্লেম। এরপর বক্তৃতা করেন জনাব মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোয়াল্লেম, মুহাম্মদ মজিবুর রহমান ও জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সাদেক। বক্তাগণ মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুহাম্মদ আব্দুস সাদেক

মাহিগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ বাদ মাগরিব স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব খালেদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আব্দুল খালেক। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন। এবং বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, মোহাম্মদ আব্দুল খালেক এবং এস, এম, রাশিদুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতি বক্তৃতা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে নারী পুরুষ মিলে মোট ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়।

এস, এম, রাকিবুল ইসলাম

শ্যামপুর

গত ২৯/০৩/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শ্যামপুরে মসীহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুল করিম, নযম পাঠ করেন নাসের আহমদ। বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মৌলবী আব্দুর রহমান, জনাব ফিরোজ আহমদ, জনাব আবুল কাসেম, জনাব আব্দুল করিম, জনাব আতা এলাহী শুভ ও পাভেল আহমদ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত আলোচনা সভার কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৫০ জন খোদ্দাম ও আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোজহারুল ইসলাম

কুমিল্লা

জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব লস্কর এর সভাপতিত্বে গত ২৯/০৩/২০১৩ বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জয়নাল আবেদীন। নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব সোহাগ আহমদ, সালমান আহমদ ও জয়নাল আবেদীন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ, জনাব মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন ও জনাব জাহিদ হোসেন। সাদাকাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

চরসিন্দুর

গত ২৯/০৩/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চরসিন্দুর এর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয় জেনারেল সেক্রেটারী জনাব গোলাম আহমদ এর সভাপতিত্বে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন তাহের আহমদ (প্রান্ত)। উর্দু নযম পরিবেশন করেন ইমরান আহমদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর ইলহামের পূর্ণতা, ইমাম মাহ্দী (আ.) এর যৌবনকাল, ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সত্যতা ও বয়আতের তাৎপর্য, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্য এবং একজন আদর্শ আহমদী-এ বিষয়গুলোর উপর বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আফজাল হোসেন ভূঞা, ইমরান আহমদ, বোখারুল ইসলাম বোখারী, মৌ.এস, এম, মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। সবশেষে সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৪ জন আহমদী ও ৪ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

সৈয়দপুর

গত ২৯/০৩/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসে সৈয়দপুর এর বিভিন্ন হালকা ও পকেট থেকে পুরানো আহমদী, নও-মোবাইন এবং মেহমানরা আসেন। উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. আসলাম আহমদ। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট, জনাব মোহাম্মদ নজিবুর রহমান। নযম পাঠ করেন জামাল উদ্দিন প্রামানিক। এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল করিম, মুক্তার হোসেন, আবুল কাশেম, রেজাউল করিম লিটন, শাহ্ গিয়াস উদ্দিন, মৌ. আসলাম আহমদ, মোহাম্মদ নজিবুর রহমান, আমজাদ হোসেন চৌধুরী। উক্ত দিবসে ৫ জন মেহমানসহ মোট ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন। মেহমানদের মধ্য হতে ২ জন বয়আত গ্রহণ করেন। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

আসলাম আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ নূরনগর/ঈশ্বরদী

গত ৩১/০৪/২০১৩ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে নূরনগর জামাতে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। নযম পাঠ করেন আফছানায়ারা ও মুর্তজা বেগম। এতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জীবনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন যথাক্রমে লাভলী জামান ও মেরীনা খাতুন। শেষে প্রেসিডেন্ট মোছা: রওশনয়ারার দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মোছা: রওশনয়ারা

তেরগাতী

গত ২৯/০৩/২০১৩ রোজ শুক্রবার তেরগাতী জামা'তে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে বাদ মাগরিব ৭টা হতে ৯টা পর্যন্ত অত্যন্ত জাকজমকের সাথে উক্ত দিবস উদযাপন করা হয়।

শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বশির আহমদ নীলিম, নযম পরিবেশন করেন রিফাত আহমদ। প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসে উক্ত দিবসের গুরুত্ব, তাৎপর্য, ইত্যাদি বিষয়ে পর্যয়ক্রমে মৌ. বশির আহমদ ও সৈয়দ তোফায়েল আহমদ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া করান অনুষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আনোয়ার আলী। এতে মেহমান সহ ৬৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার বিকাল ৪ ঘটিকায় দক্ষিণ আহমদী পাড়াস্থ জনাব মাজেদ আহমদ সাহেবের বাসায় মহান 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শামীমা আক্তার লিলি, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাকসুদা ফারুক। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাকসুদা বেগম। বাংলা নযম পাঠ করেন মাইশা আক্তার। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্ম জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে মনোয়ারা বেগম, নাসরিন বেগম, জোবেদা বেগম, রহিমা বেগম, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাকসুদা ফারুক। বক্তৃতার ফাঁকে দুটি উর্দু নযম পাঠ করেন যথক্রমে রোজিনা বেগম ও লামিয়া রহমান অর্নি। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৮৭ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নাসিমা আসাদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ

গত ১৫/০৩/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নারায়ণগঞ্জ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। মাসুদা পারভেজ প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর সভানেত্রীত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন রেহেনা জসীম। বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করেন, সুরাইয়া নাসের এবং বুশরা আক্তার। অত:পর বক্তৃতা পর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মহান ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করেন, খাওলা দীন উপমা। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন এর আলোচনা করেন সুফিয়া বেগম। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর সত্যতার প্রমাণ পেশ করেন, ফারহানা আক্তার। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর শৈশব কালের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন, উম্মে কুলসুম চায়না। অত:পর সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আবেদা চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪২ জন লাজনা এবং ১৩ জন নাসেরাত এবং ১৪ জন শিশু উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ৩১ মার্চ ২০১৩ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ প্রাঙ্গনে নাসেরাত দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসের উদ্বোধনী শুরু হয় সকাল ১০ ঘটিকায়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর মাকসুদা ফারুক উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। বিকেল ৪ ঘটিকায় সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ৭ম নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

মাসুদা সুলতানা কলি

তালিম তরবিয়তী মিটিং

১৮/০৩/২০১৩ বাদ মাগরিব নন্দনপুর হালকায় মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন সাহেব এর বাড়িতে সাপ্তাহিত তালিম ও তরবিয়তী মোজাকেরা মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং-এ উপস্থিত আনসার ৩ জন, খোদ্দাম ২ জন, আতফাল ৩ জন, ১জন নাসেরাত মোট ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ইয়াকুব লস্কর। কুরআন তেলাওয়াত করেন– মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ সোহাগ। বক্তৃতা করেন ইয়াকুব লস্কর। হাদীস পাঠ করেন সালমান আহমদ। দরসে কুরআন পাঠ মৌ. জাহিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে এই সভার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ হেলাল মিয়া

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম মসজিদ কমপ্লেক্স এর জন্য নিম্ন বর্ণিত পদে কর্মচারী নিয়োগ করা হবে।

ক্রমিক নং	পদ	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন
০১	নিরাপত্তাপ্রহরী-কাম-মোয়াজ্জীন	০২	নুন:পক্ষে অষ্টম শ্রেণী	৪০০০/-
০২	মসজিদ এর কেয়ারটেকার-কাম মোয়াজ্জীন	০১	নুন:পক্ষে এইচ এস সি	৪৫০০-/

শর্তাবলী

ক। সকল পদের জন্য বয়স ২৫-৩০ বৎসর (বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)

খ। নির্বাচিত কর্মচারীদেরকে মসজিদ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে আবাসন সুবিধা প্রদান করা হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ২ (দুই) কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত আগামী ২০/০৫/২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হলো।

আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম
১নং কে. বি. ফজলুল কাদের রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম।
মোবাইল নং - ০১৭১৩১২৩১২৪

দোয়ার আবেদন

আমার শ্রদ্ধেয় মাতা, আহমদনগর জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যা মোসা: হালিমা চৌধুরী (৫৫), স্বামী জনাব সহিদ আহমদ, কয়েক দিন থেকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার 'গ্রীন লাইফ' হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার পূর্ণ আরোগ্য ও দীর্ঘায়ূর জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
নাবিদ আহমদ লিমন
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া
বাংলাদেশ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants

BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

COMPLETE VIEW OF ADVANCED INDOOR OUTDOOR SIGNAGE & POP SYSTEMS

BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A,Chittagong.
Tel: 683555

HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com

SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

SQUARE
Hospital
HSBC
TOYOTA
NCC BANK
KEARI Limited

New Vol. No. 75 | 19th Issue
The Ahmadi Fortnightly
15th April, 2013 Tk. 18.00
Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি
রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

“এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই”

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা–১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com